দুর্নীতি দমন কমিশন
সদর লাইব্রেরি
কার্যালয়, ঢাকা

দুর্নীতির বিরুদ্ধে পূর্বাপর লড়াই

দুর্নীতি দমন কমিশন বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫

দুর্নীতি দমন কমিশন

দু দ ক

যোগাযোগ
মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
মহাপরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
বাংলাদেশ
১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০।

টেলি: +৮৮ ০২-৯৩৪ ৯০১৩
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২-৮৩১ ৩৮৮৪
ইমেইল: dg.admin@acc.org.bd
ওয়েব: www.acc.org.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা কমিটি
মহাপরিচালক (প্রশাসন), দুদক
উপপরিচালক (জনসংযোগ কর্মকর্তা), দুদক

প্রকাশক
দুর্নীতি দমন কমিশন
বাংলাদেশ

ডিজাইন
আইসিটি সেল
দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশন বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫

দুর্নীতি দমন কমিশনের 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫' দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৯(১) ধারা অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হয়।

বর্তমান দুর্নীতি দমন কমিশন

চেয়ারম্যান
ইকবাল মাহমুদ

কমিশনার
ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ

কমিশনার
এএফএম আমিনুল ইসলাম

পূর্ববর্তী দুর্নীতি দমন কমিশন

চেয়ারম্যান
মো. বদিউজ্জামান

কমিশনার
মো. সাহাবুদ্দিন

কমিশনার
ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ

হস্তান্তরপত্র

২৪ শে অক্টোবর, ২০১৬
জনাব মো. আবদুল হামিদ
মহামান্য রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

আমরা সানন্দে ও সবিনয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক প্রণীত ২০১৫ খ্রিঃ সনের ৩১ শে ডিসেম্বরে সমাপ্ত বছরের চতুর্থ বার্ষিক প্রতিবেদন (দ্বিভাষিক)আপনার সমীপে উপস্থাপন করছি। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৯(১) ধারার আইনগত বিধান অনুসরণে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লিখিত আইনের বিধান অনুসারে প্রতিবেদনটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা নিয়ে পরম বাধিত করবেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে নির্দেশিত এবং কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত সকল কর্মকাণ্ডের বিবরণ এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে সম্পাদিত কর্ম-কীর্তির অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক জবাবদিহিতা প্রতিফলিত হয়েছে এবং কমিশনে ন্যাস্তকৃত জন-সম্পদের সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুস্পষ্টিকরণ এবং সহজবোধ্যতার লক্ষ্যে কতিপয় সাধারণ তথ্য, পরিসংখ্যান এবং ঘটনা-বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

আমরা সবিনয়ে মহোদয়কে আশ্বস্ত করতে চাই যে, কমিশন দুর্নীতির কঠোর প্রতিকার বিধান এবং প্রতিরোধকল্পে দেশব্যাপী সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

গভীর শ্রদ্ধান্তে
আপনার অনুগত,

(ইকবাল মাহমুদ)
চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

(ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ)
কমিশনার
দুর্নীতি দমন কমিশন

(এ এফ এম আমিনুল ইসলাম)
কমিশনার
দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশন, ১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০, ফোন : +৮৮ ০২ ৮৩৩৩৩৫০, ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৮৩৩৩৩৫৪
ই-মেইল : chairman@acc.org.bd

বিষয়সূচি

হস্তান্তরপত্র		০৬
আদ্যক্ষর ও শব্দ-বিস্তার		০৮
মুখবন্ধ		০৯
অধ্যায় এক	**দর্নীতি দমন কমিশন: প্রেক্ষাপট ও পরিচিতি**	১১
	১.১ ভূমিকা	১২
	১.২ দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচিতি	১২
অধ্যায় দুই	**দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ**	১৯
	২.১ ভূমিকা	২০
	২.২ অনুসন্ধান	২৩
	২.৩ তদন্ত	২৫
	২.৪ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্ত	২৮
	২.৫ উল্লেখযোগ্য দুর্নীতি অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমসমূহ	৩০
	২.৬. প্রসিকিউশন	৩৬
অধ্যায় তিন	**দুর্নীতি প্রতিরোধ**	৩৯
	৩.১ ভূমিকা	৪০
	৩.২ দুর্নীতিবিরোধী সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি	৪২
অধ্যায় চার	**গণশুনানি**	৪৯
	৪.১ ভূমিকা	৫০
	৪.২ উপসংহার	৫১
অধ্যায় পাঁচ	**প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি**	৫৩
	৫.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা	৫৪
	৫.২ কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা	৫৮
	৫.৩ দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম	৫৯
	৫.৪ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন	৬০
অধ্যায় ছয়	**কমিশনের তথ্য ব্যবস্থাপনা**	৬১
	৬.১ দুদক ও তথ্য অধিকার আইন	৬২
অধ্যায় সাত	**আগামী ভভিযাত্রায় কমিশনের কর্মপরিকল্পনা**	৬৩
	৭.১ কমিশনের কর্মপরিকল্পনা	৬৪
অধ্যায় আট	**সুপারিশমালা**	৬৭
	ক. সরকারি সেবা	৬৮
	খ. সরকারি নিয়োগ	৬৯
	গ. সরকারি ক্রয় কার্যাদি	৬৯
	ঘ. সরকারি নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার	৭০
	ঙ. কার্যপদ্ধতি সংস্কার/System Improvement	৭০
	চ. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৭১
	ছ. বিবিধ	৭১

আদ্যক্ষর ও শব্দ-বিস্তার

দুদক	দুর্নীতি দমন কমিশন
দুপ্রক	দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি
বিএসি	দুর্নীতি দমন ব্যুরো
ডিজি	মহাপরিচালক
আইডিও	সমন্বিত জেলা কার্যালয়
এমএলপিএ	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন
এজাহার	প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এফআইআর)
এলসি	ঋণ পত্র
এলটিআর	লোন এগেইন্সট ট্রাস্ট রিসিপ্ট
আই/ও	তদন্তকারী কর্মকর্তা
ই/ও	অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা
ইউএনসিএসি	দুর্নীতি বিরোধী জাতিসংঘ সনদ
জিডি	সাধারণ ডায়েরি
জিআইজেড	জার্মান আন্তর্জাতিক কারিগরি সহায়তা সংস্থা
ডিএফপি	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
এনআইএস	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
এসডিজি	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
টিআইবি	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বিটিআরসি	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন
এমওইউ	সমঝোতা স্মারক
এডিবি	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
আরটিআই	তথ্য অধিকার
এনএসআই	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা
পিপিএ	সরকারি ক্রয় আইন
পিপিআর	সরকারি ক্রয় বিধিমালা
এডি	সহকারী পরিচালক
ডিএডি	উপ-সহকারী পরিচালক
পিআরও	জনসংযোগ কর্মকর্তা
আইএফপি	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট
আইইউ	সততা সংঘ

মুখবন্ধ

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হতে উৎসারিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান নির্দেশ করে: বাংলাদেশ হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক শুদ্ধাচারী সমাজ এবং এর নাগরিকবৃন্দ, পরিবার, রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসহ রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি অঙ্গ হবে শুদ্ধাচারী ও দুর্নীতিমুক্ত। পরিতাপের বিষয় হলো, স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরও আমাদের দেশে দুর্নীতিকে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। মৌলিক চাহিদা পূরণ যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থানসহ শিল্পের বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। তবে দুর্নীতি শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয়। এটি এখন বৈশ্বিক সমস্যা। বিশ্বের সর্বত্রই কম-বেশি দুর্নীতির ঘটনা ঘটছে।

২০০৪ সনের ২১শে নভেম্বর বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকেই কমিশন দুর্নীতি দমনে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামকে দু'টি মানদণ্ডে বিভক্ত করেছে কমিশন। একটি হলো প্রতিকারমূলক ও অপরটি হলো প্রতিরোধমূলক। প্রতিকারমূলক কার্যক্রম হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪এর তফসিলভুক্ত দুর্নীতিসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত করে দোষীদের বিচারের জন্য আদালতে সোপর্দ করা। পদ্ধতিগতভাবে কমিশন দুর্নীতিবিরোধী অভিযানকে প্রসারিত করছে, পাশাপাশি কমিশন কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কমিশন ইতোমধ্যেই দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ত্বরান্বিত করছে। সমাজের সকল স্তরের দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য উপজেলা, জেলা ও নগর/মহানগর পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। দেশে ৪২২টি উপজেলা, ৬২টি জেলা, ১টি মহানগর ও ৮টি আঞ্চলিক মহানগর 'দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা হয়েছে। তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের মাঝে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মতবিনিময় সভা, পথসভা, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে শুদ্ধাচার-এর মূল্যবোধ জাগ্রত ও চর্চার উদ্দেশ্যে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে তরুণদের কণ্ঠকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির তত্ত্বাবধানে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'সততা সংঘ' গঠন করা হয়েছে । এসব সততা সংঘ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা চর্চা প্রসারের লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহের সহযোগী সংগঠন হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার্থীদের মননে নৈতিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার উপলব্ধিকে উন্মেষিত এবং শানিত করতে প্রত্যেক সততা সংঘ সক্রিয় সহায়তা দিচ্ছে।

এছাড়াও কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দেশের সকল সরকারি ও আধা-সরকারি দপ্তরে 'গণশুনানি'র মতো অভিনব কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অফিস স্মারক এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-২০১২-এর ওপর ভিত্তি করে গণশুনানি পরিচালনা করা হচ্ছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন এর সকল কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবাধ তথ্য প্রবাহের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। পূর্ববর্তী ২০১৫ সনের সময়াবদ্ধ বহুমাত্রিক কর্মকান্ড এবং এর ফলপ্রসূত প্রভাব নিহিত দলিল হিসাবে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪-এর ২৯(১) ধারা অনুযায়ী ২০১৪ সনের ন্যায় ২০১৫ সনের 'বার্ষিক প্রতিবেদন' মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করছে। এ প্রতিবেদনে ২০১৫ সনের বিশাল কর্মযজ্ঞের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

অংশগ্রহণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মকৌশল অনুসরণে দুর্নীতি দমন কমিশন এর সকল অংশীপ্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধের সর্বাত্মক ও সর্বোত্তম প্রচেষ্টায় নিবেদিত হওয়ার বিনত প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করছে।

(ইকবাল মাহমুদ)
চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়

অধ্যায় ১

দুর্নীতি দমন কমিশন: প্রেক্ষাপট ও পরিচিতি

ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচিতি

দুর্নীতি দমন কমিশন : প্রেক্ষাপট ও পরিচিতি

১.১. ভূমিকা

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দুর্নীতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকারের দুর্নীতির বিশদ বিবরণ রয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধের চেষ্টাও প্রাচীন। ১৮৬০ সনে প্রণীত দণ্ডবিধিতে কতিপয় অপরাধমূলক কার্যকে দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে দণ্ডের বিধান আরোপ করা হয়। তবে এ দণ্ডবিধি প্রচলিত হওয়ার পূর্বেও এ দেশে এ জাতীয় অপরাধের দণ্ডের বিধান ছিল। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, দণ্ডবিধি ১৮৬০ প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতিসংক্রান্ত অপরাধ বিচার প্রক্রিয়ার আইনগত কাঠামো সৃষ্টি হয়।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ১৯৪৪ সনে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার একটি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে গণকর্মচারীদের দুর্নীতি দমনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সনে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ প্রণয়ন ও বলবৎ করা হয়। দুর্নীতি দমনে জারিকৃত এ আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পুলিশ বিভাগের ওপর। এতে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জিত না হওয়ায় দুর্নীতি দমনসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে একটি পৃথক সরকারি দপ্তর তথা "দুর্নীতি দমন ব্যুরো" গঠনসহ অন্যান্য লক্ষ্য নিয়ে দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৫৭ বলবৎ করা হয়। প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী দপ্তর হিসেবে সীমিত পরিসরে কার্যক্রম শুরু করলেও ১৯৬৭ সন থেকে একটি স্থায়ী দপ্তরে পূর্ণোদ্যমে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কর্মকাণ্ড শুরু হয়। তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরোর স্বাধীনভাবে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা করার আইনি সুযোগ ছিল না। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর জরিপে বাংলাদেশ একাধিকবার শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে দেশের সাধারণ মানুষ, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ, গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্টদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৪ সনের ২১শে নভেম্বর "বাংলাদেশ ব্যুরো অব এন্টিকরাপশন" বিলুপ্ত করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রতিষ্ঠা করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন একটি জাতীয় সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। দুর্নীতি দমন কমিশন শিক্ষা, প্রতিরোধ এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রাম অব্যাহত রেখে এর উপর অর্পিত 'ম্যাণ্ডট' বাস্তবায়ন করছে।

১.২ দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচিতি

১.২.১ আমাদের ম্যান্ডেট

দেশের দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা।

১.২.২ কমিশনের রূপকল্প

"সমাজের সর্বস্তরে প্রবাহমান একটি শক্তিশালী দুর্নীতিবিরোধী সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসার সুনিশ্চিত করা"।

১.২.৩ কমিশনের লক্ষ্য

"অব্যাহতভাবে দুর্নীতিকে দমন, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ করা"

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের চার-স্তম্ভ বিশিষ্ট কাঠামো

১.২.৪ কমিশনের তিনটি কৌশলগত লক্ষ্য

- শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির দমন;
- পদ্ধতিগত পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা; এবং
- শিক্ষা ও সচেতনাতামূলক প্রচারের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা।

উপরিউক্ত কৌশলগত লক্ষ্যগুলো চারটি সহায়ক লক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত:

- প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন;
- পরিচালনা পদ্ধতি প্রণয়ন;
- মানবসম্পদ সহায়তা ও উন্নত অভ্যন্তরীণ শাসন পদ্ধতি; এবং
- আর্থিক ও উন্নত কারিগরি (লজিস্টিক) সহায়তা।

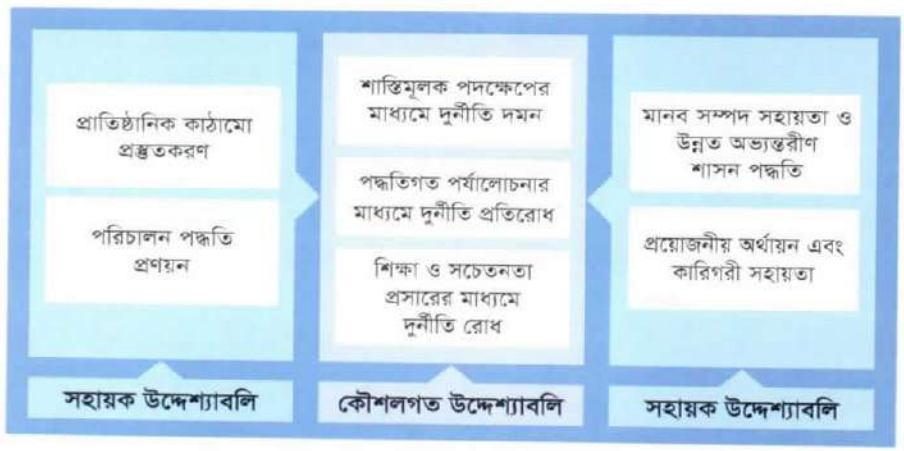

১.২.৫ কমিশনের প্রধান কার্যসম্পাদন সূচকসমূহ

- বছরের দায়েরকৃত মামলার বিপরীতে নিষ্পত্তিকৃত মামলার শতাংশ বা হার;
- কোনো অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্যে নেওয়া অনুসন্ধান ও তদন্তে ব্যয়িত সময়;
- বিচারের (প্রসিকিউশন) হার অথবা বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিপরীতে বিচারের হার; এবং
- দোষী সাব্যস্তকরণের হার বা বছরে বিচারের হারের বিপরীতে দোষী সাব্যস্তকরণের হার।

১.২.৬ কমিশনের নির্বাহী কাঠামো

দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার পদে নিয়োগের জন্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি বাছাই কমিটি রয়েছে। বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনারগণ পূর্ণকালীন সময়ের জন্যে স্ব-স্ব পদে পাঁচ বৎসরের জন্যে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনজন কমিশনারের মধ্য হতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি একজনকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করে থাকেন। চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মাবসানের পর কমিশনারগণ প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য বিবেচিত হন না। সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারককে যে সকল কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারণ করা যায়, ঠিক একই কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত কোনো কমিশনারকে অপসারণ করা যায় না।

চিত্র-১: দুর্নীতি দমন কমিশনের সাংগঠনিক মৌল কাঠামো

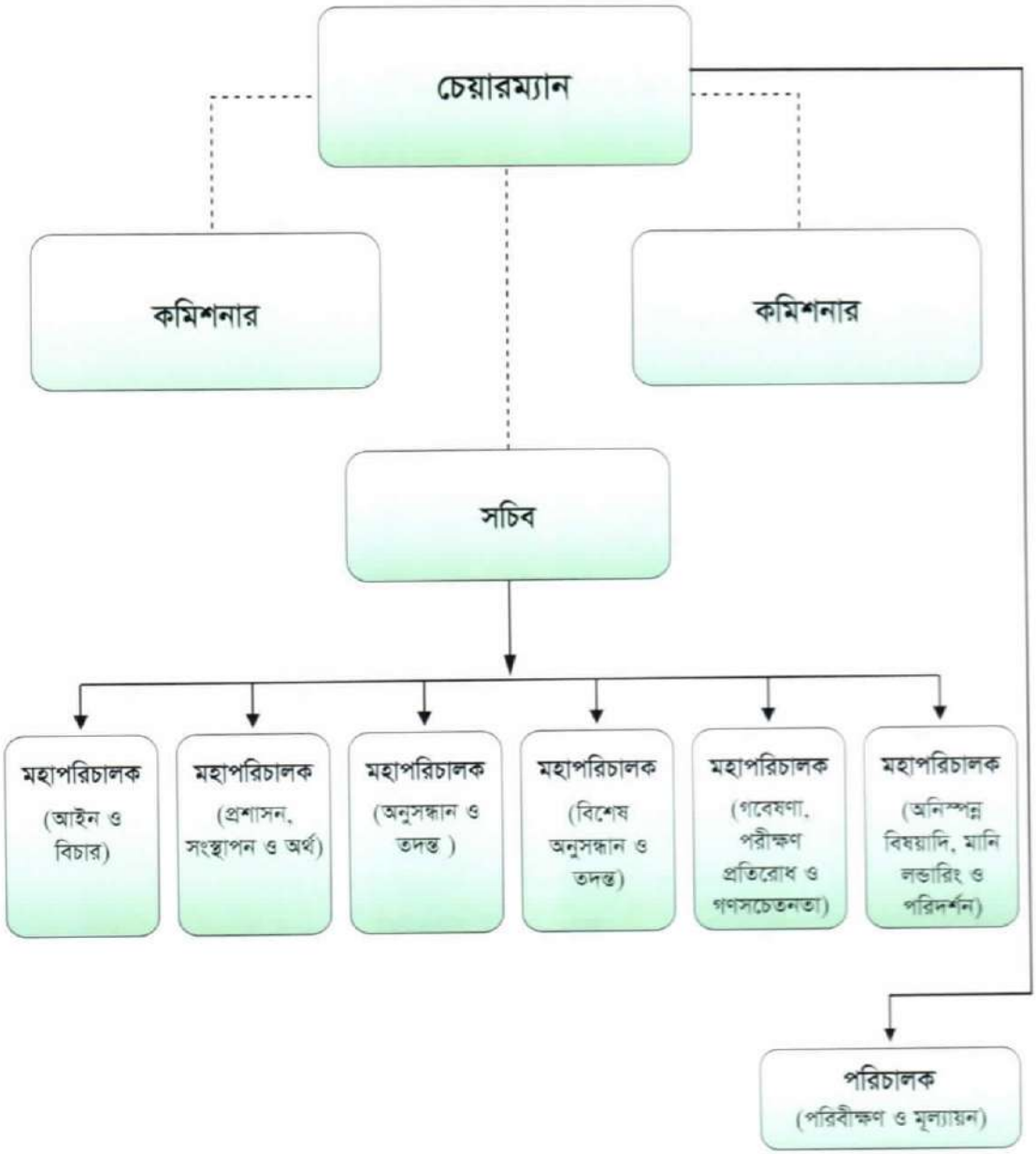

চিত্র-২: দুদকের মাঠ কার্যালয়গুলোর সাংগঠনিক কাঠামো

*সজেকা: সমন্বিত জেলা কার্যালয়

সজেকা-এ দেশের যে জেলাগুলো অর্ন্তভুক্ত:

ঢাকা -১	:	ঢাকা মহানগর এলাকা ও ঢাকা জেলা
ঢাকা-২	:	গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ জেলা
ময়মনসিংহ	:	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলা
টাংগাইল	:	টাংগাইল, জামালপুর ও শেরপুর জেলা
ফরিদপুর	:	ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা
চট্টগ্রাম-১	:	চট্টগ্রাম মহানগর এলাকা
চট্টগ্রাম-২	:	চট্টগ্রাম মহানগর এলাকা-বহির্ভূত থানাসমূহ, কক্সবাজার ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা
নোয়াখালী	:	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা
কুমিল্লা	:	কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলা
রাঙামাটি	:	রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
রাজশাহী	:	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা
বগুড়া	:	বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলা
পাবনা	:	পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা
রংপুর	:	রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলা
দিনাজপুর	:	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী ও পঞ্চগড় জেলা
খুলনা	:	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা
যশোর	:	যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলা
কুষ্টিয়া	:	কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলা
বরিশাল	:	বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও ভোলা জেলা
পটুয়াখালী	:	পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা
সিলেট	:	সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলা
হবিগঞ্জ	:	হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলা

১.২.৭ কমিশনের কার্যাবলি

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী কমিশন তাহার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পরিচালনা করে। দুর্নীতি দমন এবং প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। কমিশনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্য হচ্ছে

১. প্রাপ্ত অভিযোগ বা স্ব-উদ্যোগে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দুদক আইনের তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা করা;

২. অনুসন্ধান পরিচালনার ভিত্তিতে মামলা দায়েরের অনুমোদন এবং তদন্তের ভিত্তিতে চার্জশিট/চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের অনুমোদন প্রদান;

৩. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং এর সংশোধনীসমূহ অনুযায়ী মানিলন্ডারিং বিষয়ে অনুসন্ধান/তদন্ত ও মামলা পরিচালনা করা;

৪. রাষ্ট্রপতির নিকট নিম্নলিখিত বিষয়ে সুপারিশ উপস্থাপন করা :

- দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্যে কোনো আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা;
- কার্যকর বাস্তবায়নের জন্যে দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি;
- গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় নির্ধারণ;
- আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করা এবং তদানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদি নির্ধারণ।

৫. দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা এবং কমিশনের কার্যাবলি ও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এমন সকল বিষয়ের ওপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

৬. দুর্নীতি দমন বিষয়ে আইন দ্বারা কমিশনের উপর অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

১.২.৮ আইন ও ক্ষমতা

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর মাধ্যমে কমিশন তাহার কার্যাবলি, ক্ষমতা এবং সাংগঠনিক কাঠামোর যাত্রা শুরু করে। অন্য সম্পৃক্ত আইনসমূহ হচ্ছে

১। দণ্ডবিধি, ১৮৬০

২। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮

৩। দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭

৪। ফৌজদারি আইন সংশোধনী, ১৯৫৮

৫। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং এর সংশোধনীসমূহ

১.২.৯ অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনায় কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা

১. সাক্ষী তলব, উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং জিজ্ঞাসাবাদ;

২. যে কোনো নথি খুঁজে বের করা ও উপস্থাপন করা ;

৩. সাক্ষ্য গ্রহণ;

৪. যে কোনো আদালত বা অফিস হতে সরকারি নথি বা এর সত্যায়িত অনুলিপি তলব;

৫. সাক্ষীদের নোটিস ইস্যু ও নথিপত্র যাচাই; এবং

৬. এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো বিষয়।

দুদক আইন, ২০০৪-এর ধারা ১৯ অনুযায়ী, "কোন কমিশনার বা কমিশন হইতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে উপ-ধারা (১)-এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান করিলে বা উক্ত উপ-ধারার অধীন প্রদত্ত কোন নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তি অমান্য করিলে উহা দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন"।

১.২.১০ কমিশনের মৌলিক কর্মপ্রয়াস

দুদকের মূল লক্ষ্য দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধ। এ লক্ষ্য অর্জনে দুদক নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে:

১। নিরলসভাবে ও দৃঢ়তার সাথে অনুসন্ধান, তদন্ত ও অন্যান্য আইনি কার্যক্রম পরিচালনা করা, যাতে দুর্নীতিপরায়ণরা কোনো রকম প্রশ্রয় না পায়;

২। বিশেষ দুর্নীতিপ্রবণ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর দুর্নীতির কার্যকর অনুসন্ধান ও আইনি প্রতিকারের পাশাপাশি এইসব অপরাধ নিরাময় ও প্রতিরোধমূলক শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা; এবং

৩। এই সকল কার্যকর ও সমন্বিত প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন করা সম্ভব হবে বলে দুদক বিশ্বাস করে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সমান গুরুত্ব দিচ্ছে কমিশন। কমিশনের উপলব্ধিতে রয়েছে যে, দমন ছাড়া যেমন প্রতিরোধ সম্ভব নয় তেমনি প্রতিরোধ অভিযান ছাড়াও দুর্নীতি দমন সম্ভব নয়। বিষয়গুলো পরস্পরের পরিপূরক।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

অধ্যায় ২

দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ

ভূমিকা

অনুসন্ধান

তদন্ত

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্ত

উল্লেখযোগ্য দুর্নীতি অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমসমূহ

প্রসিকিউশন

দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ

২.১. ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। দুদক আইন, ২০০৪-এর তফসিলভুক্ত অপরাধসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে কমিশন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

২.১.১ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ তফসিলভুক্ত তাৎপর্যপূর্ণ অপরাধসমূহ

- সরকারি কর্তব্য পালনের সময় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী/নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক উৎকোচ (ঘুষ)/উপঢৌকন গ্রহণ;
- সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী/নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির অবৈধভাবে স্বনামে/বেনামে সম্পদ অর্জন;
- সরকারি অর্থ/সম্পত্তি আত্মসাৎ বা ক্ষতিসাধন;
- সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবসা/বাণিজ্য পরিচালনা;
- সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক জ্ঞাতসারে কোনো অপরাধীকে শাস্তি থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা;
- মানিলন্ডারিং (অবৈধভাবে অর্থ হস্তান্তর, রূপান্তর, গোপন করা ও উক্ত কাজে সহায়তা প্রদান);
- বেসরকারি পর্যায়ে অধীনস্থ চাকুরে কর্তৃক অর্থ/সম্পদ আত্মসাৎসংক্রান্ত অভিযোগ; এবং
- জাল-জালিয়াতি এবং প্রতারণা

২.১.২ দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণ

জনগণ দুদক আইন, ২০০৪-এর তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অভিযোগ কমিশনে দাখিল করতে পারে। দুদক আইন, ২০০৪-এর তফসিলভুক্ত অপরাধসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে কমিশন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কমিশনের তফসিল বহির্ভূত অপরাধসংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে কমিশনের পক্ষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কিংবা সরকারের দায়িত্বে মনোনীত কোন ব্যক্তি কোনো কাজের জন্যে ঘুষ দাবি করলে ঘুষ প্রদানের পূর্বেই তথ্যটি দুদকের প্রধান কার্যালয় অথবা নিকটস্থ দুদক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করলে ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণকারীকে ফাঁদ পেতে হাতে-নাতে ধরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়

২.১.৩ দুদকের যে সকল কার্যালয়ে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে

ক) চেয়ারম্যান/কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

খ) বিভাগীয় পরিচালক (অপরাধটি যে বিভাগের অধীন সংঘটিত), দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয় ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট।

গ) উপপরিচালক (অপরাধটি যে সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের অধীন সংঘটিত), দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১/ঢাকা-২/টাঙ্গাইল/ফরিদপুর/ময়মনসিংহ/চট্টগ্রাম-১/চট্টগ্রাম-২/রাঙ্গামাটি/কুমিল্লা/নোয়াখালী/রাজশাহী/বগুড়া/পাবনা/রংপুর/দিনাজপুর/খুলনা/কুষ্টিয়া/যশোর/বরিশাল/পটুয়াখালী/সিলেট/হবিগঞ্জ।

২.১.৪ অভিযোগের ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপ

যদি কোনো ব্যক্তি অবৈধ অর্থ বা এমন পরিমাণ সম্পদ অর্জন করে যা তার জ্ঞাত উপার্জনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং এ ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার নাম, পদবি/পেশা ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা উল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত তথ্যসহ অভিযোগ করা হলে দুদক তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে –

- স্থাবর সম্পদের (বাড়ি, ফ্ল্যাট, প্লট, জমি ইত্যাদি) অবস্থান, পরিমাণ, আনুমানিক মূল্যসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা;
- আর্থিক সম্পদ, ব্যাংক হিসাব, শেয়ার, এফডিআর, সঞ্চয়পত্রসমূহের সুনির্দিষ্ট তথ্য;
- গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর/প্রকার;
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, ধরন ও সুনির্দিষ্ট ঠিকানা; এবং
- দৃশ্যমাণ বৈধ আয়ের সাথে অসংগতিপূর্ণ জীবনযাপন সংক্রান্ত বিবরণ।

সরকারি অর্থ/সম্পদ আত্মসাৎ ও ক্ষতি সাধনের অভিযোগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তথ্য থাকা প্রয়োজন –

- আত্মসাৎকৃত অর্থ/সম্পদের পরিমাণ;
- আত্মসাৎ-এর সময়কাল
- আত্মসাৎ করার ধরন বা কৌশল পদ্ধতি ;
- কোন দায়িত্ব থেকে, কখন, কীভাবে আত্মসাৎ করেছেন; এবং
- আত্মসাতের সাথে আর কারা জড়িত থেকে কীভাবে আত্মসাতের সহযোগিতা করেছেন এর বিবরণ।

ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত ও অন্যান্য অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি কখন কিভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে লাভবান হয়েছে বা অন্যকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বা রাষ্ট্রীয় অর্থ-সম্পদের ক্ষতি করেছে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক অভিযোগ দাখিল করা যেতে পারে। তবে অভিযোগ সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং তার সমর্থনে তথ্য ও উপাত্ত থাকতে হবে। ন্যূনতম পক্ষে নিম্নের তথ্যগুলো থাকা আবশ্যক :

- অভিযোগের বিররণ ও সংঘটিত হওয়ার সময়কাল;
- অভিযোগের সমর্থনে তথ্য উপাত্ত; এবং
- অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম (পদবি যদি থাকে) ও পূর্ণ ঠিকানা।

অভিযোগ প্রাপ্তির পর কমিশন নিম্নের বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে থাকে:

- অভিযোগটি দুদক আইন, ২০০৪-এর তফসিলভুক্ত অপরাধ কি-না;
- অভিযোগটি সুনির্দিষ্ট ও তথ্যভিত্তিক কি-না;
- অপরাধ সংঘটনের সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে কি-না;
- অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্টতা;
- অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা উল্লেখ আছে কি-না; এবং
- অভিযোগের গুরুত্ব ও ব্যাপকতা।

২.১.২. অভিযোগ এবং এর যাচাই – বাছাই পরবর্তী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

দুদকে অভিযোগ গ্রহণ ও যাচাই-বাছাইসংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত 'অভিযোগ যাচাই-বাছাই সেল' রয়েছে। এই সেল বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ও উৎস থেকে কমিশনে আসা অভিযোগগুলো যাচাই-বাছাই করে থাকে। ২০১৫ সালে দুদকে সামাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ১০৪১৫টি এর অধিক অভিযোগ আসে, যার মধ্যে ১২৪০টি অনুসন্ধানের জন্যে গৃহীত হয় এবং ১৬৫টি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সারণি-১ এ ২০১৫ সনে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং এর যাচাই-বাছাই পরবর্তী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনাধীন সময়ে কমিশন মোট ১২৪০ টি অভিযোগ গ্রহণ করে এবং ১৬৫টি অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সরাসরি দাখিলপূর্বক প্রতিকার চাওয়া হয়েছে।

সারণি - ১ : ২০১৫ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং এর যাচাই-বাছাই পরবর্তী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান হয়েছে।

প্রাপ্ত অভিযোগের উৎস	প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা			অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা			নথিভুক্ত অভিযোগের সংখ্যা	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ
	তফসিলভুক্ত	তফসিল বহির্ভূত	মোট	সম্পদ সংক্রান্ত	অন্যান্য	মোট		
সরাসরি কমিশন কর্তৃক গৃহীত (প্রধান কার্যালয়)								
জনসাধারণ	৭৯১২	২৯২	৮৭০৯	৯৯	৫৩৩	৬৩২	৭৯৩৩	১৪৪
বিভিন্ন সরকারি দপ্তর	২৮	-						
বিভিন্ন বেসরকারি দপ্তর	২৩৬	০৪						
পত্রিকা	১২৬	-						
বিজ্ঞ আদালত	১১১	-						
অন্যান্য	-	-						
মাঠপর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত								
কার্যালয়ের নাম	**তফসিলভুক্ত**	**আদালত হতে প্রাপ্ত**	**মোট**	**সম্পদ সংক্রান্ত**	**অন্যান্য**	**মোট**		
ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়	৩৭৬	১৭	১৭০৬	৩৪	৫৭৪	৬০৮	১০৩৭	২১
রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়	২৪০	১৫২						
খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়	১৭৯	৩১						
চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়	৩০২	৮৬						
বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়	৪৪	১০২						
সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়	১৩৯	৩৮						

২.২ অনুসন্ধান

২.২.১ অনুসন্ধানের আইনগত ভিত্তি

তফসিলভুক্ত অপরাধসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান পরিচালনা কমিশনের প্রধান দায়িত্ব (দুদক আইন, ২০০৪ এর ১৭(ক) ধারা)। অনুসন্ধানের ফলাফলই দুর্নীতির অপরাধসমূহ বিচারের প্রাথমিক ধারণা। দুদক আইনের ১৯ ও ২০ ধারায় অনুসন্ধান কার্যক্রমে দুদককে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করেছে। সে লক্ষ্যে দুদক তিনটি অনুবিভাগ (অনুসন্ধান ও তদন্ত অনুবিভাগ, বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত অনুবিভাগ এবং অনিষ্পন্ন বিষয়াদি, মানিলন্ডারিং ও পরিদর্শন অনুবিভাগ)-এর মাধ্যমে অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

দুদক আইন, ২০০৪ এর ৩৫(১) ধারা অনুযায়ী কমিশন গঠনের তারিখ থেকে দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিলুপ্ত হয়। ব্যুরো বিলুপ্তির সাথে সাথে দুদক আইনের ৩৮(৩) ধারা অনুযায়ী ব্যুরোর অনুসন্ধান, তদন্ত বা অনিষ্পন্ন বিষয়াদির অনুমোদনগুলো কমিশনের এখতিয়ারে চলে আসে, যা "অনিষ্পন্ন বিষয়াদি, মানিলন্ডারিং ও পরিদর্শন অনুবিভাগ"-এর মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে।

অনুসন্ধান ও তদন্ত অনুবিভাগ, এবং অনিষ্পন্ন বিষয়াদি অনুবিভাগের শাখা ও প্রশাখাসমূহ ৬ (ছয়)টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ২২ (বাইশ)টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়-কর্তৃক পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান কাজ তত্ত্বাবধান করে।

অনুসন্ধানের জন্য নির্ধারিত বিষয়গুলোর মধ্যে বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলো দেখে কমিশনের বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত অনুবিভাগ। অনুবিভাগটির আওতাধীন বিষয় হচ্ছে: অন্যান্য আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অনুসন্ধান, ফাঁদ পেতে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে ধরা এবং অন্যান্য বিশেষায়িত কার্যক্রম।

অনিষ্পন্ন বিষয়াদি, মানিলন্ডারিং ও পরিদর্শন অনুবিভগের জন্য কাজ হচ্ছে বিদ্যমান মানিলন্ডারিং আইনে অর্থপাচার সংক্রান্ত অভিযোগ এবং বিলুপ্ত ব্যুরোর অনিষ্পন্ন অভিযোগসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা করা।

২.২.২ কমিশন কর্তৃক গৃহীত অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

কমিশন পূর্ববর্তী বছরের বিপুল সংখ্যক অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান পরিচালনায় হিমশিম খেয়েছে। পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধানসহ ২০১৫ সনে মোট অনুসন্ধানের সংখ্যা ছিল ৭৪৯৬টি। কমিশন ২০১৫ সনে ৪০৯৩টি অনুসন্ধান সাফল্যের সাথে নিষ্পত্তি করেছে। সম্পন্ন এসব অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে কমিশন ৫২৭টি এজাহারও দায়ের করেছে। বাকি সম্পন্ন অনুসন্ধানগুলোর ফলাফল কমিশনের রেকর্ডের জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছে। চিত্র-৩ এ ২০১৫ সনে কমিশনের অনুসন্ধান সম্পাদন ও এজাহার দায়েরের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হয়েছে।

চিত্র-৩: ২০১৫ সালে অনুসন্ধান সম্পাদন ও এজাহার দায়েরের তুলনামূলক চিত্র

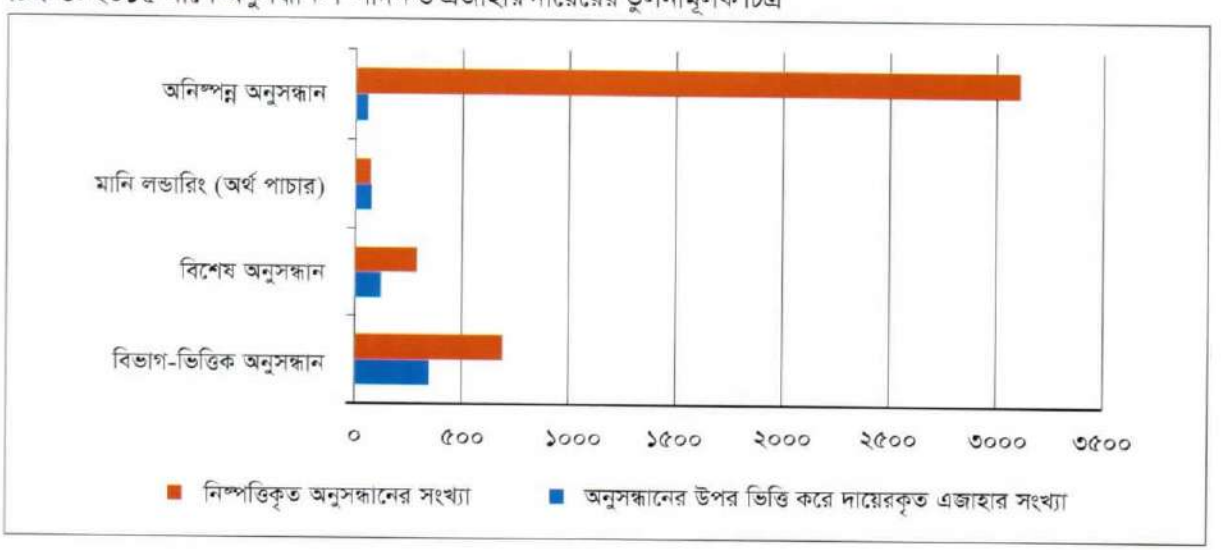

২.২.৩ বিভাগ-ভিত্তিক অনুসন্ধান

২০১৫ সনে পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধানসহ মোট ৩০৪১টি অনুসন্ধানের মধ্যে কমিশন ৬৯৩টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে, যার ফলে কমিশন একই সময়ে ৩৪৯টি এজাহার দায়ের করেছে। সারণি- ২ -এ ২০১৫ সনে দুদকের বিভাগ-ভিত্তিক কার্যক্রমের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি-২ : ২০১৫ সালে বিভাগ-ভিত্তিক অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

বিবরণ	ঢাকা	চট্টগ্রাম	রাজশাহী	খুলনা	সিলেট	বরিশাল	মোট
পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধানসহ মোট অনুসন্ধান	৯১৮	৬১৫	৭৭৩	২৬৫	১৭২	২৯৮	৩০৪১
নিষ্পত্তিকৃত অনুসন্ধানের সংখ্যা	২৯০	১১১	১৪৮	৭৭	৩৫	৩২	৬৯৩
অনসুন্ধানের উপর ভিত্তি করে দায়েরকৃত এজাহার সংখ্যা	১৩৮	৯৪	৭১	২৭	১১	০৮	৩৪৯
রেকর্ডের জন্যে নথিভুক্ত অনুসন্ধানের সংখ্যা	২০৯	৮২	৭৭	৫০	২৪	২৪	৪৬৬

* কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি অনুসন্ধান নথি থেকে একাধিক মামলা হয়েছে।

২.২.৪ বিশেষ অনুসন্ধান

২০১৫ সনে পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধানসহ মোট ১০৯৩টি অনুসন্ধানের মধ্যে কমিশন ২৯২টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে, যার ফলে কমিশন একই সময়ে ১২২টি এজাহার দায়ের করেছে। সারণি ৩-এ ২০১৫ সালে বিশেষ অনুসন্ধানে দুদকের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৩ : ২০১৫ সালে দুদকের বিশেষ অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

বিবরণ	সংখ্যা
পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধানসহ মোট অনুসন্ধান	১০৯৩
নিষ্পত্তিকৃত অনুসন্ধানের সংখ্যা	২৯২
অনসুন্ধানের উপর ভিত্তি করে দায়েরকৃত এজাহার সংখ্যা	১২২
রেকর্ডের জন্যে নথিভুক্ত অনুসন্ধানের সংখ্যা ও অন্যান্য	২২৫

* কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি অনুসন্ধান নথি থেকে একাধিক মামলা হয়েছে।

অর্থ পাচার অনুসন্ধান

২০১৫ সনে পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন মানি লন্ডারিং অনুসন্ধানসহ মোট ২৬২টি অনুসন্ধানের মধ্যে কমিশন ৭২টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে, যার ফলে কমিশন একই বছরে ৭৬টি এজাহার দায়ের করেছে। সারণি ৪-এ অর্থপাচার অনুসন্ধান পরিচালনা ও এসব অনুসন্ধানের ফলাফল বিষয়ে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৪ : ২০১৫ সনে দুদকের মানিলন্ডারিং (অর্থ পাচার) অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

বিবরণ	সংখ্যা
পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধানসহ মোট অনুসন্ধান	২৬২
নিষ্পত্তিকৃত অনুসন্ধানের সংখ্যা	৭২
অনসুন্ধানের উপর ভিত্তি করে দায়েরকৃত এজাহার সংখ্যা	৭৬
রেকর্ডের জন্যে নথিভুক্ত অনুসন্ধানের সংখ্যা ও অন্যান্য	৫১

* কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি অনুসন্ধান নথি থেকে একাধিক মামলা হয়েছে।

২.২.৫ অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান

কমিশন গঠনের পর অনিষ্পন্ন, মানিলন্ডারিং ও পরিদর্শন অনুবিভাগ বিলুপ্ত ব্যুরোর অনিষ্পন্ন বিষয়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করে। ২০১৫ সনে পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধানসহ মোট ৩৩৬২টি অনুসন্ধানের মধ্যে কমিশন ৩১০৮টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে, যার ফলে কমিশন একই বছরে ৫৬টি এজাহার দায়ের করেছে।

সারণি ৫: ২০১৫ সনে অনিষ্পন্ন অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তিতে দুদকের কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

বিবরণ	সংখ্যা
পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধানসহ মোট অনুসন্ধান	৩৩৬২
নিষ্পত্তিকৃত অনুসন্ধানের সংখ্যা	৩১০৮
অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে দায়েরকৃত এজাহার সংখ্যা	৫৬
রেকর্ডের জন্যে নথিভুক্ত অনুসন্ধানের সংখ্যা	৩০৫২

সারণি ৫-এ দেখা যাচ্ছে, সম্পন্ন হওয়া অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে মামলা দায়েরের সংখ্যা বেশ কম। এর কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে - মামলা দায়েরে সহায়ক নথিপত্রের অপ্রাপ্যতা, অভিযোগের সত্যতা ও অনেক ক্ষেত্রে সাক্ষী খুঁজে না পাওয়া, অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় অভিযোগকারীর সহায়তা না করতে চাওয়া, অভিযোগ অথবা অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের মৃত্যু প্রভৃতি। দেখা গেছে যে, সংশ্লিষ্ট অনেক প্রশাসনিক কার্যালয় দাপ্তরিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নথিপত্র ধ্বংস করে ফেলেছে, যা বর্তমানে এসব অনুসন্ধান প্রমাণে আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২.৩ তদন্ত

২.৩.১ তদন্তের আইনগত ভিত্তি

দুর্নীতির অপরাধসমূহের তদন্ত পরিচালনা কমিশনের প্রধান সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব (দুদক আইন ২০০৪-এর ১৭(ক) ধারা)। তদন্তের ফলাফলই দুর্নীতির অপরাধসমূহ বিচারের ভিত্তি। দুদক আইনের ১৯ ও ২০ ধারায় তদন্ত কার্যক্রমে দুদককে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করেছে। সে লক্ষ্যে, দুদক তিনটি অনুবিভাগের মাধ্যমে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনুসন্ধান ও তদন্ত অনুবিভাগ, বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত অনুবিভাগ এবং অনিষ্পন্ন বিষয়াদি মানিলন্ডারিং ও পরিদর্শন অনুবিভাগকে কমিশনের তদন্তসংশ্লিষ্ট বিষয় দেখভালের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

অনুসন্ধান ও তদন্ত অনুবিভাগ এবং অনিষ্পন্ন বিষয়াদি অনুবিভাগের শাখা ও প্রশাখাসমূহ ছয়টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়-কর্তৃক পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের তদন্ত কাজ তত্ত্বাবধান করে। এছাড়াও এই অনুবিভাগ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ও উৎস থেকে কমিশনে আসা মামলার তদন্ত করে থাকে। তদন্তের জন্যে নির্ধারিত বিষয়গুলোর মধ্যে বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলো দেখে কমিশনের বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত অনুবিভাগ।

২.৩.২ কমিশন কর্তৃক গৃহীত তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

কমিশন পূর্ববর্তী বছরের বিপুল সংখ্যক অনিষ্পন্ন তদন্ত পরিচালনায় হিমশিম খেয়েছে। ২০১৫ সনে পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ মোট ৪৫৫৩টি তদন্তের মধ্যে কমিশন ১২৮১টি তদন্ত সম্পন্ন করেছে, যার ফলে কমিশন একই বছরে ৬১৪টি অভিযোগপত্র দাখিল করেছে। চিত্র-৪-এ ২০১৫ সালের তদন্ত সম্পাদনের সংখ্যা ও অভিযোগপত্র দাখিলের সংখ্যা দেখানো হয়েছে।

চিত্র-৪: ২০১৫ সালের তদন্ত সম্পাদনের সংখ্যা ও অভিযোগপত্র দাখিলের সংখ্যা

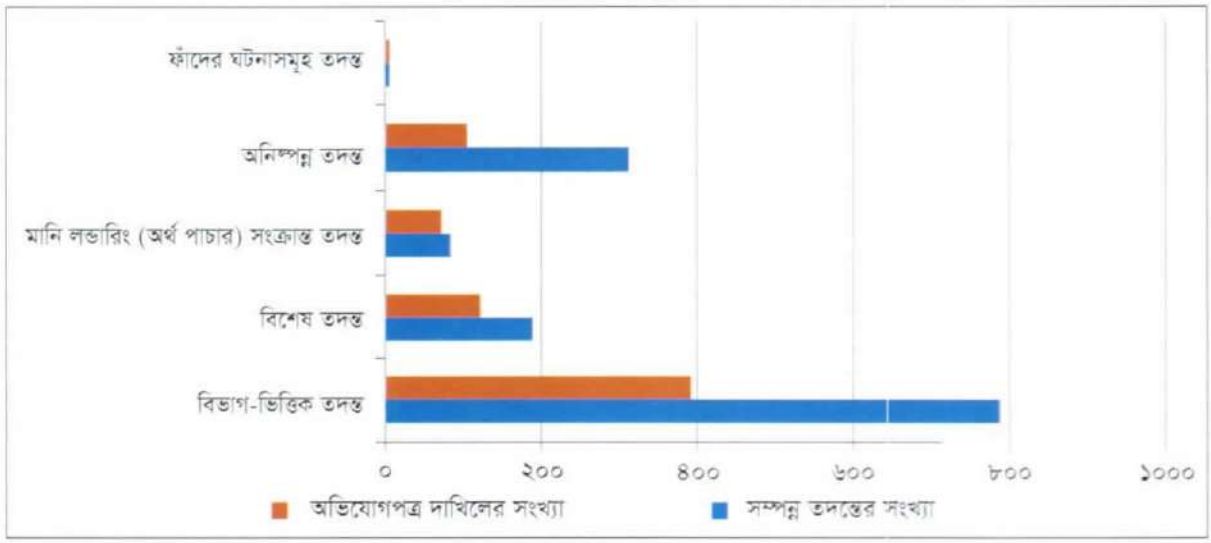

২.৩.৩ বিভাগভিত্তিক তদন্ত

২০১৫ সনে পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ মোট ৩৫০৯টি তদন্তের মধ্যে কমিশন ৭৮৪টি তদন্ত সম্পন্ন করেছে, যার ফলে কমিশন একই বছরে ৩৮৯টি অভিযোগপত্র দাখিল করেছে। সারণি ৬-এ ২০১৫ সনে বিভাগভিত্তিক তদন্ত সম্পাদন ও অভিযোগপত্র দাখিলসংক্রান্ত দুদকের কর্মতৎপরতা তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৬: ২০১৫ সনে বিভাগভিত্তিক তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

বিবরণ	ঢাকা	চট্টগ্রাম	রাজশাহী	খুলনা	সিলেট	বরিশাল	মোট
পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ মোট তদন্ত	১২৭১	৫৭৪	৭১৮	৪০৪	৩০৩	২৩৯	৩৫০৯
সম্পন্ন তদন্তের সংখ্যা	৩৩৪	১১২	১৪১	৮৪	৫২	৬১	৭৮৪
অভিযোগপত্র দাখিলের সংখ্যা	১৩৯	৫৬	৯৩	৪৬	২১	৩৪	৩৮৯
চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা	১৯৫	৫৬	৪৮	৩৮	৩১	২৭	৩৯৫

২.৩.৪ বিশেষ তদন্ত পরিচালনা

২০১৫ সনে পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ মোট ৪৪৩টি তদন্তের মধ্যে কমিশন ১৮৬টি তদন্ত সম্পন্ন করেছে, সম্পন্ন হওয়া এসব তদন্তের উপর ভিত্তি করে, কমিশন ২০১৫ সনে ১২১টি অভিযোগপত্র দাখিল করেছে। সারণি ৭-এ ২০১৫ সনে বিশেষ তদন্ত সম্পাদন ও অভিযোগপত্র দাখিলসংক্রান্ত দুদকের কর্মসম্পাদন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৭: ২০১৫ সনে বিশেষ তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

বিবরণ	সংখ্যা
পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ মোট তদন্ত	৪৪৩
সম্পন্ন তদন্তের সংখ্যা	১৮৬
অভিযোগপত্র দাখিলের সংখ্যা	১২১
চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা	৬৫

২.৩.৫ অর্থ পাচার তদন্ত

২০১৫ সনে পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ মোট ২০৬টি তদন্তের মধ্যে কমিশন ৮২টি তদন্ত সম্পন্ন করেছে, সম্পন্ন হওয়া এসব তদন্তের উপর ভিত্তি করে, কমিশন ২০১৫ সনে ৬৯টি অভিযোগপত্র দাখিল করেছে। সারণি ৮-এ ২০১৫ সনে অর্থ পাচারসংক্রান্ত তদন্ত সম্পাদন এবং এর ফলাফলের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৮: এ ২০১৫ সনে অর্থ পাচার তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

বিবরণ	সংখ্যা
পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ মোট তদন্ত	২০৬
সম্পন্ন তদন্তের সংখ্যা	৮২
অভিযোগপত্র দাখিলের সংখ্যা	৬৯
চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা	১৩

২.৩.৬ অনিষ্পন্ন অনুবিভাগের তদন্ত

কমিশন ২০১৫ সনে ৬০১টি অনিষ্পন্ন তদন্তের মধ্যে ৩১১টি সম্পন্ন করেছে এবং এর উপর ভিত্তি করে ১০৪টি অভিযোগপত্র দাখিল করেছে। সারণি ৯-এ ২০১৫ সনে অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ তদন্তে দুদকের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৯: ২০১৫ সনে অনিষ্পন্ন অনুবিভাগের তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

বিবরণ	সংখ্যা
পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ মোট তদন্ত	৬০১
সম্পন্ন তদন্তের সংখ্যা	৩১১
অভিযোগপত্র দাখিলের সংখ্যা	১০৪
চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা	২০৭

২.৩.৭ ফাঁদ সংক্রান্ত বিষয়াদি

কমিশনের তফসিলভুক্ত দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের হাতে-নাতে ধরতে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা নির্বাচিত অথবা মনোনীত জনপ্রতিনিধি কোনো কাজের জন্য ঘুষ দাবি করলে ঘুষ প্রদানের পূর্বেই তথ্যটি দুদকের প্রধান কার্যালয় অথবা নিকটস্থ দুদক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করলে ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণকারীকে ফাঁদ পেতে হাতে-নাতে ধরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এসব অভিযানের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে দুর্নীতির উৎসস্থলে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা। সারণি ১০-এ ২০১৫ সনে ফাঁদের ঘটনাসমূহ তদন্তে দুদকের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ১০: ২০১৫ সনে ফাঁদের ঘটনাসমূহ তদন্তে দুদকের কার্যক্রম

বিবরণ	সংখ্যা
বিগত বছরের অনিষ্পন্ন	০৪
বছরে গৃহীত তদন্তের সংখ্যা	০৪
পরিচালিত মোট তদন্ত	০৮
সম্পন্ন তদন্তের সংখ্যা	০৪
অভিযোগপত্র দাখিলের সংখ্যা	০৪
চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা	----

২.৪ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্ত

২.৪.১ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্তের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সরকারের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে গতিশীল করতে হলে এসব প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান নানা অনিয়ম ও ঘুষ-দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ করতে হবে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে দুর্নীতির প্রসার ঘটে সাধারণত কাজের বিলম্ব ঘটিয়ে। জনগণ সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নানা ধরনের সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

দুদক মনে করে, স্বাধীনতার পর হতে জনপ্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন সূচিত হয়নি। তবে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয় ও বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাদের অধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ বা কোনো প্রশাসনিক অনিয়ম খতিয়ে দেখতে আগের অবস্থার চেয়ে কঠোর নীতি অনুসরণ করছেন।

কমিশন উপজেলা, জেলা, মহানগর পর্যায়ে যে সকল দুর্নীতি বিরোধী মতবিনিময় সভা করেছে তা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতেই বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম তেমনি একটি কর্মসূচি, যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়সমূহের অধীন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, বিভাগসমূহের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তাদের অধীন দপ্তর ও বিভাগসমূহে আলাদ-আলাদা দুর্নীতি প্রতিরোধসংক্রান্ত মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এবং অধিদপ্তর ও বিভাগসমূহে একইভাবে দপ্তর বা বিভাগীয় প্রধানসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্যে প্রয়োজনীয় বিবেচিত যে কোনো কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা দুর্নীতি দমন কমিশনের রয়েছে। ২০০৮ সাল থেকে দুদক দেশে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্ত শুরু করে। দেশের বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে সেবাগ্রহীতাদের নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে কমিশনের চৌকস কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক টিম গঠন করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কার্য পরিধির মধ্যে কর্মকর্তাদের কার্য সম্পাদনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মূলত প্রক্রিয়াগত যে সকল কারণে দুর্নীতির উদ্ভব হয় তা চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া সহজতর করা, সরেজমিনে কার্যক্রম পরিদর্শনকালে দুর্নীতির কোনো ঘটনা গোচরীভূত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রাতিষ্ঠানিক টিমের মূল কাজ। উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সনে নতুন টিম গঠন করে প্রাতিষ্ঠানিক টিমগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়।

২.৪.২ কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

কমিশন কর্তৃক গঠিত টিমসমূহ ২০১৫ সনে পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধানসহ মোট ৮৪টি অনুসন্ধানের মধ্যে কমিশন ২৪টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে, যার ফলে কমিশন একই সময়ে ৫টি এজাহার দায়ের করেছে এবং ১৯টি অভিযোগ নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করেছে। সারণি ১১-এ ২০১৫ সনে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি অনুসন্ধানে দুদকের কার্যক্রমসংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ১১: ২০১৫ সনে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক টিমগুলোর কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

বিবরণ	সংখ্যা
পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধানসহ মোট অনুসন্ধান	৮৪
নিষ্পত্তিকৃত অনুসন্ধান	২৪
অনসুন্ধানের উপর ভিত্তি করে দায়েরকৃত এজাহার	০৫
রেকর্ডের জন্যে নথিভুক্ত অনুসন্ধান	১৯

২.৪.৩ কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

২০১৫ সনে কমিশন বিগত বছরের ৩৯টি অনিষ্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি তদন্তের সাথে আরও ০৫টি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি তদন্ত কার্যক্রম হাতে নেয়। সর্বমোট ৪৪টি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি তদন্তের মধ্যে কমিশন ২১টি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি তদন্ত সম্পন্ন করেছে, যার ফলে কমিশন একই সময়ে ০৬টি অভিযোগপত্র দাখিল করেছে। সারণি ১২-এ ২০১৫ সনে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি তদন্তে দুদকের কার্যক্রমসংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ১২: ২০১৫ সালে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

বিবরণ	সংখ্যা
বিগত বছরের অনিষ্পন্ন তদন্ত	৩৯
বছরে পরিচালিত তদন্ত	০৫
মোট তদন্ত	৪৪
তদন্ত সম্পন্ন	২১
অভিযোগপত্র দাখিল	০৬
চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল	১৫

২.৫ উল্লেখযোগ্য দুর্নীতি অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমসমূহ

কেস স্টাডি - ০১

বেসিক ব্যাংকের অর্থ আত্মসাৎ অনুসন্ধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। অভিযোগের উৎস

জনৈক বেনামি অভিযোগকারী 'দুদক' এর বরাবরে সাদাকগজে লিখিত একটি অভিযোগ আবেদন ডাকযোগে প্রেরণ করেন। পত্রিকায় প্রকশিত সংবাদ-এর ক্লিপিংও ছিল অভিযোগটির অপর একটি উৎস। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

২। অনুসন্ধান টিম গঠন

বিগত ১৪-০৮-২০১৪ তারিখে অভিযোগটি অনুসন্ধানের জন্য ৪ সদস্যের একটি অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়। অনুসন্ধান সম্পন্ন করার জন্য টিমকে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে হয়।

৩। অনুসন্ধানের সময় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

অনুসন্ধানের সময় অনুসন্ধান দল অভিযোগটি সঠিক কি-না তা বের করার চেষ্টা করে। এজন্য টিম বাংলাদেশ ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, গুলশান শাখা, দিলকুশা শাখা, শান্তিনগর শাখা, মেইনব্রাঞ্চ এবং অন্যান্য অফিস থেকে প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করে। উক্ত টিম সংগৃহীত রেকর্ডপত্র পর্যবেক্ষণ করে। উক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে টিম অভিযোগসংশ্লিষ্ট কমপক্ষে ১০০ লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের বক্তব্য রেকর্ড করে। ঘটনা সম্পর্কে আরো জানার জন্য টিম বেসিক ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ পরিদর্শন করে। অনুসন্ধানের সময় টিম বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন উৎস থেকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু প্রাথমিক অনুসন্ধান হওয়ায় টিম কোথাও থেকে কোনো কিছু জব্দ করেনি।

৪। পর্যবেক্ষণসমূহ

অনুসন্ধান টিম দেখল যে, ব্যাংক কর্মকর্তাগণ ও গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ ব্যাংকের টাকা লুট করে আত্মসাতের জন্য একটি সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে। অনুসন্ধান টিম লক্ষ করেছে যে, বিভিন্ন কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ বিভিন্ন রকম ঋণ সুবিধা - যেমন: মেয়াদি ঋণ, ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপো:), Loan Against Trust Receipt (LTR), Letter of Credit (LC) Limit-এর জন্য আবেদন করত। অনুসন্ধানকালে দেখা যায় যে, গ্রাহকগণ ব্যাংকে যেসব রেকর্ডপত্র দাখিল করত তার বেশিরভাগই জাল/ভুয়া। এমনকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দাখিলকৃত বন্ধকী দলিলও ভুয়া বা অতি মূল্যায়িত। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তাগণ সে-সব রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করত না। কথিত ঋণগ্রহীতাগণ এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে, তারা প্রধান কার্যালয়কে ম্যানেজ করে বিনা প্রশ্নে তাদের আবেদনগুলো অগ্রায়ণ করিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয়-শাখা এবং প্রধান কার্যালয়ের অসাধু ও অর্থলিপ্সু কর্মকর্তাদের সাথে অনৈতিক যোগসাজশে ঋণগ্রহিতাগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত ঋণের মঞ্জুরী এবং পরিশোধ আদেশ অতি সহজে হস্তেগত করতে সক্ষম হয়। বেশিরভাগ ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্মকর্তাগণ তাদের ঋণনীতি ও অন্যান্য সার্কুলার লঙ্ঘন করেছেন। এমনকি ব্যাংক কর্মকর্তাগণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলিও পরিপালন করেননি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঋণগ্রহীতাগণ গৃহীত ঋণের সদ্ব্যবহার করেনি। মনে হয় ঋণটা তারা এমনভাবে নিয়েছে যে ভবিষ্যতে আর ফেরত দিতে হবে না। যাই হোক, ঋণসুবিধাগুলোর চূড়ান্ত সুবিধাভোগী ছিলেন কোম্পানির মালিকগণ। অত্র কেলেঙ্কারীর সাথে প্রায় ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা জড়িত। তবে দুদক অনুসন্ধান টিম কর্তৃক এ পর্যন্ত সম্পন্নকৃত ৫৬টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ৫৬টি মামলা রুজু করেছে যেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমাণ ২ হাজার ৩৬ কোটি, সুদসহ যার পরিমাণ ২ হাজার ৫৯০ কোটি।

৫। অনুসন্ধানের ফলাফল

সবশেষে অনুসন্ধান টিম ১২০জনের (ঋণ গ্রহীতা-৮২, ব্যাংকার-২৭ ও ভূমি জরিপকারী-১১) বিরুদ্ধে ৫৬টি পৃথক মামলা রুজুর সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে। দুদক কর্তৃপক্ষ সুপারিশে সন্তুষ্ট হয়ে ৫৬টি মামলা রুজুর অনুমোদন প্রদান করেন। পরবর্তীকালে টিম সংশ্লিষ্ট থানায় ৫৬টি মামলা রুজু করে। এটি ছিল টিমের প্রথম ধাপের কাজ।

৬। বেসিক ব্যাংক মামলার তদন্ত

দুর্নীতি দমন কমিশন দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্তের জন্য ৭ জন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে। তদন্তকালে কর্মকর্তাগণ রেকর্ডপত্র জব্দ করেছেন, আসামিদেরকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং মামলাসমূহের তদন্তের জন্য করণীয় অন্যান্য কার্য সম্পন্ন করছেন। তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ ইতোমধ্যে ২ জন ডিএমডি ও ২ জন জিএমসহ ৬ জন ব্যাংক কর্মকর্তাকে এবং ৪ জন ঋণগ্রহীতাকে গ্রেফতার করেছে। তাদের মধ্যে ১ জন ঋণগহীতা বিজ্ঞ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। অন্য আসামীরা তাদের বক্তব্যে মামলাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছে, যা তদন্ত কর্মকর্তাগণ জব্দকৃত রেকর্ডপত্রের সাথে মিলিয়ে দেখছেন। তদন্ত কর্মকর্তাগণ আত্মসাৎকৃত অর্থের গতিপথ ও উক্ত অর্থের চূড়ান্ত সুবিধাভোগী কারা তা বের করার চেষ্টা করছেন। কোনো কোনো মামলায় ইতোমধ্যে তারা কিছু অর্থের গন্তব্য ও সুবিধাভোগীদের খুঁজে বের করতে পেরেছে। তদন্ত কর্মকর্তারা দেখেন যে, বেশীরভাগ মঞ্জুরকৃত ঋণ বিতরণের পরপরই তা আসামিগণ অন্য ব্যাংকের সন্দেহজনক হিসাবে স্থানান্তর করেছেন, যেখান থেকে নগদে উত্তোলনপূর্বক উক্ত অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তাগণ উক্ত ভুয়া/সন্দেহজনক হিসাবসমূহের পরিচালনাকারী কারা তা খোঁজার চেষ্টা করছেন। এ উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত ব্যাংক হিসাবের রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করে উক্ত হিসাবসমূহের পরিচয়দানকারী ও হিসাবসমূহ খোলার সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

কেস স্টাডি - ০২

মতিঝিল থানা (ডিএমপি), মামলা নং-৭, তারিখ: ০৯-০২-২০১৫

এবি ব্যাংক লিঃ-এর মতিঝিল শাখার ব্যবস্থাপক জনাব আবু সালেহ মোঃ আব্দুল মাজেদ এবং মহাখালী শাখার শাখা ব্যবস্থাপক এএলএম বদিউজ্জামান ও ওয়ান থ্রেড এন্ড একসেসরিজ ইন্ডা ও বুশরা এসোসিয়েটস-এর প্রোপ্রাইটর/মালিক জনাব খন্দকার মেহমুদ আলম (নাদিম) পরস্পর যোগসাজশে পরিকল্পিতভাবে মহাখালী ও মতিঝিল শাখায় যথাক্রমে বুশরা এসোসিয়েটস ও ওয়ান থ্রেড এন্ড একসেসরিজ ইন্ডা নামে ২টি হিসাব খোলেন। পরবর্তীতে অর্থ আত্মসাৎ এর লক্ষ্যে তাদের সাধারণ ও অপরাধমূলক অভিপ্রায় চরিতার্থ করার জন্য তারা প্রতারণামূলক কৌশল গ্রহণ করে। তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যাংকের যাবতীয় নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ভূয়া রেকর্ডপত্রের ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে ২০% মার্জিনের পরিবর্তে ১.২% মার্জিন নিয়ে একই মালিকানাধীন ২টি প্রতিষ্ঠানকে ক্রেতা-বিক্রেতা সাজিয়ে ১১টি এলসি খুলে যথারীতি বিল দাখিল, একসেপটেন্স প্রদান এবং এর বিপরীতে আইবিপি ভাউচার প্রস্তুত করে ব্যাংকের ৩,৮৮,৭৮,০০০.০০ টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ করেন। এ সম্পর্কে এলসি সম্পর্কিত রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মহাখালী শাখার তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক এ.এল.এম. বদিউজ্জামান, তৎকালীন প্রিন্সিপাল অফিসার মোঃ ফারুক আহম্মদ ভূইয়া ব্যাংকিং নরমস (Norms) অনুযায়ী এলসি খোলার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে লায়াবিলিটি ভাউচার না ছেড়ে, সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণ না করে, এলসি রেজিষ্টারে এন্ট্রি না দিয়ে, এলসি কমিশন আদায় না করে ব্যাংকিং সার্কুলার নং ১৪/২০০১ এবং ১০/২০০৬ ভঙ্গ করে ২০% মার্জিনের স্থলে ১.২% মার্জিনে এলসি খোলেন। পরবর্তীকালে তৈরিকৃত শিপিং ডকুমেন্টসে ডেলিভারি চালান/ট্রাক-রিসিট এ দেখা যায় যে, ট্রাক নং ৯৪০৬-এর মাধ্যমে ১১টি এলসি'র প্রতিটি চালানে ২০,০০০ কেজি থেকে সর্বোচ্চ ৩০,০০০ কেজি সুতা সরবরাহ করা হয়, যা বাস্তবে অসম্ভব। এলসিতে সুতা সরবরাহের স্থান হিসেবে এলসি এপ্লিকেশনে এর সোনারগাঁস্থ কারখানার কথা বলা হলেও বিল ডকুমেন্টস বিশেষত ডেলিভারি চালান/ট্রাক-রিসিট ও কমার্শিয়াল ইনভয়েসে সুতা সরবরাহের স্থান হিসেবে সোনারগাঁস্থ কারখানার কথা উল্লেখ করা হয়নি বরং কর্মাশিয়াল ইনভয়েসদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সুতা বাড়ি নং ১৯, রোড নং ৫৫, গুলশান-২ থেকে বাড়ি নং ১৯, রোড নং ৫৫, ফ্ল্যাট সি-৩, গুলশান-২, ঢাকায় সরবরাহ করা হয়েছে। একোমোডেশন বিলের উল্লিখিত উপাদান থাকা সত্ত্বেও মতিঝিল শাখার তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক আবু সালেহ মোঃ আব্দুল মাজেদ উক্ত বিল ডকুমেন্টস/শিপিং ডকুমেন্টস একসেপ্টেন্সের জন্য এবি ব্যাংক লিঃ, মহাখালী শাখা, ঢাকায় প্রেরণ করেন এবং পরবর্তীকালে মহাখালী শাখার একসেপটেন্সের ভিত্তিতে আইবিপি ভাউচারের মাধ্যমে বিলমূল্য ৫,৪৬,০০,০০০/- টাকা শাখার আইবিপি হিসাব থেকে শাখার গ্রাহক ওয়ান থ্রেড এন্ড একসেসরিজ ইন্ডা-এর হিসাবে স্থানান্তর করেন, যা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠানটির মালিক খন্দকার মাহমুদ আলম (নাদিম) বিভিন্ন সময়ে উত্তোলন করেন। ব্যাংক সার্কুলারে একোমোডেশন বিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও একোমোডেশন বিলের বিপরীতে সৃষ্ট/ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত বিলের কাগজ পত্রের সত্যতা যাচাই, মালামাল সরবরাহ, ফ্যাক্টরির অস্তিত্ব, ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ না করে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক পরস্পর লাভবান হওয়ার লক্ষ্যে জনাব খন্দকার মেহমুদ আলম (নাদিম), এএলএম বদিউজ্জামান, মোঃ ফারুক আহম্মদ ভূইয়া ও জনাব আবু সালেহ্ মোঃ আব্দুল মাজেদ পরস্পর যোগসাজশে আইবিপি খাতে ৫,৪৬,০০,০০০/- টাকা দায় সৃষ্টিপূর্বক উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। পরবর্তীকালে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য এবি ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল শাখা, ঢাকার শাখা ব্যবস্থাপক আবু সালেহ্ মোঃ আব্দুল মাজেদ পুনরায় বিভিন্ন গ্রাহকের হিসাব থেকে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক ব্যাংকের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে উক্ত টাকা প্রথমে সমন্বয় ও পরবর্তীকালে রির্ভাস করে ৪,৬০,০০,০০/- টাকা আইবিপি খাতে পুনরায় দায় সৃষ্টি করেন। সর্বশেষে উক্ত হিসাবে পরিকল্পিতভাবে ৮১.১১ লক্ষ টাকা জমা দিয়ে ৩,৭৮,৮৮,০০০.০০ টাকার দায় সৃষ্টি করা হয়, যা বর্তমানে সুদ ও অন্যান্য চার্জ বাবদ অভিযোগপত্র দাখিলের সময় পর্যন্ত ৮,৯৭,০০,০০০.০০ টাকায় পরিণত হয়। দুদকের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন মামলাটি তদন্তপূর্বক বিজ্ঞ আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছেন। মামলাটি বর্তমানে বিচারের জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে।

কেস স্টাডি - ০৩

সূত্র : রমনা (ডিএমপি) থানা মামলা নং ৪৩, তারিখ: ১৯/১০/২০০৯ ইং

ধারা: মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯-এর ৪ ধারা।

অভিযোগ

ভারতীয় নাগরিক জনাব তারিক আব্দুল জব্বার প্যাটেল হুন্ডি ব্যবসা করতেন। বিগত ১৮/০৩/২০০৯ তারিখে তিনি ২১,৮০,০০০/- টাকা অবৈধভাবে বহনের সময় রমনা থানা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে রমনা থানা জিডি (সাধারণ ডায়েরি) নং ১৩১৩, তারিখ: ১৮/০৩/০৯ রুজু করে এবং তাকে আদালতে চালান দেয়। অভিযোগটির উপর প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুদকে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীকালে আইনি কার্যক্রমের জন্য কমিশন অভিযোগটি আমলে নেয়।

মামলা রুজুর পটভূমি

বিগত ১৮/০৩/২০০৯ তারিখে মুদ্রা পাচারকারী অভিযোগসংশ্লিষ্ট জনাব তারিক আব্দুল জব্বার প্যাটেলকে রমনা থানা পুলিশ হুন্ডির ২১,৮০,০০০/- টাকাসহ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকালে জনাব তারিক বাংলাদেশে অবৈধ হুন্ডি ব্যবসায় নিয়োজিত আছেন এবং তাঁর নিকট থেকে উদ্ধারকৃত টাকা হুন্ডির টাকা মর্মে স্বীকার করেন। পুলিশ তার দেহ তল্লাশি করে বাংলাদেশী জাল একটি জাতীয় পরিচয়পত্র উদ্ধার করে। যে পরিচয়পত্রে তাঁর স্থায়ী ঠিকানা দেওয়া আছে চট্টগ্রামের লাভ লেইন। পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে জিডি নং ১৩১৩, তারিখ: ১৮/০৩/০৯ রুজু করে তাকে ফৌঃ কাঃ বিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে চালান দেয়। পরবর্তীতেকালে জিডির উপর প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযোগটি দুদকে প্রেরণ করা হয়। ২৪/০৫/০৯ তারিখে দুদক উপপরিচালক শেখ মোঃ ফানাফিল্যাকে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করে। অনুসন্ধান শেষে তিনি ০২/০৭/০৯ তারিখে অভিযোগসংশ্লিষ্ট জনাব তারিক আব্দুল জব্বার প্যাটেলের বিরুদ্ধে মামলা রুজুর সুপারিশসহ অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেন। দুদকের অনুমোদনক্রমে রমনা থানা মামলা নং ৪৩ (২০০৯) রুজু করা হয়।

তদন্ত

দুদক ১৭/১১/০৯ তারিখে উপপরিচালক শেখ মোঃ ফানাফিল্যাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করে। তিনি ১৭/১১/০৯ তারিখে মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেন। তদন্তকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র জব্দ এবং ১০জন সাক্ষীর বক্তব্য রেকর্ড করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ৩১/১২/০৯ তারিখে দুদক কর্তৃপক্ষ বরাবরে আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

তদন্তের ফলাফল

ভারতীয় নাগরিক আসামি জনাব তারিক আব্দুল জব্বার প্যাটেল বাংলাদেশে বসে অবৈধ হুন্ডি ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে উদ্ধারকৃত ২১,৮০,০০০/- টাকা অবৈধ হুন্ডির টাকা। এ ছাড়াও তিনি প্রতারণা ও জালিয়াতির সাথেও জড়িত ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে উদ্ধারকৃত জাতীয় পরিচয়পত্র জাল মর্মে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব তারিকের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০৯-এর ৪ ধারা এবং দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিলের সুপারিশ করেন। দুদক স্মারক নং ৩৫৮১, তারিখ: ২৮/০২/১০ মূলে আসামির বিরুদ্ধে বিচারার্থে মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা রমনা থানার চার্জশিট নং ১০৩, তারিখ: ০৭/০৩/২০১০-এ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন।

বিচার

মামলাটির বিচার হয় বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত নং ২, ঢাকায়। বিজ্ঞ আদালত ২৩/১১/২০১১ তারিখে মামলাটিতে চার্জ গঠন করেন এবং ২৩/০২/২০১৫ তারিখে রায় প্রদানের মাধ্যমে মামলার বিচার কার্যক্রম শেষ করেন।

রায়

অভিযুক্ত তারিক আব্দুল জব্বার প্যাটেলকে দণ্ডবিধির ৪২০ ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০০৯-এর ৪(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, ৪৩,৬০,০০০/- টাকা জরিমানা এবং ২১,৮০,০০০/- টাকা রাষ্ট্রের বরাবরে বাজেয়াপ্তের আদেশ প্রদান করা হয়।

কেস স্টাডি - ০৪

প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে দুর্নীতি দমন কমিশন এ কে এম শফিকুল আহসানকে তার নিজের এবং স্ত্রীসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য বা তার পক্ষে অন্য নামে থাকা সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির এবং উক্তরূপ সম্পত্তি অর্জনের উৎস সম্পর্কিত বিবরণ দাখিলের নির্দেশ প্রদান করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ কে এম শফিকুল আহসান তাঁর সম্পদ বিবরণী দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিল করেন। অতঃপর তার দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী অনুসন্ধান করে অভিযোগসংশ্লিষ্ট এ কে এম শফিকুল আহসানের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে উপার্জিত ৩৫,০০,০০০/- (পয়ত্রিশ লক্ষ) টাকার সম্পদ দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে গোপনপূর্বক মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ১,৭০,১২,৬৮৩ (এক কোটি সত্তর লক্ষ বার হাজার ছয়শত তিরাশি) টাকার অবৈধ সম্পদ নিজ/পোষ্যের দখলে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(২) এবং ২৭(১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করার দায়ে বর্ণিত ধারায় রমনা থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়।

তদন্তকালে দেখা যায়, আসামির নিকট বৈধ উৎসের অর্থের পরিমাণ ৭৬,১৪,৪৩৫/- টাকা। অন্যদিকে আসামি এ কে এম শফিকুল আহসান কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে তাঁর নামীয় প্লটের/জমির সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য দেননি। কেননা উক্ত প্লটের/জমির মূল্য ৩৫,০০,০০০/- টাকা পরিশোধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেসব তথ্য দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে গোপন করে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছেন। এতে দেখা যায়, আসামি এ কে এম শফিকুল আহসান কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনে সম্পদ বিবরণী দাখিল করা পর্যন্ত সময়ে অর্জিত মোট স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ২,৪৬,২৭,১১৮/- টাকা। এর বিপরীতে আসামির বৈধ উৎসের অর্থের মোট পরিমাণ, ৭৬,১৪,৪৩৫/- টাকা। অতএব (২,৪৬,২৭,১১৮/- − ৭৬,১৪,৪৩৫/-) টাকা = ১,৭০,১২,৬৮৩ (এক কোটি সত্তর লক্ষ বার হাজার ছয়শত তিরাশি) টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অবৈধ সম্পদ আসামির দখলে রয়েছে, যা তদন্তকালে প্রমাণিত হয়েছে।

কমিশনের উপপরিচালক জনাব এস এম এম আখতার হামিদ ভূঞা অভিযোগটির অনুসন্ধান ও মামলার তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। পরিশেষে আসামি এ কে এম শফিকুল আহসান-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) এবং ২৭(১) ধারায় বিচারকার্য পরিচালনার লক্ষ্যে বিজ্ঞ আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়। বর্তমানে মামলাটি বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালতে বিচারাধীন আছে।

২.৬ প্রসিকিউশন

২.৬.১ মামলা পরিচালনার আইনগত ভিত্তি

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এর ধারা ১৭(খ) অনুযায়ী কমিশন তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার উপর ভিত্তি করে মামলা দায়ের ও মামলা পরিচালনা করতে পারে। দুর্নীতির অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তফসিলে ২০০৪ সালের দুর্নীতি দমন কমিশন আইন; ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন; মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২; ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির (পেনাল কোড) ১৬১-১৬৯, ২১৭, ২১৮, ৪০৮, ৪০৯, ৪২০, ৪৬২(ক), ৪৬২(খ), ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭১ ও ৪৭৭ক ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহ ও ১০৯ ধারা (দুষ্কর্মে সহায়তা), ১২০খ ধারা (দুষ্কর্মের ষড়যন্ত্র) এবং ৫১১ ধারা (দুষ্কর্মের প্রচেষ্টা) এবং এই ধারার (ক), (খ) বা (গ) উপধারাসংশ্লিষ্ট সংঘটিত যে কোনো অপরাধকে নির্দেশ করা হয়েছে।

দুদক আইন ২০০৪-এর ৩২ (ক) ধারা অনুযায়ী এসব অপরাধের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমতি প্রদানের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব কমিশনের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এর ২৮(১) ধারা মোতাবেক একজন বিশেষ বিচারক দুর্নীতির অপরাধগুলোর বিচার করে যাবে। ফৌজদারি বিধি (সংশোধন আইন), ১৯৫৮-এর ২৮(২) ধারায় বলা আছে, উপধারা ৬ (৫) ব্যতিরেকে ৬ নং ধারাটি দুর্নীতি মামলার আপিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু ফৌজদারি বিধি সংশোধন আইন ১৯৫৮ ও দুদক আইন, ২০০৪-এর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দিলে দুর্নীতি দমন আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে (দুদক আইনের ২৮(৩) ধারা)।

আইন শাখা আইনসংক্রান্ত বিষয়াবলি তত্ত্বাবধানের কাজে নিয়োজিত এবং এটি দুর্নীতি-দমন মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি কমিশনের কাছে জমা দেয়। একজন মহাপরিচালকের অধীনে পরিচালিত অনুবিভাগটি লিগ্যাল ও প্রসিকিউশন নামে দুটি আলাদা শাখার মাধ্যমে দু'জন পরিচালক তত্ত্বাবধান করেন।

দুদক আইন ২০০৪ অনুযায়ী কমিশনের পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রসিকিউটরসহ নিজস্ব প্রসিকিউশন ইউনিট থাকতে পারবে, যাঁরা বিশেষ আদালতে মামলা পরিচালনা করবেন (ধারা ৩৩(ক))। বর্তমানে বিশেষ জজ আদালতে ও বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টে কমিশনের পক্ষে দুর্নীতির মামলা লড়ার জন্য কমিশন আলাদা প্যানেলে চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নিয়োগ করে থাকে। ১৩ সদস্যের প্যানেলের আইনজীবীদের 'পাবলিক প্রসিকিউটর' বলা হয়, যাঁরা ঢাকার ১৩ টি বিশেষ জজ আদালতে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া ঢাকা বিভাগে ৬০জন, চট্টগ্রামে ৩৫জন, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে ৫০জন, খুলনায় ২৬জন, বরিশালে ১৯জন, এবং সিলেটে ১৯জন আইনজীবী কমিশনের হয়ে কাজ করছেন।

২.৬.২ বিচারিক আদালতে মামলা পরিচালনা

২০১৫ সনের ডিসেম্বর নাগাদ বিশেষ জজ আদালতে ৩০৬টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, যার মধ্যে ১৮৮টি (৬১%) কমিশনের দায়েরকৃত মামলা এবং বাকি ১১৮টি (৩৯%) বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরো থেকে আসা মামলা। দুদকের দায়েরকৃত মামলাগুলোতে সাজার হার ৩৭% (প্রায়) এবং বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মামলাগুলোতে সাজার হার ২৫% (প্রায়)। সারণি ১৩-তে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য দুর্নীতির মামলার একটি পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ১৩: ২০১৫ সনে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য দুর্নীতির মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট
বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	৩০৯৭	১০৮০	৪১৭৭
বিচার চলমান মামলার সংখ্যা	২৬৬০	৬৯৭	৩৩৫৭
স্থগিত মামলার সংখ্যা	৪৩৭	৩৮৯	৮২৬
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	১৮৮	১১৮	৩০৬
শাস্তি হওয়া মামলার সংখ্যা	৬৯	৩০	৯৯
খালাস পাওয়া মামলার সংখ্যা	১১৯	৮৮	২০৭

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ২০১৫ সনে ৯০টি দুর্নীতির মামলা নিষ্পত্তি করেছে। নিষ্পত্তিকৃত মামলাগুলোর মধ্যে দুদকের দায়েরকৃত মামলার হার ৭১% এবং বাকিগুলো (২৯%) বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মামলা। একই সময়ে ঢাকার বাইরের বিশেষ জজ আদালতগুলো ২১৬টি মামলা নিষ্পত্তি করেছে। সেখানকার চিত্রও প্রায় ঢাকার অনুরূপ - বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৯২টি (৪৩%)। সারণি ১৪-এ ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিশেষ আদালতসমূহ কর্তৃক দুর্নীতির মামলাগুলো নিষ্পত্তি ও শাস্তি প্রদানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো। চিত্র ৫-এ ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিশেষ জজ আদালত কর্তৃক দুর্নীতির মামলায় শাস্তি প্রদানের হারের একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ১৪: ২০১৫ সালে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিশেষ আদালতসমূহ কর্তৃক দুর্নীতির মামলাগুলো নিষ্পত্তি ও শাস্তি প্রদানের পরিসংখ্যান

বিবরণ		সংখ্যা		
		দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট
ঢাকা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৬৪	২৬	৯০
	শাস্তি প্রদানকৃত মামলার সংখ্যা	৩৮	০৫	৪৩
ঢাকার বাইরে	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	১২৪	৯২	২১৬
	শাস্তি প্রদানকৃত মামলার সংখ্যা	৩১	২৫	৫৬

চিত্র-৫: ২০১৫ সালে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিশেষ জজ আদালত কর্তৃক দুর্নীতির মামলায় শাস্তি প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

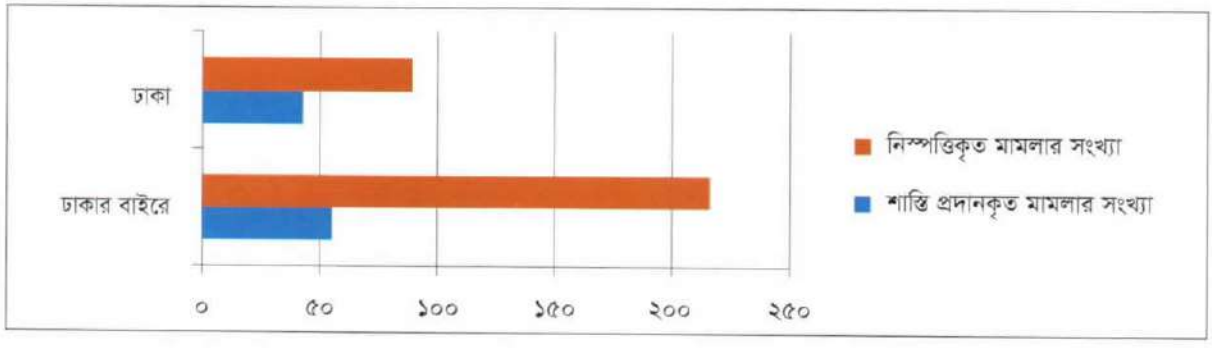

২.৬.৩ উচ্চতর আদালতে মামলা পরিচালনা

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে দুদকের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্যে কমিশন ৫৮জন আইনজীবীকে নিযুক্ত করেছে। তাদের মধ্যে ১১জন নারী আইনজীবী। এছাড়া ০৫জন আইনজীবীকে কমিশন আপিল বিভাগে 'এডভোকেট অন রেকর্ড' হিসেবে নিযুক্ত করেছে। কমিশন ও সুপ্রীম কোর্টের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার জন্য ০২ জন আইনজীবী সুপ্রীম কোর্ট সেল-এ কাজ করছেন। সারণি ১৫-এ সুপ্রীম কোর্টে পরিচালিত দুদকের মামলাসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ১৫: সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারি/ রিট/ আপিল মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০১৫			স্থগিতাদেশ ইস্যু	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার	স্থগিতাদেশ বিদ্যমান
	পূর্ববর্তী বছরের জের	২০১৫ সালে দাখিলকৃত	মোট			
ফৌজদারি বিবিধ মামলার সংখ্যা	৯৯৬	২০৫	১২০১	৪৪৮	২৩০	২১৮
রিট আবেদনের সংখ্যা	১২৭৭	৪৫	১৩২২	৪৩৪	৩০৮	১৭৩
ফৌজদারি আপিল মামলার সংখ্যা	২২৩	৭১	২৯৪	৯৭	৪২	৫০
ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা মামলার সংখ্যা	২৪৮	৫৬	৩০৪	৯৬	৭০	২৬

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

অধ্যায় ৩

দুর্নীতি প্রতিরোধ

ভূমিকা

দুর্নীতি বিরোধী সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি

দুর্নীতি প্রতিরোধ

৩.১ ভূমিকা

জনসেবায় নৈতিকতার উন্নয়ন, গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সেবার মান ও উত্তম চর্চার উন্নয়নে কমিশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে অংশীদারিত্ব ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে পরামর্শমূলক সেবার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে।

৩.১.১ গবেষণা, পরীক্ষণ, প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি

দুর্নীতি প্রতিরোধে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কিত মূল্যবোধের বিস্তার এবং দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা কমিশনের প্রধান দায়িত্ব। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ১৭ ধারায় বর্ণিত দুদকের ১১টি কার্যক্রমের মধ্যে ছয়টি দুর্নীতি প্রতিরোধের আওতাভুক্ত। এসব দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালনের লক্ষ্যে কমিশন দেশের সকল উপজেলা, জেলা ও মহানগরগুলোতে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে 'সততা সংঘ' ('Integrity Units') গড়ে তুলছে। কমিশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন এবং পাঠসামগ্রী প্রস্তুত ও পোস্টার প্রকাশ করে থাকে।

৩.১.২ গবেষণা, পরীক্ষণ, প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা অনুবিভাগ

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ১৭ ধারা অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিরোধ, গবেষণা এবং গণসচেতনতা অনুবিভাগে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ আইন সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের দুর্নীতি প্রতিরোধে এ অনুবিভাগকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করে। এ অনুবিভাগ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক প্রোগ্রাম ডিজাইন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আইনগত প্রতিশ্রুতি পূরণ করে থাকে। দুর্নীতিপ্রবণ বা দুর্নীতির সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যসম্পাদন পদ্ধতি এবং কর্ম প্রক্রিয়াও এ অনুবিভাগ পর্যালোচনা করে থাকে।

এ অনুবিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে পদ্ধতিগত ত্রুটি অপসারণ এবং এর ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত জনবলকে নজরে রাখা। জনগণকে দুর্নীতির ভয়ানক পরিণতির বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং "সততা সংঘ"-এর সদস্যদের মাধ্যমে বহুমুখী কর্মসূচিও পরিচালনা করা হয়।

এই অনুবিভাগে মূল কার্যাদিসমূহ

- দুর্নীতি প্রতিরোধে নীতিসমূহ প্রণয়ন এবং সেবা প্রদান পদ্ধতির উন্নয়ন।
- সততা সংঘ এবং সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের বাছাইকৃত কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়ন।
- জনগণের মাঝে গণসচেতনামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে দুর্নীতিসংক্রান্ত বিষয়ে আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি।
- দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের পরিকল্পনা তৈরিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা।
- সাংগঠনিক কাঠামো ও পদ্ধতির পুনঃনিরীক্ষণ।
- ছাত্রদের মধ্যে বির্তক প্রতিযোগিতা, মানববন্ধন ও র‍্যালির আয়োজন।
- আর্ন্তজাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস ও ' দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ' উদ্‌যাপন।

এ সমস্ত উদ্যোগগুলো দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র ২০১২ মোতাবেক করা হয়ে থাকে। প্রতিরোধ অনুবিভাগ সিভিল সোসাইটি ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের সাথে একত্রিত হয়ে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি প্রতিরোধে কাজ করে। দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। প্রধানতম পদ্ধতি হলো, সরকারি ও

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি কমিয়ে আনা। এছাড়া নীতি, বিধি ও পদ্ধতিগুলো সংস্কারের মাধ্যমেও দুর্নীতি প্রতিরোধ করা যায় এবং নীতি, বিধি ও পদ্ধতির দুর্বল দিকগুলো সংস্কার ও উন্নয়নের বিষয়ের নানা দিক নিয়ে সুপারিশ করা হয়।

৩.১.৩ গবেষণা, পরীক্ষণ, প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা অনুবিভাগের কতিপয় উদ্যোগ

(১) দেশের তৃণমূল পর্যায়ের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন দেশব্যাপী দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহ পুনর্গঠন করে। প্রতিরোধ অনুবিভাগ ৯টি নগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, ৬২টি জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং ৪২২টি উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি পুনর্গঠন করে, যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করছে।

(২) দেশের যুব সমাজের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ তৈরিতে দুর্নীতি দমন কমিশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সততা সংঘ গঠন করেছে। দেশব্যাপী প্রায় ২১,৭৪৪ টি সততা সংঘ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

(৩) দেশের ছাত্রসমাজের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করতে প্রতিরোধ ও গবেষণা অনুবিভাগ দেশব্যাপী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বির্তক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

(৪) জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে এ অনুবিভাগে স্লোগান ও পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

(৫) যথাযথ মর্যাদায় দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনে প্রতিরোধ অনুবিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন ও বাস্তবায়ন করে।

(৬) আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উদ্‌যাপনের জন্য এ অনুবিভাগ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

(৭) দেশব্যাপী "দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ" উদযাপন উপলক্ষ্যে এ অনুবিভাগ প্রতি বছর ২৬শে মার্চ থেকে ০১লা এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে।

(৮) দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ অনুবিভাগ বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সেরা জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি মনোনীত করে।

(৯) এ অনুবিভাগ GIZ-এর কারিগরি সহায়তায় কমিশনের জন্য "কৌশলগত পরিকল্পনা, ২০১৬-২০২১" প্রণয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

(১০) সরকারি দপ্তরের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এ অনুবিভাগ বিভিন্ন উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সেমিনার, কর্মশালা ও গণশুনানি আয়োজন করে।

(১১) এ অনুবিভাগ দুর্নীতি বিরোধী বার্তা দেশব্যাপী প্রচারের জন্য সরকারি প্রিন্টিং প্রেস থেকে বিভিন্ন পোস্টার প্রকাশ করে।

(১২) এ অনুবিভাগ ২০১৫ সনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য "দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে কার্টুন প্রতিযোগিতার" নীতিমালা প্রস্তুত ও প্রকাশ করে।

(১৩) এ অনুবিভাগ ছাত্রছাত্রীদের মাঝে দুর্নীতি প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে ২০১৫ সনে সততা সংঘ ম্যানুয়েল প্রস্তুত ও প্রকাশ করে।

(১৪) এ অনুবিভাগ ২০১৫ সনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুরোধে সরকারি দপ্তরের দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে "জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) প্রদান আইন, ২০১১" -এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করে।

(১৫) এ অনুবিভাগ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় দুর্নীতির পরিণাম ও ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চারটি স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রস্তুত করে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচার করেছে।

(১৬) এ অনুবিভাগ GIZ-এর আর্থিক সহায়তায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সাথে "জাস্টিস রিফর্ম অ্যান্ড ও করাপশন প্রিভেনশন" যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের পাঁচটি জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

৩.২ দুর্নীতি বিরোধী সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি

৩.২.১ সমাজ শক্তির অয়শগ্রহণভিত্তিক দুর্নীতি প্রতিরোধ আন্দোলন

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক)

দুর্নীতি প্রতিরোধে সকল পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি জাতীয় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াসে কমিশন দুনীতি প্রতিরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশের প্রতিটি এলাকায় দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপজেলা, জেলা ও মহানগর পর্যায়ে গঠন করা হয়েছে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি। এ পর্যন্ত দেশের ৪২২টি উপজেলা, ৬২টি জেলা, ১টি মহানগর ও ৮টি আঞ্চলিক মহানগর কমিটি গঠন করা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী অনধিক ১৩ সদস্যের সমন্বয়ে জেলা ও মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং অনধিক ৯ সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। যেখানে সম্ভব হয়েছে, এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নারী রাখা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি, দুইজন সহ-সভাপতি এবং একজন সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হবেন। কমিটির সকল সদস্য কমিশন কর্তৃক মনোনীত হবেন এবং কমিশনের নিকট সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়/ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দায়বদ্ধ থাকবেন। কমিটির জন্য নির্ধারিত এলাকায় বসবাসকারী পূর্ণবয়স্ক বাংলাদেশের নাগরিকগণই কেবল কমিটির সদস্য মনোনীত হওয়ার যোগ্য হবেন। বিদেশি কোনো নাগরিক, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, প্রজাতন্ত্রের বেতনভুক্ত কর্মচারী, কোনো রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য, আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বা দেওলিয়া ঘোষিত, ঋণ খেলাপি, কোনো ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত অথবা আদালত কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তিগণ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। মূলত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিগুলো স্বেচ্ছাব্রতী এবং শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তাসহ সমাজের সর্বস্তরের সৎ ও সক্রিয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত।

২০১৫ সনে দুদক ০১টি মহানগর, ০৮টি আঞ্চলিক মহানগর, ৬২টি জেলা ও ৪২২টি উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন এবং পুনর্গঠনে উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করে। বিভাগভিত্তিক এসব উপজেলা, জেলা ও মহানগর পর্যায়ের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সংখ্যা সারণি ১৬ -এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ১৬: বিভাগভিত্তিক উপজেলা, জেলা ও মহানগর পর্যায়ের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সংখ্যা

বিভাগের নাম	উপজেলা দুপ্রক	জেলা দুপ্রক	মহানগর দুপ্রক	মোট দুপ্রক
ঢাকা	১০৬	১৬	০৮	১৩০
চট্টগ্রাম	৮৯	১০	০১	১০০
রাজশাহী ও রংপুর	১০৯	১৬	-	১২৫
খুলনা	৫০	১০	-	৬০
বরিশাল	৩৪	০৬	-	৪০
সিলেট	৩৪	০৪	-	৩৮

৩.২.২ 'সততা সংঘ' - তরুণদের দুর্নীতি-বিরোধী মঞ্চ

বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের মধ্যে দুর্নীতি-বিরোধী মনোভাব প্রোথিত করার মধ্য দিয়ে আগামী দিনের দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সহজতর। দুর্নীতির বিস্তার রোধের পাশাপাশি আগামী দিনের দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারকম সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালু করেছে কমিশন। বিশ্বের দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্রসমূহ শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থী সচেতনমূলক কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। দুর্নীতি দমন কমিশন সেই সব দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা ও শুদ্ধাচার সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে তরুণদের কণ্ঠকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে এর কর্মসূচী পরিচালনা করছে। শুদ্ধাচারের মূলশক্তিকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির তত্ত্বাবধানে স্কুল, কলেজ ও মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'সততা সংঘ' ('Integraty Unit') গঠন করেছে। প্রতিটি সততা সংঘে ১১ সদস্য-বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে।

সারণি ১৮: ২০১৫ সনে উপজেলা, জেলা ও মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহের বিভাগওয়ারি কার্যক্রম

বিভাগ	আলোচনা সভা	বিতর্ক	রচনা প্রতিযোগিতা	মানব-বন্ধন	র‍্যালি	সেমিনার	নাটক	বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতা	অন্যান্য
ঢাকা	৯০৫	৮৭	৫৭	২৬১	২৭৭	০৭	১৩	১৪৬	৭৩১
চট্টগ্রাম	৩৬২	১১৩	৭৩	১৬৬	১৫৭	১৪	২৫	৫২	৩৮
রাজশাহী ও রংপুর	৫৪৫	১৩৩	৯৫	২৯৭	৩০৯	১৫	২৭	১৪৬	৪৭৮
খুলনা	২৬৭	২৯	৩৭	১২৮	১৩০	১২	১৭	২১৯	২২০
বরিশাল	৩৩৯	৩৪	০৬	১৩৬	১৩৭	-	-	৩৪১	১৭৬
সিলেট	১০৯	৫২	৩৫	৬৪	৬০	১২	১০	৬৬	২৬

সারণি ১৯: ২০১৫ সনে সততা সংঘসমূহের বিভাগওয়ারি কার্যক্রম

বিভাগ	আলোচনা সভা	বিতর্ক	রচনা প্রতিযোগিতা	মানব-বন্ধন	র‍্যালি	সেমিনার	নাটক	বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতা	অন্যান্য
ঢাকা	৯৮৮	১১৭	৬২	৩৬০	৩৮৪	০৪	২৯	১০৯	৩৪৩
চট্টগ্রাম	১৬৭	৯৩	৬০	১৩৩	১৫৪	০৯	২১	৩২	৪২
রাজশাহী ও রংপুর	৩১২	১২৮	১১০	২৩৬	২৪১	-	১৯	১২১	৪২১
খুলনা	১৮১	১৮	০৪	৭৪	৭৬	০৭	০১	৮৯	৯১
বরিশাল	৩১৩	৩৪	০৬	১৩৬	১৩৭	-	-	৩২০	১৪৪
সিলেট	১৫২	৩৬	৩১	৭৪	৭৬	১১	১৬	১০২	০৮

দুর্নীতি বিরোধী বির্তক প্রতিযোগিতা ২০১৫

দুর্নীতি-বিরোধী গণজাগরণে জাতির আগামী প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করতে এবং আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে তাদেরকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণে সহায়তা করার লক্ষ্যে 'সততা সংঘ'-এর গঠন দুদকের অন্যতম প্রয়াস। দুর্নীতি-বিরোধী প্রচারণা ও জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন সততা সংঘ গঠিত হয়েছে এমন স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রথমবারের মতো ২০১৫ সনে দেশব্যাপী "দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা" আয়োজন করে। ২০১৫ সনে মাধ্যমিক ও সমমান এবং উচ্চমাধ্যমিক ও সমমান মোট ০২ (দুই)টি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্যে দুর্নীতি প্রতিরোধবিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয় সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা এবং রানার-আপ ট্রফি লাভ করে এসভি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ। উচ্চমাধ্যমিক ও সমপর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয় রাজশাহী কলেজ এবং রানার-আপ ট্রফি লাভ করে ঢাকা ক্যান্টমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ।

দুদক দর্পণ শীর্ষক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

মার্চ ২০১২ থেকে কমিশণ ত্রৈমাসিক 'দুদক দর্পণ' প্রকাশনা শুরু করে। ২০১৫ সনে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দুদক দর্পণ শীর্ষক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে এবং এ বছর দুদক দর্পণ-এর ০৩ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রচারমূলক কর্মকাণ্ড

জনগণকে সংগঠিত করা এবং বিভিন্ন উপকরণ প্রকাশনার বাইরেও দুদক কিছু প্রচারমূলক কর্মকাণ্ডও গ্রহণ করে। তারা শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিকগুলোতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন প্রচার করে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সহায়তায় মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদেরকে দুর্নীতি থেকে বিরত থাকার জন্যে ক্ষুদে বার্তা পাঠানো হয়।

এসব সততা সংঘ কমিশনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কর্মসূচি জোরদার করা এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততাচর্চা প্রসারের লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহের সহযোগী সংগঠন হিসেবে কাজ করে। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহায়তায় সততা সংঘগুলো জেলা ও শহরগুলোতে বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা, নাটক, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, যাতে স্কুল ও কলেজগামী শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। দুদক সততা সংঘের সদস্যদের মধ্যে 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা' এবং 'আমরা দুর্নীতি করবো না, সইব না, মানব না' লেখা হাজার-হাজার পোস্টার বিতরণ করে। দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিটি 'সততা সংঘ' শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং জলবায়ু ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ সকল প্রকার জনহিতকর কার্যক্রমে উদ্যোগী হতে পারবে। এতে এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মনোজগতে গভীর একাগ্রতা এবং উদ্দীপনা সঞ্চারিত হচ্ছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষ থেকে এসব প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের কমিশনের ক্রেস্ট, প্রশংসাপত্র, পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা শাখা সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনে পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থী সচেতনতা কর্মসূচির আওতায় দুর্নীতি-বিরোধী বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। বাংলাদেশের আগামী দিনের কর্ণধারদের মধ্যে দুর্নীতি-বিরোধী নৈতিক মনোভঙ্গি গড়ে তুলতে কমিশন এই কর্মসূচির মাধ্যমে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। সততা সংঘের বিভাগভিত্তিক তালিকা সারণি ১৭-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ১৭: বিভাগভিত্তিক সততা সংঘের সংখ্যা

বিভাগের নাম	সততা সংঘের সংখ্যা
ঢাকা	৫,৩৮০
চট্টগ্রাম	৩,৬৫২
রাজশাহী ও রংপুর	৬,৮৭৫
খুলনা	২,৯৭৭
বরিশাল	১,৫১৪
সিলেট	১,৩৪৬
মোট	২১,৭৪৪

৩.৭.৩ কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রতিরোধ কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

কমিশনের প্রতিরোধ-কর্মকাণ্ড গ্রহণ এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এর গবেষণা, পরীক্ষণ, প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা অনুবিভাগের ওপর ন্যস্ত। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক এলাকাগুলোতে দুর্নীতি প্রতিরোধ-কর্মকাণ্ডে বিভাগীয় এবং সমন্বিত জেলা কার্যালয়সমূহ সক্রিয়ভাবে জড়িত।

মহানগর, জেলা ও উপজেলা এই তিন স্তরে গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে দুর্নীতি-বিরোধী র‍্যালি, মানববন্ধন, পদযাত্রা, সভা-সেমিনার, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস চলছে। নবগঠিত মহানগর, জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি স্থানীয় সুশীল সমাজ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে সাথে নিয়ে যেসব বৃহত্তর দুর্নীতি-বিরোধী শোভাযাত্রার আয়োজন করে সেসব শোভাযাত্রায় সকল পেশার সচেতন মানুষ অংশ নিয়ে চলমান দুর্নীতি-বিরোধী সামাজিক আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে।

সারাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ (প্রতি বছর ২৬শে মার্চ থেকে ১লা এপ্রিল) এবং ৯ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতি-বিরোধী দিবস পালনে এসব কমিটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের প্রতিরোধ কর্মকাণ্ডে দুদকের চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। এসব কমিটি বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন এবং জনগণের মধ্যে দুদকের দুর্নীতি-বিরোধী স্লোগান লেখা টুপি ও টি-শার্ট বিতরণের জন্য সামান্য কিছু অর্থ পেয়ে থাকে। বিভাগ-ভিত্তিক জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘের কর্মকাণ্ড সারণি ১৮ ও ১৯-এ তুলে ধরা হয়েছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ এবং আন্তর্জাতিক দুর্নীতি-বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিকদের মধ্যে দুর্নীতি বিরোধী স্লোগানসম্বলিত টি-শার্ট বিতরণ করা হয়। রাজধানীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার পোস্টার ছাপিয়ে সেগুলো দেয়ালে লাগানো হয়।

দুর্নীতি বিরোধী খুতবা

দুর্নীতি প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলোর অন্যতম হচ্ছে জনগণের মধ্যে নৈতিকতাবোধ জাগিয়ে তোলা। এ ব্যাপারে সমাজের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ইমাম এবং ধর্মীয় নের্তৃবৃন্দের জন্য কমিশন ২০১৫ সনে 'দুর্নীতির চরম পরিণতি' শীর্ষক ধর্মোপদেশসম্বলিত একটি পুস্তিকা পুনঃপ্রকাশ করে। দুর্নীতির নিন্দা জানিয়ে পবিত্র কুরআন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ধর্মীয় অন্যান্য বাণী-বক্তব্যসম্বলিত এই পুস্তিকা থেকে শুক্রবার নামাজের সময় ধর্মোপদেশ বয়ান করা হয়। এই পুস্তিকাটি দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় এবং ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন মসজিদ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংযোগ

কমিশন প্রতিবেদনাধীন সময়ে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে উত্তম চর্চা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় অব্যাহত রেখেছে।

দুদক ও টিআবি'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

দুর্নীতি দমন কমিশন ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) 'দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত' কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে, সমাঝোতা স্মারকে কমিশনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন দুদকের মহাপরিচালক ড. মোঃ শামসুল আরেফিন এবং টিআইবি'র পক্ষে স্বাক্ষর করেন টিআই বি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান।

সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র হলো :

(১) প্রতিবছর ৯ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে দিবসটি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে এবং দুদক ও টিআইবি উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনাসাপেক্ষে স্ব-স্ব সামর্থ্য ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী যৌথভাবে বিভিন্ন দুর্নীতি প্রতিরোধ গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে পরস্পরকে সহায়তা।

(২) স্থানীয় পর্যায়ে সততা সংঘের তরুণদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দুদক ও টিআইবি যৌথভাবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন দুর্নীতি-বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মানিটরিং।

(৩) স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে টিআইবি'র সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এবং দুদকের অনুপ্রেরণায় গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান সততা সংঘের সদস্যদের নৈতিকতা, দুর্নীতি-বিরোধী যোগাযোগ কৌশল, তথ্য প্রযুক্তি, তথ্য অধিকার আইন ইত্যাদি বিষয়ে দুদক ও টিআইবি'র যৌথভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন ।

(৪) সমঝোতা স্মারকের অধীনে কার্যক্রম বাস্তবায়নে দুদক ও টিআইবি স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন করে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ।

(৫) পরিচালিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি সম্পর্কে দুদক ও টিআইবি পরস্পরকে অবহিত করবে এবং আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সাথে কমিশনের সম্পৃক্ততা

১. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা GIZ-এর কারিগরি সহায়তায় দুদকের দুর্নীতি বিরোধী "কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৬-২০২১" প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান। এছাড়াও বিভিন্ন কর্মসূচিতে GIZ কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

২. গণশুনানি আয়োজনে JICA কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

৩. এছাড়া বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বিভিন্ন কর্মসূচিতে কারিগরি সহাহয়তা প্রদান করে থাকে।

দুর্নীতি-প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন

দুদক ২০১১ সন থেকে প্রতি বছর ২৬শে মার্চ থেকে ১লা এপ্রিল পর্যন্ত দুর্নীতি-প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন করে আসছে। দুর্নীতি-প্রতিরোধ সপ্তাহ-২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি প্রণয়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০১৫ সনে দুর্নীতি-প্রতিরোধ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য ছিল: "সবাই মিলে শপথ করি, দুর্নীতিবাজদের ঘৃণা করি"। দুদক চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটি শুরু হয়। সপ্তাহের কর্মসূচি ছিল: মোবাইল ফোনে ক্ষুদে বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে দুর্নীতি-প্রতিরোধ বার্তা প্রচার, দুদক সদরদপ্তরে সপ্তাহব্যাপী ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন ও পোস্টার প্রদর্শনী, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যানার ও পোস্টার নিয়ে মানববন্ধন ও সমাবেশ, দুর্নীতি-প্রতিরোধসংক্রান্ত পোস্টার অঙ্কন প্রতিযোগিতা, জুমার নামাজের সময় দুর্নীতি-বিরোধী ধর্মোপদেশ এবং ঢাকায় 'সততা সংঘে'র সম্মেলন অনুষ্ঠান। এছাড়া, দুদক সদরদপ্তরে 'রাজনৈতিক ঐক্য ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের প্রধান নিয়ামক' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের সদস্যগণ এবং গণমাধ্যমসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সেমিনারে বক্তব্য রাখেন।

কমিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

২০১২ সন থেকে ২১শে নভেম্বর কমিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনের রীতি প্রচলন করা হয়। ২০০৪ সনের এ দিনেই আনুষ্ঠানিকভাবে কমিশনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি প্রণয়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকালে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে জাতীয় পতাকা ও দুর্নীতি দমন কমিশনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীকালে ঢাকাস্থ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা মিলনায়তনে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শপথ বাক্য পাঠ করান কমিশনের চেয়ারম্যান। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচিতে দুর্নীতি দমন কমিশনের সকল বিভাগীয় কার্যালয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা ও দুর্নীতি দমন কমিশনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিভাগীয় কার্যালয়ের ক্ষেত্রে পরিচালক এবং সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের ক্ষেত্রে উপপরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট সেমিনার

২০১৫ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং JICA- এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট সেমিনার আয়োজন করেছে। দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গভর্নেন্স ইস্যু নিয়ে আলোচনাই ছিল উক্ত সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়া সম্মেলনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো ছিল: দেশের নেতৃস্থানীয়দের একত্র করে দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে গভর্নেন্স ইস্যু নিয়ে আলোচনা, সরকারের মাল্টি সেক্টরাল পদক্ষেপকে (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর আওতায়) অধিকতর গুরুত্ব প্রদান বা দৃষ্টিগোচর করা, জাতীয়ভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আরো শক্তিশালীকরণের উপায় ও কৌশল নিয়ে আলোচনা এবং এক্ষেত্রে সরকারের সমর্থন ও প্রতিশ্রুতি আদায়ের উপায় অনুসন্ধান।

গণমাধ্যমের সাথে সম্পর্ক

প্রতিবেদনাধীন সময়ে কমিশন নিয়মিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি, সংবাদ সম্মেলন, প্রশ্নোত্তর, সাক্ষৎকার এবং সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহীদের সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠাকি সভার মাধ্যমে গণমাধ্যমের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে তাদের সাথে সুসম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে।

দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০১৫

দুদক গণমাধ্যমে দুর্নীতিসংক্রান্ত অনুসন্ধানী ও সৃজনশীল প্রতিবেদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে "দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড" প্রবর্তন করে। প্রতিবছর দু'টি ক্যাটাগরিতে মোট ছয়জন সাংবাদিককে পুরস্কৃত করা হয়। দেশের খ্যাতিমান সাংবাদিকদের সমন্বয়ে গঠিত জুরি বোর্ডের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন এ পুরস্কার দিয়ে থাকে। ২০১৫ সালে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট

মিডিয়ার পাঁচজন সাংবাদিককে দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে দৈনিক সমকাল, দৈনিক সিলেটের ডাক এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া ক্যাটাগরিতে মাছরাঙা টেলিভিশন, চ্যানেল-২৪ ও আর টিভি-র সাংবাদিকগণকে পুরস্কার প্রদান করেন।

দুর্নীতি বিরোধী স্লোগান রচনা ও স্লোগানসহ পোস্টার অংকন প্রতিযোগিতা ২০১৫

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যগণ ও সততা সংঘের ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতাকে দুর্নীতি প্রতিরোধের কাজে লাগানোর নিমিত্ত কমিশনের সার্বিক দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জি.আই.জেড এর আর্থিক সহায়তায় দুর্নীতি বিরোধী স্লোগান রচনা ও স্লোগানসহ পোষ্টার অংকন প্রতিযোগিতা, ২০১৫ এর আয়োজন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন

দুদক প্রতি বছর ৯ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতি-বিরোধী দিবস পালন করে। আন্তর্জাতিক দুর্নীতি-বিরোধী দিবস-২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি প্রণয়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয়ভাবে 'দুর্নীতিকে বিদায় দিন, দেশপ্রেমে শপথ নিন' প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতীয় শিল্পকলা একাডেমিতে ০৯ ডিসেম্বর ,২০১৫ তারিখে আর্ন্তজাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপিত হয়। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহায়তায় রাজধানী এবং সারাদেশে ২০১৫ সনে দিবসটি পালনের লক্ষ্যে মানববন্ধন, সভা-সমাবেশসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এসকল কর্মসূচিতে সরকারি কর্মকর্তা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

অধ্যায় 8

গণশুনানি

ভূমিকা

উপসংহার

গণশুনানি

৪.১ ভূমিকা

উপজেলা পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের নিকট স্থানীয় জনগণ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট সমস্যা উপস্থাপন এবং তা সমাধানকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা পদ্ধতি হলো গণশুনানি। অন্যদিকে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং তথ্য প্রত্যাশী ও তথ্য প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করাই তথ্য মেলার মূল উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, গত ২৮-২৯শে ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ টিআইবি'র সহযোগিতায় দুদক প্রথমবারের মতো ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় তথ্য মেলা ও গণশুনানির আয়োজন করে। এতে স্থানীয় জনগণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হলো নাগরিকের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী সনদ (UNCAC)-এর ১৩ অনুচ্ছেদে দুর্নীতি প্রতিরোধে সমাজের (সুশীল সমাজ, এনজিও, গণমাধ্যম ইত্যাদি) অংশগ্রহণ এবং তথ্যপ্রাপ্তি ও রিপোর্টিং -এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তৃতীয়ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২-এ নাগরিকের দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। চতুর্থত প্রতিবেশী দেশ ভারত ও নেপালে সরকারি সেবা প্রদানে গণশুনানি একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হলো নাগরিকের ক্ষমতায়ন যা গণশুনানি ও অন্যান্য সামাজিক দায়বদ্ধতা পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব।

৪.১.১ গণশুনানির উদ্দেশ্য

- সেবা প্রত্যাশী নাগরিকের অভিযোগ সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে সেগুলো সেবা প্রদানকারী দপ্তর কর্তৃক তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা;
- প্রতিটি সরকারি দপ্তরে বিভিন্ন সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিকদের দ্রুত ও উন্নত সেবা প্রাপ্তির গণতান্ত্রিক অধিকার বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।

৪.১.২ গণশুনানির আইনগত কাঠামো

সংবিধানের বিধানসমূহ

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২): "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবে না"।

অনুচ্ছেদ ২১(২): "সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।"

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪- এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ

দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য কোনো আইনের অধীনে স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করা (ধারা ১৭ ঙ)।

দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করা (ধারা ১৭ চ);

দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা (ধারা ১৭ ছ);

কমিশনের কার্যাবলি বা দায়িত্বের মধ্যে পরে এমন সকল বিষয়ের ওপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা (ধারা ১৭ জ); এবং

আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করা এবং তদানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করা (ধারা ১৭ ঝ);

দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন করা (ধারা ১৭ ট); এবং

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ১লা জুন ২০১৪ ও ৫ই জুন ২০১৪ তারিখের অফিস স্মারকদ্বয়।

৪.১.৩ গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা

দুর্নীতি দমন কমিশন মনে করে যে, দেশের সাধারণ মানুষকে ক্ষমতায়ন করার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে গণশুনানি অন্যতম একটি পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত। এই বহুপক্ষীয় সভায় দুর্নীতির উৎস চিহ্নিতকরণ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে অনুসন্ধানমূলক আলোচনা করা হয় এবং সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় বের করার প্রয়াস নেওয়া হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এবং সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জুন ২০১৪ মাসে জারিকৃত অফিস স্মারক অনুযায়ী কমিশন গণশুনানি পরিচালনা করছে।

গণশুনানি কার্যক্রম অনুষ্ঠানের আগে পাঁচটি জেলার (ময়মনসিংহ, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা ও রংপুর) দশটি উপজেলায় GIZ-এর উদ্যোগে Baseline Survey পরিচালিত হয়। এ জরিপে দুর্নীতির চিত্র এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতার বিষয়টি উপস্থাপিত হয়।

পর্যায়ক্রমে অন্যান্য উপজেলায় পরীক্ষামূলক গণশুনানি অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম পর্যায়ে গণশুনানিতে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিপ্রবণ সরকারি দপ্তর যথা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস স্থান পেয়েছে। গণশুনানি হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে উত্তম সরকারি পরিষেবা প্রদানে প্রশাসনিক কর্মপ্রণালি সহজতর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

৪.১.৪ গণশুনানির প্রত্যাশিত ফলাফল

- সরকারি দপ্তরসমূহের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- নাগরিকদের সমস্যা সমাধানকল্পে তাদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা;
- সেবা প্রত্যাশী নাগরিকের অভিযোগ সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তি করা;
- সেবা প্রদানের পদ্ধতির উন্নয়ন করা; এবং
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কার্যকর নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৪.২ উপসংহার

নাগরিকের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। রাষ্ট্রের এ দায়িত্ব পালনে গণশুনানি একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা পদ্ধতি। এ পদ্ধতিকে কার্যকর করতে হলে এর নিরবিচ্ছিন্ন ফলো-আপ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিয়মিত গণশুনানি পরিচালনা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন গণশুনানিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা। তাহলে গণশুনানি কর্মসূচি ফলপ্রসূ হবে।

গণশুনানীর অংশ হিসেবে ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে ঢাকার সাভারে টিআইবি, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)-এর উদ্যোগে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) ও উপজেলা পরিষদ সাভারে'র সহযোগিতায় দিনব্যাপী তথ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। একই দিনে জাইকার সহযোগিতায় কমিশন উপজেলা ভূমি অফিস, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এবং উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসে গণশুনানির আয়োজন করে। গণশুনানিকালে সেবাগ্রহীতা জনগণের উত্থাপিত অভিযোগসমূহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তারা জবাব দিতে বাধ্য হন। দুদকের কমিশনার ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ এবং টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান গণশুনানিতে যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীকালে কমিশন চকোরিয়া (কক্সবাজার), তেঁতুলিয়া (পঞ্চগর), ঢাকা জিলা এবং কোটালি পাড়া (গোপালগঞ্জ) উপজেলার ভূমি অফিস, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এবং স্বাস্থ্য অফিসসমূহে গণশুনানির আয়োজন করে।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

অধ্যায় ৫

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা

দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

৫.১ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

কমিশনের মানব ও আর্থিক সম্পদ ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে প্রশাসন, সংস্থাপন এবং অর্থ অনুবিভাগ, যা দু'টি শাখায় বিভক্ত: প্রশাসন ও সংস্থাপন এবং অর্থ ও হিসাব। প্রশাসন, সংস্থাপন এবং অর্থ অনুবিভাগের আওতাধীন বিষয়সমূহ হচ্ছে:

১. কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন, প্রেষণ ও ভ্রমণ ব্যবস্থাপনা;
২. আইন অনুযায়ী দুদক কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তাদের চাকুরির অবস্থা ও অন্যান্য বিষয়;
৩. বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্যে কর্মকর্তা/ কর্মচারী মনোনয়ন প্রস্তাব পেশ;
৪. কমিশনের বৈঠকের প্রাক্কালে কমিশনের সচিবকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
৫. অধীন কার্যালয়সমূহ বছরে কমপক্ষে দু'বার পরিদর্শন করা এবং কমিশন সচিবের নিকট পরিদর্শন প্রতিবেদন পেশ;
৬. কমিশনের সার্বিক নিরাপত্তা তত্ত্বাবধান করা, গুদাম, আসবাবপত্র ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ; এবং
৭. কমিশনের সকল শাখার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সরবরাহ।

৫.১.১ দুদক সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে মানবসম্পদ বণ্টন

কমিশনের ১২৬৪ জন মানবসম্পদের জন্য সরকার অনুমোদিত একটি সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে, যার মধ্যে ১৯১টি সুপার নিউমারি পদ রয়েছে। দুদকের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মানব সম্পদ বণ্টন তালিকা নিচের সারণি ২০-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ২০: দুদকের মানব সম্পদ বণ্টন

পদের বিবরণ	সদরদপ্তরে সংখ্যা	মাঠ কার্যালয়ে সংখ্যা		সর্বমোট
		বিভাগীয় কার্যালয়	সমন্বিত জেলা কার্যালয়	
চেয়ারম্যান	০১	-	-	০১
কমিশনার	০২	-	-	০২
সচিব	০১	-	-	০১
মহাপরিচালক	০৬	-	-	০৬
পরিচালক	১৩	০৬	-	১৯
সিস্টেম এনালিস্ট	০১	-	-	০১
উপপরিচালক	৫৯	-	২২	
প্রসিকিউটর	১৩	-	-	১৩
প্রোগ্রামার	০১	-	-	০১
সহকারী পরিচালক	৬৫	-	৬৫	১৩০
একান্ত সচিব	০৪	-	-	০৪
পিআরও	০১	-	-	০১
উপ-সহকারী পরিচালক	৫২	-	৭২	১২৪
সহকারী পরিদর্শক	৪২	-	৮৮	১৩০

পদের বিবরণ	সদরদপ্তরে সংখ্যা	মাঠ কার্যালয়ে সংখ্যা		সর্বমোট
		বিভাগীয় কার্যালয়	সমন্বিত জেলা কার্যালয়	
আদালত পরিদর্শক/ আদালত সহকারী/এএসআই	২৫	-	৫১	৭৬
অন্যান্য কর্মকর্তা ও স্টাফ (করণিক, টাইপিস্ট প্রভৃতি)	১৪৫	৪২	৬৬	২৫৩
গাড়িচালক	২১	০৬	২২	৪৯
কনস্টেবল	১১৬	-	৬৫	১৮১
সর্বমোট	৫৬৮	৫৪	৪৫১	১০৭৩
সংখ্যাতিরিক্ত কর্মী/ আউটসোর্স				
কনস্টেবল	৫৮	১২	১০৯	১৭৯
গাড়িচালক	০৯	-	-	০৯
অন্যান্য	০৩	-	-	০৩
সর্বমোট	৭০	১২	১০৯	১৯১

৫.১.২ ২০১৫ সনে কমিশন কর্তৃক নিয়োগ ও পদোন্নতি

দুদক আইন ২০০৪ অনুযায়ী দক্ষতার সাথে কাজ পরিচালনার জন্যে কমিশন প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মী নিয়োগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত (ধারা ১৬(৩)। দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ৪ মোতাবেক সরাসরি নিয়োগ বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদানে একটি নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটি গঠন করা হয়। ২০১৫ সালে সরাসরি ও পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যার তালিকা সারণি ২১ ও ২২ -এ দেওয়া হলো।

সারণি ২১: ২০১৫ সনে সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা

পদের নাম	সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা
উপসহকারী পরিচালক	০১
ড্রাইভার	০২
মোট	০৩

সারণি ২২: ২০১৫ সনে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা

পদের নাম	পদোন্নতিকৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা
মহাপরিচালক	০০
পরিচালক	০৬
উপপরিচালক	১০
সহকারী পরিচালক	৩০
উপসহকারী পরিচালক	১২
কোর্ট সহকারি (এ.এস.আই)	০২

৫.১.৩ বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ে নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ

শক্তিশালীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দুদক-এর বিভাগীয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়সমূহে নিজস্ব অফিসভবন নির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, সেগুলোর বাস্তবায়ন বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এরই মধ্যে (জুন ২০১৫) তিন কোটি চার লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে যশোর সমন্বিত জেলা কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। নোয়াখালী ও হবিগঞ্জ সমন্বিত জেলা কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৭) ইতোমধ্যেই পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদন দিয়েছে। কুমিল্লা ও টাঙ্গাইল সমন্বিত জেলা কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্পের (জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৮) অনুমোদন পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রাঙ্গামাটি, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ সমন্বিত জেলা কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯) শীঘ্রই অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হবে। বিভাগীয় পর্যায়ে ডরমিটরি ও বিশ্রামাগার সুবিধাসহ এর বিভাগীয় কার্যালয় ও সংযুক্ত সমন্বিত জেলা কার্যালয় আবাসনের জন্য ৬-তলা অফিসভবন নির্মাণে পৃথক ডিপিপি প্রস্তুত করা হবে।

৫.১.৪ দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ

কমিশন নিজস্ব জনবলের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট। দুর্নীতি দমন কমিশনের মূল শক্তি হচ্ছে দুদক আইন-২০০৪ ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারী। পাশাপাশি কমিশন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ২০১৫ সনে কর্মপরিবেশের আধুনিকায়নের পাশাপাশি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজনের ক্ষেত্রে কমিশন বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধবিষয়ক বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণ-সুবিধা পাওয়ার জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশনের বেশকিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী দেশে-বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন।

২০১৫ সনে দুদকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮-এর উপর বিশেষ কোর্স, সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্যে রিফ্রেসার্স কোর্স, নবনিয়োগকৃত সহকারী পরিচালক ও উপসহকারী পরিচালকদের জন্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ, সম্পদ পুনরুদ্ধার, জিআইজেড-এর সৌজন্যে গণমাধ্যমের সাথে মতবিনিময়, ওয়েবসাইট তৈরি ও উন্নয়ন, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) কর্তৃক সিনিয়র সিকিউরিটি কোর্স, জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমি কর্তৃক কম্পিউটার ট্রাবলশুটিং ও অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা কোর্সসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩৫৫জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ২৩: প্রশিক্ষণ, জাতীয় সেমিনার, কর্মশালা ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ

Name of the training	Number of participants	Name of associate organization
01. PPA 2006,PPR 2008	60	-
02. Junior Security Course	01	NSI
03. Prevention of Corruption Course	29	GIZ
04. 34-th Surveillance Course	02	NSI
05. Orientation Course for newly recruited AD, DAD and Court Inspector	20	-
06 Computer	49	-
07 Land Management Course	119	-
08 35-th Surveillance Cours	02	NSI
09 Land Management Course	20	World Bank

Name of the training	Number of participants	Name of associate organization
10 Office Management	01	-
11 English Language Proficiency	04	-
12 PPDM Course	01	-
13 Management Skills for Project Executives	01	-
14 Right to Information	23	TIB
15 PPA 2006,PPR,2008	19	World Bank
16 Junior Security Course	01	NSI
17 Senior Security Course	01	NSI
18 Basic Computer Course	02	-

৫.১.৫ ২০১৫ সনে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণ

কমিশন জ্ঞানসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা বিনিময় ও উত্তম চর্চার নিমিত্তে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ অব্যাহত রেখেছে।

সারণি ২৪: কতিপয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কমিশনের নিবিড় সংযোগ-চিত্র

Name of training/ meeting/ seminar/ workshop	Duration	Number of Participants	Name of associate organisation	Name of country
1. High Level Meeting	11-18 May, 2015	01	--	London, UK.
2. The Art of Stakeholder Collaboration	19-22 May, 2015	01	GIZ	Cambodia
3. Country Specific Dialogue Program for Bangladesh on Good Governance-Policy, Organization and People Dialogue Program	04-13 June, 2015	01	JICA	Japan
4. Asset Recovery Pending Issues	15-17 June, 2015	01	-	USA
5. APG's 18-th Annual Meeting and Technical Assistance Forum	12-17 July, 2015	01		
6. CBI's High Level Official Meeting	13-18, September, 2015	04	-	India
7. Developing Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Approaches ,Methodologies and Control for Non-banking Financial Institutions Workshop for Trainers	12-16,October, 2015	01	ADB	Philippines
8. Training Course on Criminal Justice Response to Corruption	12 October-19 November, 2015	02	JICA	JAPAN

Name of training/ meeting/ seminar/ workshop	Duration	Number of participants	Name of associate organisation	Name of country
9. Eight Annual Conference and General Meeting of the IAACA and 6-th Session of the Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption.	30 October-6 November, 2015	01	-	Russia
10. 13-th Regional Seminar of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific.	18-20 November, 2015	01	ADB/OECD Anti-Corruption Initiative Secretarial & the UN Development Programme.	Mongolia

৫.২ কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা

সরকারের বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে দুদকের অর্থায়ন হয়ে থাকে। সরকার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কমিশনের ব্যয়ের জন্যে বরাদ্দ করে। বাজেট অনুমোদন হলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কন্ট্রোলার ও অডিটর জেনারেল কর্তৃক দুদক হিসাব প্রাক-নিরীক্ষণ ছাড়া সরকারের কাছ থেকে কমিশনের কোনো পূর্বানুমতির প্রয়োজন হয় না। প্রশাসন, সংস্থাপন ও অর্থ বিভাগের অর্থ ও হিসাব শাখা অর্থায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা-সম্পর্কিত কাজ তত্ত্বাবধান করে থাকে এবং সরকারি ক্রয়নীতির আওতায় ক্রয় পরিচালনা করে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) নিচের সারণি ২৫ ও ২৬ -এ দেখানো হলো:

সারণি ২৫: ২০১৪ - ১৫ অর্থবছরে দুদকের জন্যে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিসংখ্যান (অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থ বছর		অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	রাজস্ব	মূলধনী
২০১৪-১৫	বাজেট	৬২,৯৬,৩০	১,৮৪,০০	৬৪,৮০,৩০	৬২,২৮,৩০	২,৫২,০০

সারণি ২৬: ২০১৪ - ১৫ অর্থবছরে রাজস্ব ও মূলধনী ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিকরণ (অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ		অর্থ বছর ২০১৪-১৫	
	অর্থনৈতিক কোড ও খাত	বরাদ্দ (টাকায়)	ব্যয় (টাকায়)
রাজস্ব ব্যয়	৪৫০১-অফিসারদের বেতন	৮,৩৬,০০	৭,৯৫,৯২
	৪৬০১- প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৭,৫০,০০	৭,২৩,৫৪
	৪৭০০-ভাতাদি	১৩,৯২,২৫	১৩,৬৩,৬৮
	৪৮০০-সরবরাহ ও সেবা	১৬,৫৬,১৫	১৫,৭৫,৩৫
	৪৯০০- মেরামত ও সংরক্ষণ	৮৯,০০	৭৮,৮১
	৬৩০০-অবসর ভাতা ও আনুতোষিক	৩,০৪,৯০	৩,০৭,৮২
	৬৬৮১ থোক বরাদ্দ	১২,০০,০০	১০,১৯,৮৫
মোট রাজস্ব ব্যয়		৬২,২৮,৩০	৫৮,৬৪,৯৭
মূলধনী ব্যয়	৬৮০০- সম্পদ সংগ্রহ /ক্রয়	৪৬,৫০	৪৪,১১
	৭০০০-নির্মাণ ও পূর্ত	১,৮০,৫০	১,৭৯,৫০
	৭৪০০-সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঋণ ও অগ্রিম	২৫,০০	১৫,৭৫
মোট মূলধনী ব্যয়		২,৫২,০০	২,৩৯,৩৬
দুদকের সর্বমোট ব্যয়		৬৪,৮০,৩০	৬১,০৪,৩৩

চিত্র-৬: ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রকৃত আনুপাতিক ব্যয়ের চিত্র

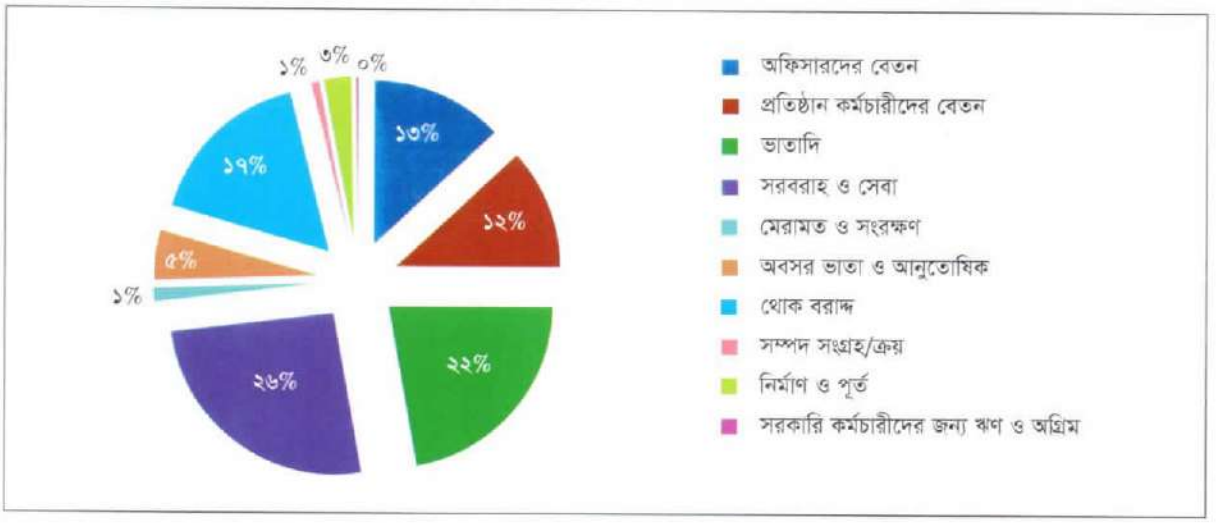

৫.৩ দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

কমিশন তার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে তৎপর রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন বিধি ২০০৭-এর ১৯(১)-এর অধীনে কর্মকর্তাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবীক্ষণ, তত্ত্বাবধান, অনুসন্ধান, দুদক কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে কোনো দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মীর বিরুদ্ধে আইনি ও বিভাগীয় পদক্ষেপ নিতে পরামর্শদানের জন্যে কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি স্থায়ী অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি গঠন করেছে। ২০১৫ সনে কমিশনের ৪জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে গুরুদণ্ড ও ২জন কর্মচারীকে লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫ সনে দুদক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়েরের সংখ্যা এবং মামলার ফলাফল তালিকা নিচের সারণি ২৭-এ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ২৭: ২০১৫ সনে দুদকের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নেওয়া বিভাগীয় পদক্ষেপসমূহ

বিবরণ	সংখ্যা
পূর্ববর্তী বছরের জের	১৩
২০১৫ সালে গৃহীত	৮
২০১৫ সালে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	২১
২০১৫ সালে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৯
কঠোর সাজা	৪
স্বল্প মাত্রার সাজা	২
অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি	৩

১. কঠোর সাজার মধ্যে রয়েছে চাকুরি থেকে অপসারণ, বাধ্যতামূলক অবসর, বেতনক্রমের নিম্নস্তরে অবনতকরণ ইত্যাদি।

২. স্বল্পমাত্রার সাজার মধ্যে রয়েছে তিরস্কার, পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত রাখা, বেতন টাইম-স্কেলের সর্বনিম্নস্তরে নির্ধারণ ইত্যাদি।

৫.৪ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

৫.৪.১ সম্পাদিত কাজ পর্যবেক্ষণ

দুদকের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমএন্ডই) শাখা সম্পাদিত কাজ অভ্যন্তরীণভাবে পরিবীক্ষণ করে থাকে। সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত পরিদর্শন দুদকের বিভাগীয় ও সমন্বিত কার্যালয়ের কাজ পর্যবেক্ষণ করার দু'টি পদ্ধতি। দুদক প্রধান কার্যালয়ের মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ এই পরিদর্শন কাজ করে থাকেন। পরিদর্শন শাখা নিয়মিতভাবে এই পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন এবং দুদক চেয়ারম্যানের কাছে প্রাপ্ত ফলাফল পেশ করে থাকে। ২০১৫ সনে সম্পন্নকৃত কিছু পরিদর্শন সারণি ২৮ - এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ২৮: ২০১৫ সালে দুদকের বিভাগীয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়সমূহের পরিচালিত পরিদর্শন সংখ্যা

পরিদর্শনের ধরন	প্রধান কার্যালয়	বিভাগীয় কার্যালয়
সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন	০৯	০৯
বিস্তারিত পরিদর্শন	০৯	২৩
মোট	১৮	৩২

সংক্ষিপ্ত পরিদর্শনগুলোতে কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন বিষয় দেখে থাকেন, যেমন-কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহীত কার্যক্রম, গৃহীত অভিযোগ, অনুসন্ধান, তদন্তাধীন মামলা, বিচারাধীন মামলা, নগদ হিসাব, সুরক্ষা কার্যক্রম, মূল ত্রুটি/সমস্যা প্রভৃতি। তারা সব ধরনের সমস্যার বিষয়ে মন্তব্য ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। পরবর্তীকালে বিস্তারিত পরিদর্শনের সময় পরামর্শসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়।

এছাড়া উপরোক্ত বিষয়ে বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও বিস্তারিত পরিদর্শনের সময় কার্যালয় ও কর্মী ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে কার্যালয়ের নিরাপত্তা, স্থানসংকুলান, হাজিরা বই সংরক্ষণ, কর্মকর্তাদের কাজের তালিকা, কর্মচারীদের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন, বিভিন্ন রেজিস্টার, সম্পাদিত কাজের মাসিক প্রতিবেদন প্রভৃতি। সদরদপ্তরের কাজ পর্যবেক্ষণ করার অংশ হিসেবে প্রত্যেক সপ্তাহে কমিশন প্রতিটি শাখার কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে। নির্দিষ্ট তারিখে ও সময়ে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের মহাপরিচালক চেয়ারম্যানের দপ্তরে উপস্থিত হয়ে অনুবিভাগের কর্মকাণ্ডের হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপন করেন এবং কমিশনের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন।

অধ্যায় ৬

কমিশনের তথ্য ব্যবস্থাপনা

দুদক ও তথ্য অধিকার আইন

কমিশনের তথ্য ব্যবস্থাপনা

৬.১ দুদক ও তথ্য অধিকার আইন

কমিশন তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ, যা তথ্যের আবাধ প্রবাহ নিশ্চিতে সাহায্য করবে। জাতীয় দুর্নীতি বিরোধী এ সংস্থা তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১১ অনুসারে কমিশনের গঠন, কাঠামো এবং কার্যক্রম নিয়ে প্রকাশিত কোনো স্মারক, বই, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, চিঠি, প্রতিবেদন, আর্থিক বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, অডিও, ভিডিও ইত্যাদিকে নীতিমালায় 'তথ্য' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

কমিশনের তথ্যকে এই নীতিমালায় চারটি শ্রেনীতে ভাগ করা হয়েছে :

ক) স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য (কমিশন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এসব তথ্য প্রকাশ করবে);

খ) চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ;

গ) চাহিদা অনুযায়ী আংশিক তথ্য সরবরাহ; এবং

ঘ) অন্যান্য তথ্য, যা প্রকাশ বা প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়।

সদরদপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক এবং সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক নাগরিকের অনুরোধের ধরন অনুযায়ী তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন। যে কোনো নাগরিক একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে বা সাদা কাগজে কমিশনের কাছে তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারেন এবং আবেদন পেশের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুরোধের উত্তর দিতে হবে। বৈধ কারণ ছাড়া তথ্য প্রদান করা না হলে তা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ২০১৫ সনে যে সকল নাগরিক তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে তথ্য চেয়েছেন কমিশন তাদের প্রত্যেককে তথ্য প্রদান করেছে।

অধ্যায় ৭

আগামী অভিযাত্রায় কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

আগামী অভিযাত্রায় কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

৭.১ কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশাল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করলেও ২০১৫ সনে কমিশনের উল্লেখযোগ্য কিছু সফলতাও রয়েছে। এসব সফলতাই আগামী বছরগুলোতে দুদকের অপরিসীম সম্ভাবনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। তথাপি, দুদকের কিছু দুর্বলতাও চিহ্নিত করা হয়েছে, যা কার্যকরভাবে দুর্নীতি দমনে সংস্থাটির ক্ষমতাকে কিছুটা সীমিত করেছে। কমিশন অধিকতর সাফল্য অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ বিবেচনা করতে পারে।

৭.১.১ দুর্নীতি প্রতিরোধ নীতিমালা প্রণয়ন

কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ নীতিমালার আলোকে স্বল্প-মেয়াদি, মধ্য-মেয়াদি ও দীর্ঘ-মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। দুর্নীতি হ্রাসে এ নীতিমালা ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

৭.১.২ প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কার্যকরভাবে দায়িত্বপালনে তাদের সামর্থ্য, দক্ষতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এ কারণে দুর্নীতি শনাক্তকরণ, অনুসন্ধান ও প্রতিরোধে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষ ও নিপুণ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কমিশন পদক্ষেপ নিয়েছে। বহুমাত্রিক দুর্নীতি দমনের চ্যালেঞ্জে কমিশন তার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশ-বিদেশে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তুত করার দিকে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে।

কমিশন সুচিন্তিতভাবে এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে এমনভাবে পরিচালনা করছে যাতে এর বিদ্যমান জনশক্তির পেশাগত কর্মদক্ষতার ক্রমোন্নতি ঘটে এবং তাদের জ্ঞান ও নৈপুন্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবা প্রদানের গুনগত মনোন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

৭.১.৩ অটোমেশন

দুদক কমিশনের কর্মপদ্ধতিতে দাপ্তরিক কার্যাবলি সহজতর করার জন্য তাকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে নিয়ন্ত্রণ (অটোমেট) করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে।

৭.১.৪ প্রযুক্তি নির্ভর অনুসন্ধান ও তদন্ত

অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্তে প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে কমিশন, যা তদন্ত পরিচালনাকে আরও বস্তুনিষ্ঠ করতে সাহায্য করবে। অভিযুক্ত অপরাধীদের অবস্থান ও কার্যকলাপ চিহ্নিত করতে দুদক আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর নিজস্ব ট্র্যাকিং ইক্যুইপমেন্ট ইউনিট স্থাপন করবে।

৭.১.৫ জনসংযোগের উন্নয়ন

সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ব্যতীত দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তাই কমিশন কার্যকরভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাধারণ জনগণ, সুশীলসমাজ ও গণমাধ্যমকে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্পর্ক স্থাপন করছে।

৭.১.৬ পর্যাপ্ত অবকাঠামো নিশ্চিত করা

যদিও কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ জাতীয় সংস্থা। কিন্তু এর কার্যক্রম সুনিপুণভাবে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো নেই। তাই এর ক্রমবর্ধমানভাবে পুঞ্জীভূত কাজের কার্যকর নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তার সাথে বিদ্যমান অবকাঠামো মোটেই

সংগতিপূর্ণ নয়। অধিকাংশ জেলা কার্যালয়সমূহ ভাড়া ভবনে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাই জেলা অফিসসমূহ উপযুক্ত আবাসনের অভাবে নানা সমস্যায় ভূগছে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সঙ্কীর্ণ পরিসরে কাজ করছে। অধিকাংশ জেলা অফিস ভাড়া বাড়িতে হওয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায় তথ্যের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। এ বিষয়ে কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বর্তমানে ৬৪টি জেলার মধ্যে ২২টি জেলায় দুদক অফিস রয়েছে। সম্প্রতি দুদক সকল জেলায় তার অফিসভবন নির্মাণের জন্য সরকারের নিকট একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

৭.১.৭ স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

কমিশন বিধি দ্বারা নির্ধারিত আইনি প্রক্রিয়া এবং নির্ধারিত সময়ে সকল কর্মকাণ্ড পরিচলনা করতে চায়। সর্বোপরি, কমিশন তার বহুমুখী কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে কার্যকরভাবে দৃশ্যমান করতে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ যা সুশাসনের জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সাথে সুসামঞ্জস্যপূণ্য এবং যেখানে দুর্নীতির ক্রমবিকাশ অত্যন্ত কঠিন।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

অধ্যায় ৮

সুপারিশমালা

সুপারিশমালা

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ১৭ (ঙ) ধারা অনুসরণে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধীন দপ্তরসমূহ কর্তৃক দুর্নীতি প্রতিরোধের নিমিত্ত করণীয় বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের সুপারিশমালা সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হলো:

ক. সরকারি সেবা

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তরসমূহের সেবার মান নিয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ নেই। এছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের discretion বা মর্জিমাফিক সিদ্ধান্তের কারণেও অনেক সময় সেবা প্রদান বিঘ্নিত ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের হানি ঘটে। দাপ্তরিক কার্যক্রমে সচিবালয় নির্দেশমালা যথাযথভাবে অনুসরণ না করার প্রবণতাও বেশ লক্ষণীয়, যা দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ের অভাব রয়েছে, যার ফলে সেবা গ্রহণ ও সেবা প্রদান উভয়ই বাধাগ্রস্থ হয়। অন্যদিকে অধিকাংশ দপ্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধে কোন মনিটরিং ব্যবস্থা বা সেবাপ্রার্থীদের অভিযোগ নিরসনে নিয়মতান্ত্রিক কোন পদ্ধতি নেই।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে :

১. প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক দুর্নীতির উৎসের প্রতি অভ্যন্তরীণ নজরদারি বৃদ্ধি এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাঠামো স্থাপন;

২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীন দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক বা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ, তদানুসারে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষেত্রমতে অভিযোগকারীকে ফিডব্যাক জানানোর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩. প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধীন সকল দপ্তরের মূল প্রবেশ গেইটে বা দৃশ্যমান স্থানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দুর্নীতি বিষয়ক অভিযোগ/মতামত গ্রহণের নিমিত্ত অভিযোগ বক্স বা স্থাপনাসহ হটলাইন, ই-মেইল এড্রেস চালু এবং প্রয়োজনমত সেবা উন্নতকরণ সম্পর্কে মতামত বা পরামর্শ দাখিলের সুযোগ সৃষ্টি;

৪. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাকল্পে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সকল অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা অভিযোগকারী ও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ওয়েবসাইট ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রকাশ;

৫. দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে সর্বসাধারণের অবগতি ও যোগাযোগ সহজ ও উন্নত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কেন্দ্র ও মাঠপর্যায়ে অনুসন্ধান ডেস্ক চালু;

৬. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধীন দপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য অন্ততঃ একবার দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ বিষয়ক বিধি-বিধান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ;

৭. ভূমি প্রশাসন ও ভূমি রেজিস্ট্রেশন একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে ভূমি প্রশাসন, ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও ভূমি জরিপের কাজটি একটি অফিসের মাধ্যমে সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮. সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল (বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ইত্যাদি) ওয়ানস্টপ সেন্টারের মাধ্যমে প্রদানের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯. সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক ভিত্তিতে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১০. প্রতিটি অফিসে জবাবহিদিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য গণশুনানি, সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড, কমিউনিটি স্কোর কার্ড ও সোসাল অডিটের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১১. নাগরিক সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে মাঠ পর্যায়ে delegate করা হলে তা দুর্নীতি রোধে অনুকূল ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে দপ্তর প্রধানের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অধস্তন পর্যায়ে অর্পণ করার জন্য বিদ্যমান বিধি-বিধান সংস্কার করা যেতে পারে।

খ. সরকারি নিয়োগ

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

অভিযোগ আছে যে, সরকারি বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে মেধা যাচাই হয় না। নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং মৌখিক পরীক্ষা- এসব ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অনুসরণ করা হয় না। এছাড়া মৌখিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর বরাদ্দের কারণে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির ক্ষেত্র তৈরি হয়, ফলে যোগ্যতম প্রার্থী নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়। এতে প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে উপযুক্ত ও মেধাবী কর্মকর্তার সংকট হতে পারে।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে :

১. সকল ধরনের সরকারি নিয়োগের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য মৌখিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ১০ নম্বর বরাদ্দকরণের বিধি ও প্রথা চালু;

২. সরকারি পদে নিয়োগের জন্য চার ধরনের পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ:

ক. "পাবলিক সার্ভিস কমিশন-১" : সিভিল সার্ভিসের সাধারণ ক্যাডারভুক্ত পদসহ অন্যান্য নবম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব সকল ধরনের পদে নিয়োগের জন্য;

খ. "পাবলিক সার্ভিস কমিশন-২" : নবম গ্রেডের নিম্নে সকল রাজস্ব খাতভুক্ত সরকারি পদে নিয়োগের জন্য;

গ. "পাবলিকসার্ভিস কমিশন-৩" : সকল ধরনের টেকনিক্যাল পদে নিয়োগের জন্য;

ঘ. "পাবলিকসার্ভিস কমিশন-৪" : সকল ধরনের শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য।

গ. সরকারি ক্রয় কার্যাদি

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ও অন্যান্য বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না। এছাড়া ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অপ্রতুলতা আছে। অটোমেশন প্রক্রিয়ার অভাবে দুর্নীতির ক্ষেত্র তৈরি হয়। অপরদিকে, প্রচলিত পদ্ধতিতে টেন্ডার ছিনতাই, টেন্ডার জমা প্রদানে বাধা প্রদান, টেন্ডার ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ও দাখিলকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনৈতিক সমঝোতা দুর্নীতির অন্যতম কারণ।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে:

১. সরকারি ক্রয় কার্যাদির শতভাগ 'ই -টেন্ডারিং'এর আওতায় আনয়ন;

২. টেন্ডার প্রক্রিয়া ও ক্রয়কার্য যথাযথ হচ্ছে কি না তা মনিটরিং-এর জন্য মন্ত্রণালয়ভিত্তিক শক্তিশালী টিম গঠন;

৩. বিভিন্ন মেগা-প্রকল্প বাস্তবায়নকালে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক প্রো-এ্যাকটিভ মনিটরিং এর প্রস্তাব গ্রহণ।

ঘ. সরকারি নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মন্ত্রণালয়সমূহ সঠিক সময়ে অর্থ ছাড় করে না। অনেক ক্ষেত্রে অর্থবছরের শেষে এমনকি শেষ সপ্তাহে অর্থ/খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেয়া হয়। এর ফলে তড়িঘড়ি করে কাজ শেষ করার প্রবণতা থাকে। এতে যেমন টেকসই কাজ হয় না, তেমনি অর্থের অপচয় ও জনগণের ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থছাড়ের জন্য অনেক সময় অনৈতিক দাবীর কারণে সরকারি নির্মাণ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে:

১. নির্মাণ, সংস্কার/মেরামত কার্যাদির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ বাস্তবায়নের পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ঐ একই নির্মাণ/মেরামত/সংস্কারকারী প্রতিষ্ঠানের উপর উক্ত কার্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আইনানুগভাবে অর্পণ, যাতে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান যে কোন ধরনের ত্রুটির জন্য নিজ খরচে পরবর্তী যে কোন মেরামত ও সংস্কার কাজ করতে বাধ্য থাকেন।

২. নির্মাণ কাজের প্রাক্কলনের দায়িত্ব ও কাজ বাস্তবায়নকারী প্রকৌশলী দলের দায়িত্ব পুরোপুরি আলাদা করতে হবে। যে দল প্রাক্কলনের দায়িত্বে থাকবেন, সে দল কোনভাবেই বাস্তবায়ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবেন না।

৩. পূর্ণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রাপ্ত কন্ট্রাক্টরের অনুকূলে একবার কন্ট্রাক্ট দলিল স্বাক্ষর হয়ে গেলে কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সেই টেন্ডারের মূল্য, মেয়াদকাল ও অন্যান্য চুক্তির শর্ত আর কোনভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না। চুক্তি আইনের শর্তাবলী ভঙ্গ করে কাজের উপকরণের বাজারমূল্য বেড়ে গেছে এই যুক্তিতে কন্ট্রাক্ট আইনের কোন ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। প্রথমেই টেন্ডার দলিলে ভবিষ্যতের বাজার মূল্য ও মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে নিতে হবে।

৪. গণতান্ত্রিক উন্নয়নের অভিযাত্রায় জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে কোন প্রজেক্ট বাস্তবায়নকালে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে প্রকল্প তদারকি টিম থাকতে হবে, যাদের সুপারিশের ভিত্তিতে রানিং বিল প্রদান করতে হবে। এছাড়া এ সিভিল সোসাইটি টিমের পাশাপাশি প্রকল্প তদারকির জন্য শুধু মাত্র সরকারি প্রকৌশলীর উপর নির্ভর না করে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে বেসরকারি প্রকৌশল ফার্ম নিয়োগ করা যেতে পারে।

৫. নির্মাণ কাজ শেষে প্রকল্পের উপকারভোগী স্থানীয় জনসাধারণের উপস্থিতিতে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত বিল প্রদেয় হবে।

৬. সঠিক সময়ে অর্থ ছাড়/বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিতকরণ।

ঙ. কার্যপদ্ধতি সংস্কার/System Improvement

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

দেশের অধিকাংশ দপ্তর পুরাতন ধ্যান-ধারণা প্রসূত আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হয়। ফলে এসব দপ্তরে সেবা প্রদান বিলম্বিত হয়। আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সঠিক সময়ে সেবা প্রদান করা যায় না। আইন ও বিধি-বিধান যুগোপযোগী না হওয়ার কারণে সেবা প্রাপ্তির ধাপ বৃদ্ধি পায়, এর ফলে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক সময় লাগে। দ্রুত সেবা প্রাপ্তির জন্য সেবা গ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারীর বিশেষ সমঝোতা, যা প্রকারান্তরে দুর্নীতি-এর প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে:

১. পাসপোর্ট প্রদানের শর্ত হিসেবে বিদ্যমান পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রথার সহজীকরণ। কেননা বর্তমানে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র ও উন্নততর জন্মসনদ ব্যবস্থা বিদ্যমান। এছাড়া পাসপোর্ট অফিস ও পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ-এ উন্নত ওয়েবসাইট প্রথা চালু হয়েছে। কাজেই স্পেশাল ব্রাঞ্চ-এর অপরাধীদের তালিকা

পাসপোর্ট অফিসে অনলাইনে শেয়ার করার মাধ্যমে পুলিশ ভেরিফিকেশন-এর কাজটি ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। কাজেই অনলাইন ভেরিফিকেশন-এর মাধ্যমে ন্যূনতম সময়ে পাসপোর্ট প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;

২. সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিলম্বজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর দায়দায়িত্ব নিরূপণ ও তার বেতন থেকে অর্থ কর্তন করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিলম্বের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ (Compensation for delayed service);

৩. বান্ডেল অফার অর্থাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ কাজের জন্য একটি আবেদনের মাধ্যমে সকল কার্যাদি নিস্পত্তিকরণ করতে হবে। সরকারি অফিসে অধিকাংশ সেবার ক্ষেত্রে একই কাজ ভেঙ্গে ভেঙ্গে বহুবারে সম্পন্ন করার জন্য বিদ্যমান পদ্ধতির বিলোপ সাধন। যেমন সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, ডিপিডিসি, বিটিসিএল ও রাজউকের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে একাধিকবার যেতে হয়। এটির জন্য যে সকল আইনি প্রভিশন রয়েছে তা সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪. উন্নত অনেক দেশের অনুসরণে বাংলাদেশেও ঘটনা-উত্তর দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান বা তদন্তের চেয়ে ঘটনাপূর্ব অনুসন্ধান বা তদন্ত অর্থাৎ Proactive Investigation পরিচালনার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

চ. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় অপেশাদার ও ব্যাংকিং খাতে অনভিজ্ঞ লোকজন বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত থাকেন। তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও দূরদর্শিতার অভাবে ব্যাংকিং খাতে প্রায়ই বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম ও অপরাধ সংঘটিত হয়। এছাড়া ব্যাংকিং সেক্টরে উপযুক্ত নজরদারি, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও জবাবদিহিতা না থাকার ফলে ব্যাংকের অর্থ আত্মসাতসহ অন্যান্য অপরাধ ঘটে থাকে।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে:

১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রফেশনাল ব্যক্তিবর্গের সহযোগে পরিচালনা পর্ষদ গঠন;

২. ব্যাংকিং সেক্টরে উপযুক্ত নজরদারি পদ্ধতি ও প্রয়োজনে কাঠামোগত সংস্কার সাধন;

৩. কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

ছ. বিবিধ

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

অন্যান্য সরকারি দপ্তরের ন্যায় পুলিশের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম মনিটরিং ও জনগণের অভিযোগ গ্রহণপূর্বক তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেই। এছাড়া আদালতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার জটের কারণের জনগণের ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মামলা নিস্পত্তি না করার ফলে একদিকে যেমন মামলা জট বৃদ্ধি পায়, তেমনি বিচারপ্রার্থী ও অভিযোগ সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে:

১. পুলিশের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য ক্রিমিনাল জাস্টিস কমিশন গঠন;

২. ফৌজদারি কার্যবিধি (Code of Criminal Procedure)-তে ফৌজদারি মামলার তদন্ত ও বিচারের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেয়া;

৩. দেওয়ানি কার্যবিধি (Code of Civil Procedure) -তে দেওয়ানি মামলা নিস্পত্তির সময়সীমা বেঁধে দেয়া।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

Fighting Corruption as Before and Ever

Anti-Corruption Commission Bangladesh

ANNUAL REPORT 2015

CONTACT

Muhammad Munir Chowdhury
Director General
Anti-Corruption Commission
Bangladesh
1, Segun Bagicha
Dhaka 1000.

Tel: +88 02-934 9013
Fax: +88 02-831 3884
Email: dg.admin@acc.org.bd
Web: www.acc.org.bd

ANNUAL REPORT EDITORIAL COMMITTEE

Director General (Administration), ACC
Deputy Director (PRO), ACC

PUBLISHED BY

Anti-Corruption Commission
Bangladesh

DESIGNED BY

ICT Cell
Anti-Corruption Commission

Anti-Corruption Commission Bangladesh

ANNUAL REPORT 2015

The Anti-Corruption Commission's 'Annual Report 2015' is submitted to the Honourable President of the People's Republic of Bangladesh in accordance with the Section 29(1) of the Anti Corruption Commission Act, 2004.

Present Anti-Corruption Commission

Chairman
Iqbal Mahmood

Commissioner
Dr. Nasiruddin Ahmed

Commissioner
AFM Aminul Islam

Previous Anti-Corruption Commission

Chairman
Md. Badiuzzaman

Commissioner
Md. Shahabuddin

Commissioner
Dr. Nasiruddin Ahmed

Letter of Transmittal

October 24, 2016
Mr. Md. Abdul Hamid
Honourable President
The People's Republic of Bangladesh.

Honourable President,

We are much pleasured with honour to submit to you the 4th Annual Report (bilingual) of the Anti-Corruption Commission (ACC) for the year ended on December 31, 2015. The Report has been prepared and compiled under statutory provision of Section 29(1) of the Anti-Corruption Commission Act, 2004. We would be highly obliged if this Report is taken to be presented before the Parliament to meet the legal requirement of the Act.

The Report records the whole range of activities accomplished by the Commission as was mandated by the Anti-Corruption Commission Act. It unfolds both internal and external accountability of ACC's performance and comprises elaborate facts as to efficient management of public resources the Commission is entrusted with. For clarification and ease of comprehensibility, some general information, statistics and case studies have been appended to the Report.

We humbly wish to assure you that the Commission has in turns launched all out measures to combat and prevent corruption across the country.

With the highest regards,
Obediently yours,

(Iqbal Mahmood)
Chairman
Anti-Corruption Commission

(Dr. Nasiruddin Ahmed)
Commissioner
Anti-Corruption Commission

(AFM Aminul Islam)
Commissioner
Anti-Corruption Commission

Anti-Corruption Commission, 1 Segun Bagicha, Dhaka-1000, Phone: +88 02 8333350, Fax: +88 02 8333354
E-mail: chairman@acc.org.bd

Contents

Letter of Transmittal		06
Acronyms and Elaborations		08
Preface		09
Chapter One	**Anti-Corruption Commission: Background and Introducing**	11
	1.1 Introduction	12
	1.2 Anti-Corruption Commission an overview	12
Chapter Two	**Punitive Actions against Corruption**	19
	2.1 Introduction	20
	2.2 Enquiry	23
	2.3 Investigation	25
	2.4 Enquiries and Investigations on Institutional Corruption	28
	2.5 Remarkable Enquiries & Investigations on Corruption	30
	2.6 Prosecution	35
Chapter Three	**Prevention of Corruption**	37
	3.1 Introduction	38
	3.2 Anti-Corruption Outreach Programmes	40
Chapter Four	**Public Hearing**	47
	4.1 Introduction	48
	4.2 Conclusion	49
Chapter Five	**Institutional Capacity Building**	51
	5.1 Human Resources Management	52
	5.2 Budget Management	56
	5.3 ACC's Initiatives to Prevent Internal Corruption	57
	5.4 ACC's Performance in Monitoring and Evaluation	58
Chapter Six	**ACC's Information Management**	59
	6.1 The ACC and the Right to Information Act	60
Chapter Seven	**Way - Forward**	61
	7.1 The Action Plans of the Commission	62
Chapter Eight	**Recommendations**	65
	a. Public Service	66
	b. Public Recruitment	67
	c. Public Procurement	67
	d. Government Constructions/Repairs/Reconstructions	68
	e. System Improvement	69
	f. Bank and Financial Institutions	69
	g. Miscellaneous	70
Chapter Nine	**Photo Gallery**	71

ACRONYMS AND ELABORATIONS

ACC	Anti-Corruption Commission
AD	Assistant Director
BAC	Bureau of Anti-Corruption
BTRC	Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission
CPC	Corruption Prevention Committee
DAD	Deputy Assistant Director
DFP	Department of Films and Publications
DG	Director General
E/O	Enquiry Officer
FIR	First Information Report
GD	General Diary
GIZ	Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (German Development Co-operation)
IDO	Integrated District Office
IFP	Integrity Focal Point
I/O	Investigating Officer
IU	Integrity Units
LC	Letter of Credit
LTR	Loan Against Trust Receipt
MLPA	Money Laundering Prevention Act
MoU	Memorandum of Understanding
NIS	National Integrity Strategy
NSI	National Security Intelligence
PPA	Public Procurement Act
PPR	Public Procurement Regulations
PRO	Public Relation officer
RTI	Right to Information
SDG	Sustainable Development Goals
TIB	Transparency International Bangladesh
UNCAC	United Nations Convention Against Corruption

Preface

The Constitution of the People's Republic of Bangladesh that virtually emerged from the great war of liberation spells out that Bangladesh would be a society of justice and integrity. And each organ of the state machinery including the citizens, families, state and business organizations would be integrity-driven and free from corruption. But unfortunately corruption could not be eradicated from our country over the long span of 45 years since our independence. Corruption poses the major impediment to all developmental efforts including fulfillment of the basic needs like food, clothing, habitations, education, health, employment, growth of industries, development of communication system and so on.

But the problem of corruption does not solely exist in Bangladesh. Currently it persists globally. Incidents of corruptions in smaller or larger scales often take place across and around the world.

Since the Ant-Corruption Commission of Bangladesh coming into being on November 21, 2004, the Commission has been carrying out multi-dimensional activities steered to curb corruptions. The Commission has split its struggle against corruption into two operational approaches- the one being punitive and the other preventive. The punitive actions include conducting enquiries and investigations against specific allegations corresponding to the scheduled offences under Anti-Corruption Commission Act, 2004, and producing the alleged party before the court for trial. The Commission with systematic approaches is widening its range of operational activities against corruption and concurrently executing variety of programmes toward effective prevention of corruption. Setting in view the objective to building a National Social Movement for prevention of corruption, the Commission has already embarked on several anti-corruption initiatives to integrate spontaneous participation of the people from all walks of life. Aiming at raising countrywide mass awareness against corruption, CPCs (Corruption Prevention Committees) have already been constituted in upazilas, districts and metropolitan areas. Such Committees currently exist in 422 upazilas, 62 districts, one metropolitan and 8 regional metropolitan cities over the country . In a bid to expedite the process of awareness building against corruption, the Committees often organize events like discussion meeting, seminar, symposium, views sharing meeting, human chains, street corner meeting, debate, essay competition and so on.

In order to inculcate the value of integrity into the youths and to institutionalize their voices against corruption, the Commission under active supervision of CPC, has formed "Integrity Units" comprising the students of Schools, Colleges and Madrasahs across the country. The Integrity Units work as associate bodies of CPC to generate awareness against corruption and promote integrity among the young generation. Each Integrity Unit helps students deepen their understanding of ethics and morality.

In addition, the Commission undertakes newer activities- especially notable is countrywide 'Public Hearing' which is conducted centrally and locally (covering even the remotest Upazilas) to scan up the public grievances raised explicitly against the services of government and semi-government offices. To heighten the importance of the event the Commission ensures presence of at least one Commissioner in person to oversee and guide all such Hearings. The Commission conducts the public hearing in accordance with the authorities conferred upon it by the ACC Act, 2004 and also in compliance with the office memorandum of Cabinet Division and the provisions of National Integrity Strategy 2012.

In view of ensuring transparency and accountability of its organizational actions, the Anti-Corruption Commission places very high value on free flow of information. As a time-bound record of the Commission's multi-dimensional activities and the resultant impact over the preceding year, and also to meet the statutory requirement of section 29(1) of the ACC Act, 2004, this Annual Report is being submitted to the Honorable President.

Giving in the approach of participation and inclusiveness, the Anti-Corruption Commission pledges to dedicate the best of its efforts to prevent corruption with all of its valued stakeholders taken together on board.

(Iqbal Mahmood)
Chairman
Anti-Corruption Commission

Head Office of Anti-Corruption Commission

Chapter 1

Anti-Corruption Commission: Background and Introducing

Introduction
Anti-Corruption Commission an overview

Anti-Corruption Commission: Background and Introducing

1.1 Introduction

Historically the incidence of corruption dates far back to ancient India. The Corruption assuming various forms persisted in Chanakya's 'Arthashastra'. Measures to prevent corruption are also ancient ways of operational interventions. The Penal Code, 1860 defined some criminal activities as corrupt practices and sets out provisions of punishment against such practices. As of historical evidences, prior to the Penal Code coming into force, punitive actions against such crimes had been in practice in this country. However, in the context of the age old system of criminal justice it is worthwhile to note that the enactment of the Penal Code, 1860 founded a legal framework against the genre of crimes relative to corruptions.

By promulgating an Ordinance in 1944, the erstwhile British Government got into taking on official measures to curb down corruption of public officials. Subsequently the Prevention of Corruption Act, 1947 was enacted. The Department of Police was empowered to enforce the law on combating corruption. As that enactment eventually could not yield remarkable positive impact, as had been expected, a new law "the Anti-Corruption Act, 1957" was enacted and on strength of that legislation one separate department dubbed as "Bureau of Anti-Corruption (BAC)" was also established in 1957 to carry out rigorous anti-corruption drives.

With a modest start-off in an untidy temporary office, the BAC got to in full operation in 1967 with a permanent establishment. Restricted to very limited legal power, BAC could not proceed to enquire and investigate into any allegation of corruption independently. By the advent of 21st century, the global surveys conducted by Transparency International (TI) ranked Bangladesh for more than once as one of the most corrupt countries of the world. Against such ill-fated backdrop, the "Bureau of Anti-Corruption" was abolished and the Anti-Corruption Commission (ACC) instead was established on November 21, 2004, seemingly to cater to the demand of the common people, development partners, civil society, politicians, mass media and others concerned.

As an independent statutory body the ACC came into being under the Anti-Corruption Commission Act, 2004. On keeping the vision to promoting a strong and sustainable anti-corruption culture, the prime mandate set for ACC is to combat and prevent corruption in pursuing the means of legal enforcement, deterrent measures and education.

1.2 About Anti-Corruption Commission an overview

1.2.1 Our Mandate

To prevent corruption and associated malpractices in the country and to conduct enquiry and investigation for other specific offences as scheduled in Anti-Corruption Commission Act, 2004.

1.2.2 ACC's Vision

To create and build up a strong anti-corruption culture that permeates throughout entire fabrics of the society

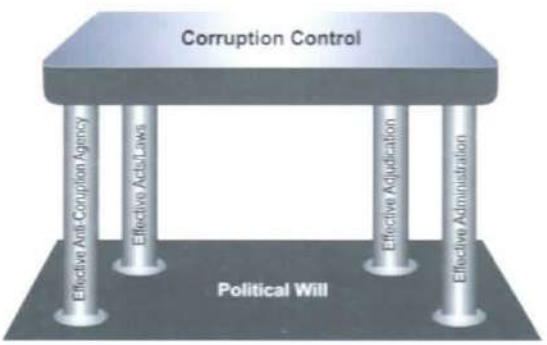

The four-legged table of corruption control

1.2.3 ACC's Mission

- To relentlessly combat and prevent corruption.

1.2.4 ACC'sThree Strategic Objectives

- Combating corruption through punitive actions;
- Pre-empting corruption through system review; and
- Preventing corruption through education and advocacy.

These three strategic objectives are supported by four supporting objectives:

- Designing the organizational structure;
- Designing operating mechanism;
- Providing human resource support and good internal governance; and
- Providing sound financial and logistical support.

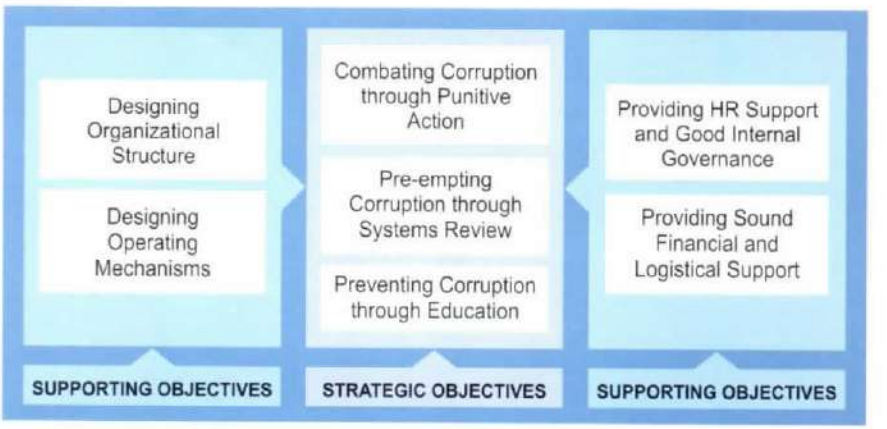

1.2.5 Key Performance Indicators (KPIs)

- Completion rate or the percentage of cases resolved against the number lodged in the year;
- Time frame for an enquiry and investigation into a complaint to be resolved;
- Prosecution rate or the percentage of cases prosecuted against the number completed in a year; and
- Conviction rate or the percentage of cases convicted in court against the number disposed off in a year.

1.2.6 Executive Arrangements of ACC

For appointment against the positions of "Commissioners", the ACC Act, 2004 provides for a five-member "Search Committee" headed by a Justice of Appellate Division of Bangladesh Supreme Court. Upon the recommendation by the "Search Committee", the Commissioners are appointed by the Honourable President against their respective full-time positions for five years. From amongst the three Commissioners, one is appointed as Chairman by the Honourable President. The Chairman acts as the Chief Executive of the Commission. After expiration of respective tenures the Commissioners cease to be eligible for appointment in any profitable positions under the Republic. No Commissioner can be removed except on causes and manners that are applicable to removing a Judge of the Supreme Court.

Figure-1: Organisational Core Structure of Anti Corruption Commission

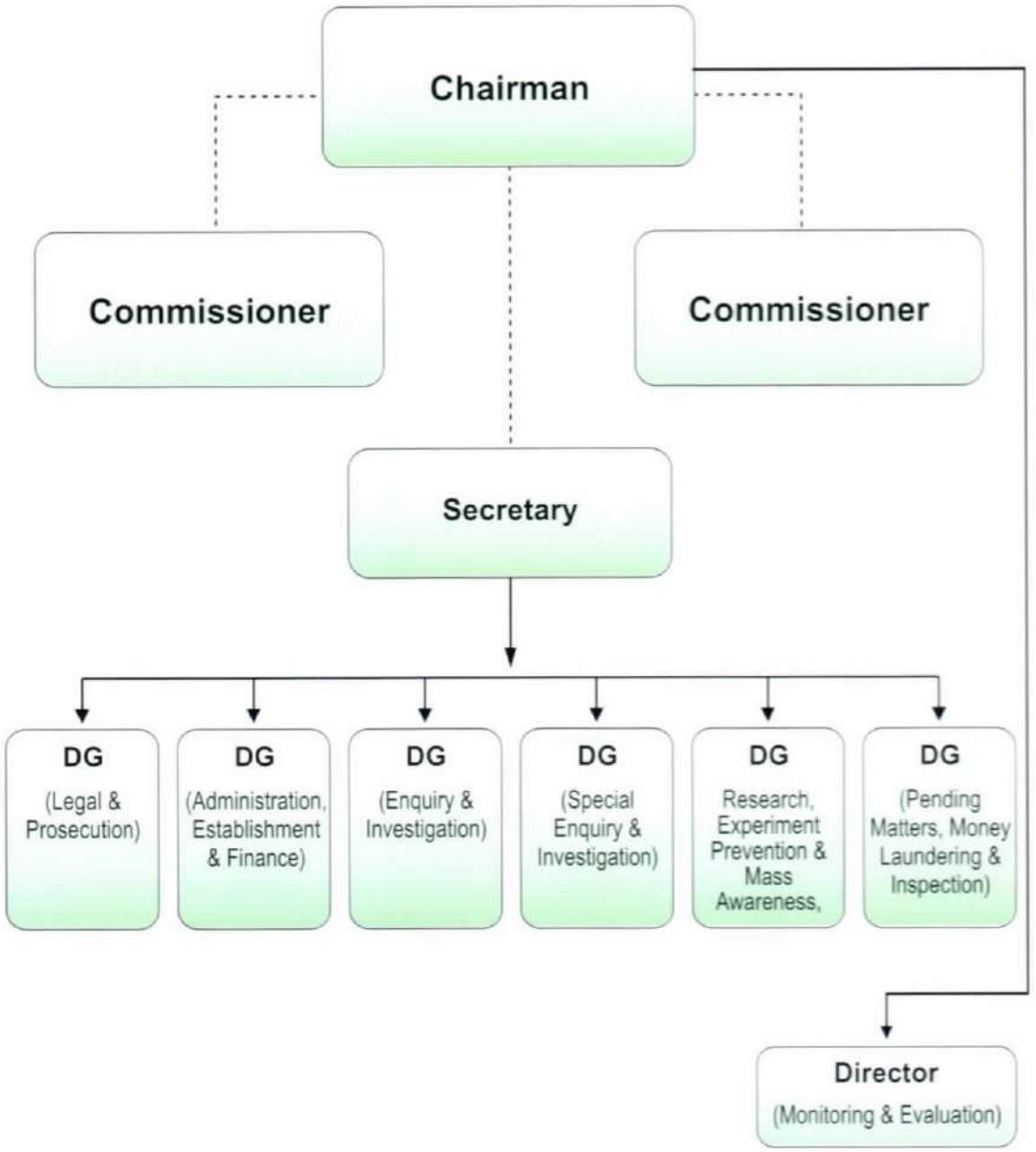

Figure-2: Organisational Structure of ACC's Field Offices

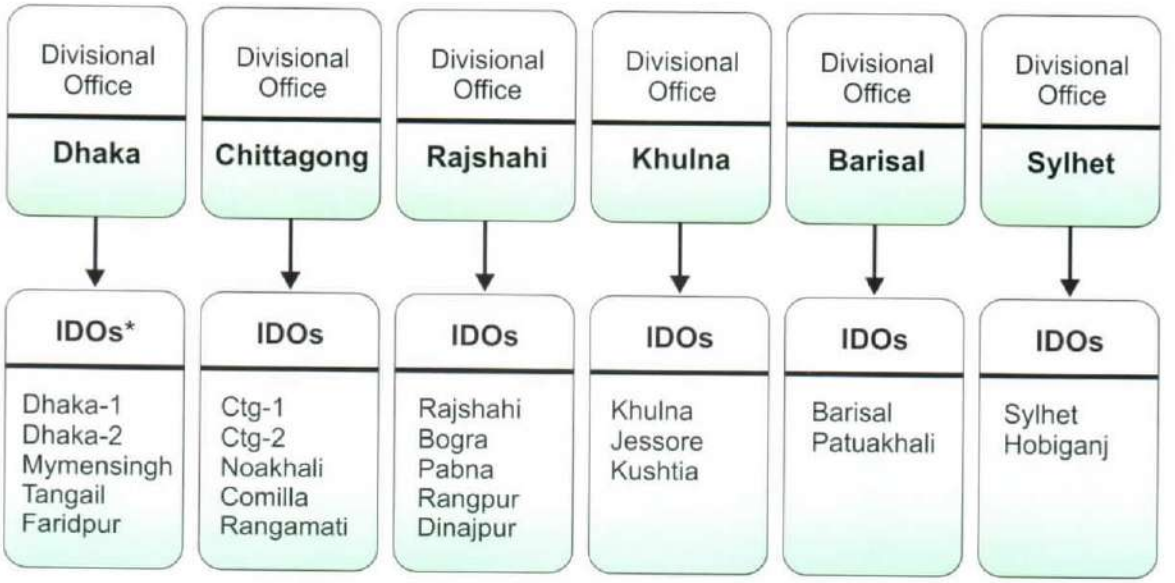

*IDOs : Integrated District Offices

IDOs include respective Districts of the country:

Dhaka-1	: Dhaka Metropolitan Area and Dhaka District
Dhaka-2	: Gazipur, Narayanganj, Narsingdi, Manikganj and Munshiganj District
Mymensingh	: Mymensingh, Netrokona and Kishoreganj District
Tangail	: Tangail, Jamalpur and Sherpur District
Faridpur	: Faridpur, Rajbari, Gopalganj, Shariatpur and Madaripur District
Chittagong-1	: Chittagong Metropolitan Area
Chittagong-2	: Thanas other than Chittagong Metropolitan Area, Cox's Bazar and Bandarban Hill District
Noakhali	: Noakhali, Feni and Laksmipur District
Comilla	: Comilla, Brahminbaria and Chandpur District
Rangamati	: Rangamati and Khagrachari Hill District
Rajshahi	: Rajshahi, Naogaon and Chapainawabganj District
Bogra	: Bogra and Jaipurhat District
Pabna	: Pabna and Sirajganj District
Rangpur	: Rangpur, Gaibanda, Kurigram and Lalmonirhat District
Dinajpur	: Dinajpur, Thakurgaon, Nilphamari and Panchagar District
Khulna	: Khulna, Satkhira and Bagerhat District
Jessore	: Jessore, Narail, Jhinaidah and Magura District
Kushtia	: Kushtia, Meherpur and Chuadanga District
Barisal	: Barisal, Pirojpur, Jhalokathi and Bhola District
Patuakhali	: Patuakhali and Barguna District
Sylhet	: Sylhet and Sunamganj District
Hobiganj	: Hobiganj and Moulavibazaar District

1.2.7 Functions of the Commission

The Commission derives its mandate from the provisions of the ACC Act, 2004. The ACC is an independent and statutory body established for preventing and combating corruption in Bangladesh.

The functions of the Commission are:

1. Conducting enquiry and investigation into the scheduled offences of the ACC Act on any allegations of corruption on own initiative or upon an application lodged by an aggrieved person;
2. Approval to institute cases (FIR) and sanction to submit Charge Sheets/ Final Report on the basis of enquiry and investigation;
3. Conducting enquiry/ investigation and lodging cases according to the Money Laundering Prevention Act (MLPA), 2012 and its amendments on money laundering issues;
4. Recommending to the Honourable President about the following issues:
   - Reviewing recognized systems under any Act for prevention of corruption;
   - Preparing research plan for effective implementation of corruption prevention;
   - Determining a 'to-do-list' on the basis of research findings; and
   - Identifying the sources of corruption present in Bangladesh in the context of socio-economic conditions and taking pertinent measures accordingly.
5. Promoting integrity to prevent corruption, building mass awareness against corruption, and organizing seminars, symposium, workshops etc. on issues within the jurisdiction of Commission's functions; and
6. Performing any other duties imposed upon Commission under the Acts and laws to combat corruption.

1.2.8 Legislation and powers

The Anti-Corruption Commission Act, 2004 sets out its functions, powers and governance structure. Other relevant legislations include:

1. The Penal Code, 1860
2. The Code of Criminal Procedure, 1898
3. The Prevention of Corruption Act,1947
4. The Criminal Law Amendment Act, 1958
5. The Money Laundering Prevention Act,2012 and its amendments

1.2.9 Special Powers of ACC in Enquiry and Investigation

1. Issue notices to witness, ensure their physical presence and interrogate them;
2. Search out and present the relevant document
3. Examine the witness ;
4. Call for public records or its certified copies from any court;
5. Issue notices to witness for examination of documents; and
6. Require any other matter to carry out the purposes of this Act.

According to Section 19 of the ACC Act, 2004, "Any person obstructing an official legally empowered by the Commission in the exercise of his powers under this sub-section (1) or any person deliberately violating any order given under that sub-section commits a punishable offence is liable to a term of imprisonment of not more than three (3) years or a fine or both."

1.2.10 ACC's Basic Efforts

The basic objective of the ACC is preventing corruption and other practices related to corruption. To achieve this objective, the ACC carries out its mandated tasks and procedures as stated below:

1. Conducting enquiry, investigation and other legal operations firmly and relentlessly so that the offenders involved in corruptions can hardly enjoy complacency;
2. Carrying out educational and awareness raising programmes for preventing and combating corruption concurrently initiating enquiry and other legal measures to identify the corruption-prone sectors; and
3. Implementing effective and comprehensive punitive and preventive measures.

The Commission lays emphasis alike on both punitive and preventive measures against corruption. Prevention, as the Commission holds the view, cannot be perpetrated without interventions for combating corruption. Conversely combating corruption can hardly be possible without going for preventive campaign. Both the actions stand complementary to each other.

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

Chapter 2

Punitive Actions against Corruption

Introduction
Enquiry
Investigation
Enquiries and Investigations on Institutional Corruption
Remarkable Enquiries & Investigations on Corruption
Prosecution

Table-1: Number of Complaints Received in 2015

Sources of Received Complaints	Number of the Received Complaints			Number of Complaints Undertaken for Enquiry			Number of Complaints Filed	Referred to Respective Authorities for Necessary Actions
	Scheduled	Non-scheduled	Total	Asset Related	Others	Total		
Directly Received by the Commission (Head Office)								
General Public	7912	292	8709	99	533	632	7933	144
Different Government Bodies	28	-						
Different Private Offices	236	04						
Newspapers	126	-						
From Court	111	-						
Others	-	-						
Complaints Received by Field Level Offices								
Name of the Offices	**Scheduled**	**Received from Court**	**Total**	**Asset related**	**Others**	**Total**		
Dhaka Divisional Office	376	17	1706	34	574	608	1037	21
Rajshahi Divisional Office	240	152						
Khulna Divisional Office	179	31						
Chittagong Divisional Office	302	86						
Barisal Divisional Office	44	102						
Sylhet Divisional Office	139	38						

2.2 Enquiry

2.2.1 Legal Basis of Enquiries

Conducting enquiries into the specific complaints against alleged commission of scheduled offences is the major statutory function of the Commission as mandated under Section 17(a) of the ACC Act, 2004. Outputs of enquiries are the primary elements to be used for prosecuting corruption and related offences. Sections 19 and 20 of the ACC Act, 2004 confer special powers upon the Commission to conduct enquiries. The ACC carries out enquiries and related activities through three Wings dubbed as (1)Enquiry & Investigation Wing (2) Special Enquiry &Investigation Wing and (3) Pending Matters, Money Laundering and Inspection Wing.

Section 35(1) of the ACC Act, 2004, stipulates that the Bureau of Anti-Corruption stands dissolved from the date the Commission is constituted under section 3. After the Act being repealed and the Bureau dissolved, the investigations, enquiries or pending approvals came under the Commission's purview to be executed by "Pending Matters, Money Laundering & Inspections Wing" under section 38(3) of the ACC Act, 2004.

The branches of the Commission under "Enquiry &Investigation Wing" and "Pending Matters, Money Laundering and Inspection Wing" supervise the enquiries and related activities of the six divisional and 22 integrated district offices. The "Special Enquiry & Investigation Wing" of the Commission looks after the specialized assignments for enquiry. The functions of the Wing include holding enquiries into financial and commercial matters, institutional corruption, trapping the offenders directly associated with corruptions and conducting other specialized operations. The functions of the "Pending Matters, Money Laundering and Inspection Wing" are to enquire and investigate into the pending issues of the defunct BAC and also into the issues and allegations related to money laundering, in accordance with the relevant provisions of the Money Laundering Act.

2.2.2 Statistics on ACC's Enquiry Operations

Though overwhelmed with huge volume of enquiries on pending since preceding years, the Commission undertook efforts to crush into resolving them simultaneously with the current ones. The total number of enquiries including the enquiries of the previous years was 7496 in 2015. The Commission has successfully resolved 4093. Based on successful completion of enquiries, the Commission instituted 527 cases (FIR). The rest of the completed enquiries have been preserved for record. The Figure-3 presented below reveals a comparative picture of enquiries completed and cases instituted (FIR) during 2015.

Figure-3: Comparison between completion of enquiries and cases lodged thereon as FIR in 2015.

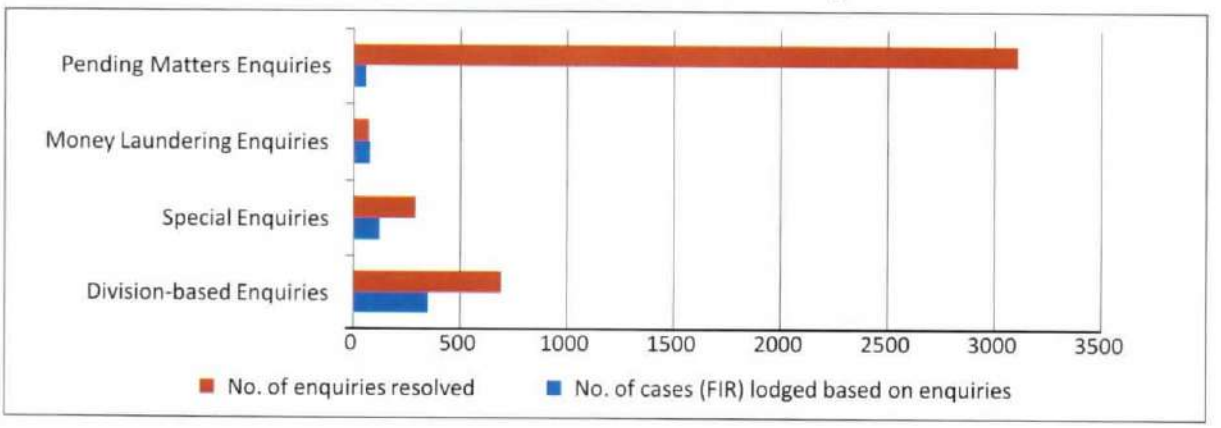

2.2.3 Division-based Enquiries

The total number of enquiries including those of the previous years too rose to 3041. The Commission disposed off 693 enquiries in 2015, which led the Commission to lodge 349 cases (FIR) in the same period. Table 2 details the statistics relating to the ACC's division-wise performance with regard to enquiries held in 2015.

Table- 2 : Division-wise performance of enquiries in 2015

Description	Dhaka	Chittagong	Rajshahi	Khulna	Sylhet	Barisal	Total
Total no. of enquiries including the enquiries of the previous years	918	615	773	265	172	298	3041
No. of enquiries resolved	290	111	148	77	35	32	693
No. of cases (FIR) lodged based on enquiries	138	94	71	27	11	08	349
No. of enquiries filed for record	209	82	77	50	24	24	466

*In some cases, multiple FIRs were lodged from one file containing only one enquiry.

2.2.4 Special Enquiries

The total number of special enquiries including the enquiries of the previous years stood to 1093. The Commission resolved 292 enquiries in 2015, which led the Commission to lodge 122 cases (FIR) in the same year. The Table- 3 details the statistics of ACC's performance in regard to special enquiries held in 2015.

Table- 3 : ACC's performance in special enquiries in 2015.

Description	Number
Total no. of enquiries including the pending enquiries of the previous years	1093
No. of enquiries resolved	292
No. of cases (FIR) lodged based on enquiries	122
No. of enquiries filed for record	225

*In some cases, multiple FIRs were lodged from one file containing only one enquiry.

2.2.5 Money Laundering Enquiries

The total number of enquiries on money laundering and the enquiries of the previous years, taken together, were 262.The Commission resolved 72 enquiries in 2015, which led the Commission to lodge 76 cases (FIRs) in the same year. Table-4 details the statistics relating to the ACC's performance on enquires into money laundering cases.

Table- 4: ACC's performance on enquires into money laundering cases in 2015

Description	Number
Total no. of enquiries including the pending enquiries of the previous years	262
No. of enquiries resolved in 2015	72
No. of cases (FIR) lodged based on enquiries in 2015	76
No. of enquiries filed for record in 2015	51

***In some cases, multiple FIRs were lodged from one file containing only one enquiry.

2.2.6 Enquiries on Pending Matters

The "Pending Matters, Money Laundering & Inspection Wing "of ACC prepared a list of pending matters of the defunct BAC since it ceased to exist. The total number of enquiries including the pending enquiries of the preceding years was 3362. The Commission resolved 3108 enquiries in 2015, which led the Commission to lodge 56 cases (FIRs) during the same period.

Table-5: ACC's performance in completion of pending enquires in 2015

Description	Number
Total no. of enquiries including the pending enquiries of the previous years	3362
No. of enquiries resolved	3108
No. of cases (FIR) lodged based on enquiries	56
No. of enquiries filed for record	3052

The Table-5 puts on view that based on enquiries completed, the number of cases (FIRs) instituted appears by far lesser than that of enquiries resolved. The main reasons may be ascribed to non-availability of supporting documents needed to lodge the cases, authenticity of allegations, lack of witness, insufficient support from the complainant, death of alleged or related persons, etc. Moreover, it transpired that many of the evidences had been destroyed under official process which could have great importance and credibility to prove the accusations.

2.3 Investigation

2.3.1 Legal Basis of Investigation

Conducting the investigations of the corruption related offences is the principal statutory function of the Commission under Section 17(a) of the ACC Act, 2004. The outputs of the investigation are the basic ingredients for prosecuting the corruption related offences. The Sections 19 and 20 of the ACC Act, 2004 confers special power upon the Commission in respect of investigation. In that regard, the Commission conducts the investigative operations under three Wings. They are "Enquiry & Investigation Wing", "Special Enquiry & Investigation Wing", and "Pending Matters, Money Laundering & Inspection Wing" which are assigned to look after the Commission's activities concerning enquiries and investigations.

The branches and the sections of "Enquiry & Investigation Wing", and "Pending Matters, Money Laundering & Inspection Wing" supervise field-level activities associated with investigations conducted by 6 Divisional Offices and 22 Integrated District Offices. Besides, these wings investigate the cases lodged by different stakeholders and received from numerous sources. The specialized assignments for investigation are looked after by the "Special Enquiry &Investigation Wing" of the Commission.

2.3.2 Statistics on ACC's Investigations

The Commission grapples with a huge number of unresolved investigations inherited from the previous years. The total number of investigations including the investigations of the previous years was 4553. The Commission has successfully resolved 1281. Based on these completed investigations the Commission has submitted 614 charge-sheets. Figure-4 shows the number of investigations completed and charge-sheets submitted.

Figure-4: The number of completed investigations and charge-sheets submitted in 2015

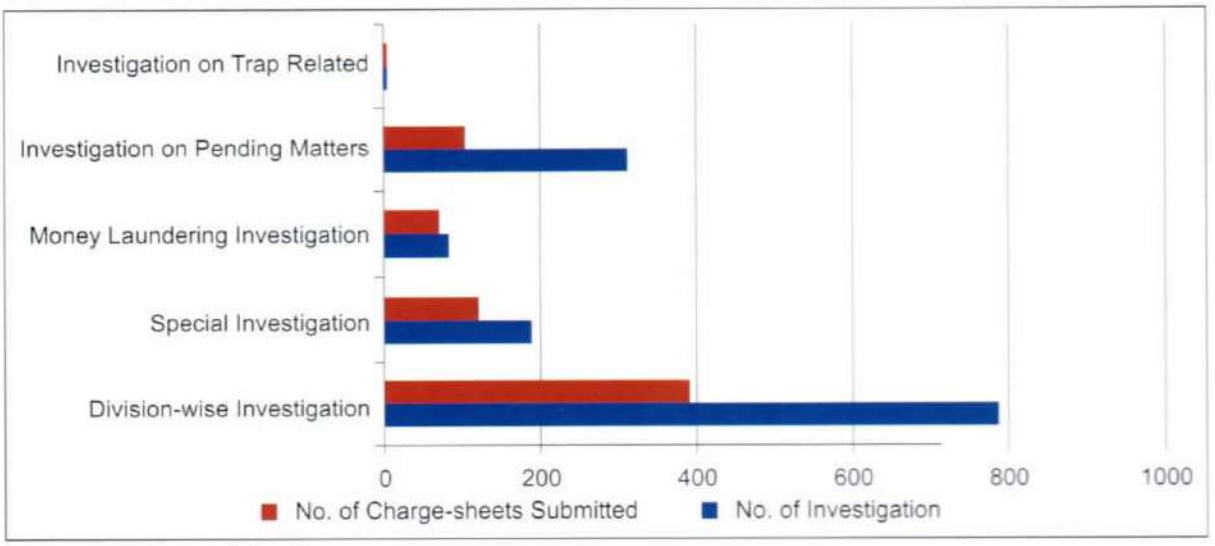

2.3.3 Division-wise Investigation

The total number of investigation including the investigations of the previous years were 3509. The Commission completed 784 investigations out of 3509 in 2015. Based on these completed investigations, the Commission submitted 389 charge-sheets in 2015. Table-6 provides the statistics of the division-wise performance regarding investigations and charge-sheets submitted in 2015.

Table-6: ACC's division-based investigative operations in 2015

Description	Dhaka	Chittagong	Rajshahi	Khulna	Sylhet	Barisal	Total
Total no. of investigations including the pending investigations of the previous years	1271	574	718	404	303	239	3509
No. of investigations resolved	334	112	141	84	52	61	784
No. of charge-sheets submitted	139	56	93	46	21	34	389
No. of final reports submitted	195	56	48	38	31	27	395

2.3.4 Special Investigation

The total number of investigations including those of the previous years was 443. The Commission completed 186 investigations out of 443 in 2015. Based on these completed investigations the Commission submitted 121 charge-sheets in the same year. Table-7 provides the statistics of the completed special investigations and charge-sheets submitted in 2015.

Table-7: Statistics of special investigation of the ACC in 2015

Description	Number
Total no. of investigations including the pending investigations of the previous years	443
No. of investigations resolved	186
No. of charge-sheets submitted	121
No. of final reports submitted	65

2.3.5 Money Laundering Investigation

The total number of investigations including those of the previous years were 206.The Commission completed 82 investigations out of 206 in 2015. Based on the completed investigations the Commission submitted 69 charge-sheets in the same year. Table-8 provides the statistics of the completed special investigations and charge-sheets submitted in 2015.

Table-8: Statistics of the investigations on money laundering in 2015.

Description	Number
Total no. of investigations including the investigations of the previous year	206
No. of investigations resolved	82
No. of charge-sheets submitted	69
No. of final reports submitted	13

2.3.6 Investigations of Pending Matters & Inspection Wing

The Commission concluded 311 pending investigations out of 601 and submitted 104 charge-sheets in 2015. Table-9 exhibits the Commission's performance in resolving pending investigations in 2015.

Table-9: Statistics of investigations on pending cases in 2015

Description	Number
Total no. of investigations including the pending investigations of the previous years	601
No. of investigations resolved	311
No. of charge-sheets submitted	104
No. of final reports submitted	207

2.3.7 Trap Related Issues

The Commission devises necessary steps to trap and get hold of the people red-handed who are involved in the corruption related offences set out in the Schedule of ACC's Act. Prior to paying the bribe, if anybody informs the officer concerned of the ACC Head Office or nearest ACC office about any government official/ employee or elected or nominated public representative claiming bribe for any work. The Commission arranges to trap the bribe-taker red-handed. The objective of these drives is to prevent corruption down to its source in the country. Table-10 highlights the Commission's performance in dealing with investigations of trap cases in 2015.

Table-10: ACC's performance in dealing with investigations of trap cases in 2015

Description	Number
Unresolved investigations from the previous year	04
No. of investigations undertaken in the year	04
Total no. of investigations	08
No. of investigations resolved	04
No. of charge-sheets submitted	04
No. of final reports submitted	-

2.4 Enquiries and Investigations on Institutional Corruption

2.4.1 Background of Enquiries and Investigations on Institutional Corruption

In order to make the public service providing organizations dynamic and pro-people, the government has to combat and prevent different irregularities, practices of taking bribes and corruption within these organizations. Corruption usually gets multiplied across different public offices due to unusual delay in discharging duties.

The ACC believes that in order to eliminate corruption from the public administration, little changes had been initiated since independence of the country. Now the high officials of different ministries and divisions are taking strict measures than before against their subordinate officials and employees to examine the complaints of corruption or administrative irregularities.

Given with series of recommendations gained from events on held at Upazila, district and metropolitan levels, the Commission has undertaken a good number of programmes. Institutional corruption prevention initiatives are also adopted in different ministries, divisions, departments and directorates to arrest the trend of corruption. In the first phase, the "Exchange of Views" on prevention of corruption was organized in different ministries, divisions and offices under different ministries. Senior officials of the ministries, divisions and heads of departments, were provided with the opportunity to vent their opinions.

According to the ACC Act, 2004, the Commission reserves any rights to take necessary actions to prevent corruption. Since 2008, the ACC has been conducting its enquiries and investigations on institutional corruption in the country. The Commission constituted several teams with skilled officials to combat and prevent corruption on the basis of complaints lodged by the service receivers of the public bodies. The ACC officials were directed to discharge their duties within specific Terms of Reference (ToR). The major responsibilities assigned to the institutional teams are to identify the reasons triggering corruptions and report to the authority accordingly so as to make the service delivery better and help initiate legal actions against the offences related to corruption. Such institutional teams were, however, replaced by newly constituted teams in 2015.

2.4.2 Statistics of Enquiries on Institutional Corruption undertaken by ACC

The teams formed by the ACC enquired into 84 complaints including the like of the previous years. Of those 84 complaints, 05 were resolved by instituting specific cases (FIRs) and 19 by assigning for records. Table-11 provides the statistics of enquiries conducted on institutional corruption in 2015.

Table-11: Statistics of institution specific teams in conducting enquiries on institutional corruption in 2015.

Description	Number
Total no. of enquiries including the pending of the Previous year	84
No. of enquiries resolved	24
No. of cases (FIR) lodged based on enquiries	05
No. of enquiries filed for record	19

2.4.3 Statistics of Investigations on Institutional Corruption Undertaken by the ACC

The Commission undertook 05 investigations on institutional corruption in 2015 along with 39 unresolved investigations brought down from the previous year. Out of total 44 Investigations, the Commission finished 21 which led the Commission to submit 06 charge-sheets in the same year. Table-12 details the statistics of investigations on institutional corruption undertaken by the ACC in 2015.

Table-12: Statistics of investigations on institutional corruption undertaken by the ACC in 2015

Description	Number
Unresolved investigations from the previous year	39
No. of investigations undertaken in the year	05
Total no. of investigations	44
No. of investigations resolved	21
No. of charge-sheets submitted	06
No. of final reports submitted	15

2.5 Remarkable Enquiries & Investigations on Corruption

Case Study-01

A Brief on BASIC Bank Loan Scam Enquiry

1. Sources of allegations

A whistle blower sent allegations on paper to the ACC by post mail. Paper clipping was another source of the allegations. Later, Bangladesh Bank sent audit reports on the same allegations to the ACC for taking necessary action.

2. Formation of enquiry team

A four-member team was formed on 14 August 2014 to enquire into these allegations. The team had to undertake series of activities to complete and conclude the enquiry.

3. Actions taken during enquiry period

During the enquiry period, the team put persistent efforts to find out whether the allegations were true.

The team for the purpose collected a good number of records/documents from Bangladesh Bank, BASIC Bank Limited, Head Office, Gulshan Branch, Dilkusha Branch, Santinagar Branch, Main Branch and from some other offices. The team analyzed the collected records/information. According to the analysis, the team interrogated/examined minimum 100 people involved in the alleged offence(s) and recorded their statements. The team visited concerned offices of BASIC Bank Limited to learn more about the facts. During the primary enquiry, the team collected intelligence reports from various departments including Bangladesh Bank. But for being on primary enquiry, the team could not seize any document from anywhere.

4. Findings

The enquiry team found that the bankers and the company owners of the aforesaid banks jointly built up a syndicate to grab the bank money by embezzlement. The team found that most of the company owners used to apply for different types of loan facilities like Term Loan, Cash Credit (Hypo), Loan against Trust Receipt (LTR), Letter of Credit (LC) etc. During the enquiry, the team found that most of the documents/papers the borrowers submitted to the bank, were fake and forged. Even in most cases, the mortgage deeds were also fake or over valued. But the team unearthed that the bankers concerned had not applied utmost diligence to verify those documents/records properly. The borrowers, as the team discovered, were so influential that they had managed even the Head Office to forward their loan applications without raising any queries, whatsoever. It evidently reveals that in a fashion of iniquitous collaboration with the dishonestly avaricious officials of the branches and head offices, the borrowers could smoothly secure sanctions and disbursements of the desired loans. It appears that in most cases, the bankers grossly flouted their credit policies and other important circulars of the bank in the manners of loan disbursement. They did not enforce the stipulated conditions of the letter of formal sanction. In most cases, the team came across to learn and watch that the borrowers did not make proper utilization of loan amount. It seems that they received the loan for good with no concern to refund it at all in the future. However, the ultimate beneficiaries of the facilities were the company owners. The scam involves

total principal amount of approximately BDT 3,500 crores (35,000 million). But eventually, the Commission's enquiry team could complete the enquiry and lodged FIRs against 56 borrowers where total embezzlement amounted to BDT 2036 crore (20,360 million). But over the time the amount rose to BDT 2590 crores (25,900 million) including the interest money accrued till filing of the FIRs.

5. Result of Enquiries

Finally, the team prepared enquiry reports recommending to lodge 56 separate First Information Reports (FIRs) against 120 alleged persons (Borrower 82, Banker 27 and Surveyor 11). Then being satisfied with the recommendations, the Commission sanctioned to lodge 56 FIRs. Accordingly the team lodged 56 FIRs with the Police Stations concerned. The first phase of assignment of the team is as such concluded.

6. Investigation of BASIC Bank cases

The ACC appointed 7 investigating officers (I/Os) to investigate the cases. During investigation, the I/Os seized records, arrested the alleged offenders, examined them, interrogated the witnesses, visited the places of occurrence and performed other tasks deemed necessary for proper investigation of the cases. The I/Os have already arrested 6 BASIC Bank officials including 2 Deputy Managing Directors, 2 General Manger and 4 borrowers. Out of them, 1 borrower has given confessional statement to the Magistrate. The other arrestees have given out important information about the cases in interrogation and the I/Os have analyzed those information in relation to seized records. The I/Os have kept constant pursuit of the money embezzled and traced into the final destination and ultimate beneficiary of the staggering sum of the 'plundered' money. In some cases, they have already mapped out some destinations and beneficiaries. The I/Os found that in most cases, the borrowers already transferred the funds to the suspicious accounts of other banks immediately after disbursement of the sanctioned loans by the BASIC Bank authority and withdrew the funds in cash from those accounts. The I/Os are taking all possible efforts to find out actually who are the fake account holders. For the purpose, they are collecting records and evidences from the banks concerned, and quizzing the introducers and the officers of the branches of the bank where those fake accounts had been opened.

Case Study-02

Motijheel Police Station (DMP) Case No-7, Date: 09-02-2015

In mischievous collaboration with Mr. Abu Saleh Mohammad Abdul Mazed, the Manager of Arab Bangladesh Bank Ltd., Motijheel Branch, Dhaka; Mr. A L M Badiuzzaman, the Manager of Arab Bangladesh Bank Ltd., Mohakhali Branch, Dhaka and Mr. Khandakar Mehmud Alam Nadim, the proprietor of one Thread and Accessories Industries and Bushra Associates opened an account with Mohakhali Branch- the account holder was named as Bushra Associates, and with Motijheel Branch- the account holder named as One Thread and Accessories Industrie. Later, for furthering their common and criminal intent of misappropriation they took to fraudulent means. They intentionally violated existing relevant banking rules, made clear abuse of power and flatly used fake records. Without obtaining any permission from the proper authority margin up to 1.2% instead of 20% was allowed by them. One enterprise was shown as buyer and the other as supplier under same ownership. They opened 11 Letter of Credits (L/Cs), submitted bills, gave acceptance and prepared Inland Bill Purchased (IBP) vouchers against them and finally misappropriated BDT 3,88,78,000. Analyzing the documents related to L/C activities, it was found that the then branch manager A L M Badiuzzaman and Principal Officer Md. Faruque Ahmed Bhuyan opened L/Cs without releasing liability voucher in favour of the company/enterprise according to banking norms, and without collecting CIB report, without giving entry in the L/C register, without taking L/C commission, even only on 1.2% margin, in violation of circular no 14/2001 and 10/2006 of the bank. Analyzing the shipping documents it was also found that truck no. 9406 delivered 20,000 KG to 30,000 KG cotton in every challan of 11 L/Cs which is impracticable by a single truck. Though a factory under Sonargaon area was mentioned as cotton yarn delivery point in the L/C copy, it was not mentioned in delivery challan/truck receipt and in commercial invoice. Rather it revealed from the documents that the cotton was supposed to be delivered from House No 19, Road No 55, Gulshan-2 to House No 19, Road No 55, Flat C-3, Gulshan-2.

Despite the aforesaid ingredients of accommodation bills being apparently noticeable, Mr. Mazed, the then Manager of Motijheel Branch, forwarded the bill documents/shipping documents to Mohakhali Branch for acceptance. Later the Mohakhali branch officials accorded acceptance on fake documents, and based on that Motijheel branch officials transferred the bill value of BDT 5,46,00,000 from IBP account to the account of "One Thread and Accessories Industry" that has actually been withdrawn by Mr. Nadim. Though accommodation bill is totally prohibited by bank circular, by misusing the power and only for the sake of mutual benefits Mr. Nadim, Mr. Mazed, Mr.Badiuzzaman and Mr.Faruque jointly misappropriated BDT 5,46,00,000 of IBP sector by drawing it. All these transactions were done without scrutinizing the genuineness of papers/documents provided against accommodation bills, without collecting any information about the supply of goods, the existence of factory and business activities of the clients. Later, with a foul intent to conceal the matters from auditors' observations, Mr.Abu Saleh Mohammad Abdul Mazed, the Manager of Arab Bangladesh Bank Ltd., Motijheel Branch, Dhaka adjusted the liability by debiting some other accounts of the branch violating banking rules and by misusing of his power. He afterwards, reversed the incident and created the liability of BDT 4, 60, 00,000. Finally, by depositing BDT 81,12,000 into the clients' account, the liability has been reduced to BDT 3,78,88,000. But the due amount including the interest accrued till the submission of charge sheet, rose to BDT 8,97,00,000.

Mr. Mohammad Jaynal Abedin, Deputy Assistant Director investigated into the case and submitted the charge sheet to the learned court. Now the case is awaiting trial.

Case study-03

Reference: Rama (DMP) PS Case no-43 Dated 19/10/2009

Section: Section 4 of Money Laundering Prevention Act, 2009

Complaint

Indian Citizen Mr. Abdul Zabbar Patel used to deal in Money Laundering (Hundi). Ramna Police arrested him on 18 March 2009 while he was illegally carrying a package of cash currency amounting to BDT 21, 80,000. In referring to this incident one GD no. 1313 was lodged with Ramna Police Station (PS) on the same day and he was dispatched to the Court. The Police Department requested ACC to take necessary legal actions against the alleged offender- Mr. Patel. Accordingly the Commission took up the case for further legal action.

Background of the case

The alleged offender Mr. Abdul Zabbar Patel, a currency smuggler, was arrested by the police of Ramna PS on 18 March 2009 while he was carrying smuggled cash of BDT 21,80,000/-. At the time of arrest, he confessed that he was a currency smuggler and the money recovered from him was derived from smuggling. The police searched out his body and found a forged Bangladeshi National ID card where his permanent address was mentioned "Love Lane, Chittagong". The Police lodged GD no 1313 on 18 March 2009 and arrested him under section 54 of Cr. PC and sent him to the Court. There after the GD was forwarded to ACC for further legal action. On 24 May 2009 the Commission appointed Mr. Sk. Md. Fanafillah, Deputy Director, as the Enquiry Officer (E.O.). On concluding the enquiry, he submitted the enquiry report on 02 July 2009 with recommendation to file a criminal case against Mr. Patel. The Commission approved the recommendation of the E.O. and the Ramna PS case no. 43 of 2009 was lodged.

Investigation

Mr. Sk. Md. Fanafillah was also appointed as investigating officer of the case on 17 November 2009. During investigation, he visited the place of occurrence, collected all relevant documents/evidences, examined 10 witnesses and recorded their statements. Necessary and relevant evidences were collected from Bangladesh Bank, Chittagong City Corporation and Election Commission Secretariat, Bangladesh. The investigation officer submitted his report on 31 Decemember 2009 and suggested for submitting charge sheet against the accused.

Findings of Investigation

Indian citizen Mr. Abdul Zabbar Patel was engaged in Hundi business in Bangladesh. Police recovered BDT 21, 80,000/- from him, which was illegally earned money. Moreover, he was engaged in cheating and forgery. The recovered National ID from him was found fake. The investigation officer suggested submission of charge sheet against him under section 4 of MLPA, 2009 and 420 of Penal Code. The ACC awarded sanction for prosecution (vide memo no 3581 ~~on~~ dated 28/2/2010. The investigating officer submitted (Ramna PS) charge sheet no. 103 on 07/3/2010 in the learned Court.

Trial

The learned Special Judge of the Special Judge Court no. 2 of Dhaka framed charges against the accused on 23/11/2011 and concluded the trial pronouncing Judgment on 23/2/2015.

Judgment

The accused Mr. Abdul Zabbar Patel was convicted and was sentenced to 10 years of rigorous imprisonment and fine of BDT 43,60,000/- was also imposed for committing the offences under section 420 of Penal Code and section 4(2) of MLPA,2009. The currency in cash recovered from him, amounting to BDT 21, 80,000/- was confiscated in favor of the State.

Case Study-04

After holding primary enquiry, the ACC ordered to submit a statement of assets and liabilities of Mr A K M Shafiqul Ashan and his dependents. In compliance with the order, Mr. A K M Shafiqul Ashan submitted the Statement of assets and liabilities of his own and his dependents. Afterwards, the ACC conducted an enquiry into the Statements. After examination of assets and liability Statements, it is found that the alleged delinquent A K M Shafiqul Ashan concealed property amounting to BDT 35,00,000 by furnishing false and baseless information to the ACC. It also revealed that the alleged offender A K M Shafiqul Ashan acquired and possessed properties worth BDT 1, 70, 12,683 by illegal means, which is beyond his known sources of income. Based on the findings, the Commission instituted a case (FIR) with Ramna Police Station against Mr. A K M Shafiqul Ashan under section 26 (2) and 27 (1) of Anti-Corruption Commission Act, 2004.

During the investigation, it was found that the alleged person has legal source of fund amounting to BDT 76,14,435. On the other hand, the accused Mr. A K M Shafiqul Ashan did not give out proper information regarding his land property in his statements submitted to the ACC. He also concealed his land property valued around BDT 35,00,000 in the submitted statements and provided false and baseless information to the ACC. It transpires that the value of movable and immovable property amount to BDT 2,46,27,118. On the contrary, the legal sources of the alleged offender is valued at BDT 76, 14,435. During the investigation, it is proved that the total property amounting to (2,46,27,118 - 76,14,435/-) BDT 1,70,12,683 was acquired and possessed by the accused Mr. A K M Shafiqul Ashan through illegal means, as it aparently goes disproportionate with his known sources of income.

Mr. S. M. M. Akhtar Hamid Bhuiyan, Deputy Director, ACC, enquired into the allegation and investigated the case . Eventually a charge sheet was submitted to the learned Court for conducting trial against the accused A K M Shafiqul Ashan under the section 26 (2) and 27 (1) of Anti-Corruption Commission Act, 2004. Now the case is awaiting trial.

2.6 Prosecution

2.6.1 Legal Basis of Prosecution Mandate

According to Section 17 (b) of the ACC Act, 2004, the Commission can lodge cases (FIR) and conduct cases on the basis of enquiry and investigation into the offences set out in the schedule. For treating as corruption offences, the schedule refers to the ACC Act, 2004; the Prevention of Corruption Act ,1947; the MLPA , 2015; Sections 161-169, 217, 218, 408, 409, 420, 462A, 462B, 466, 468, 469, 471A and 477A of the Penal Code, 1860; and Section 109 (abetment), Section 120B (conspiracy), and Section 511A (attempt) of the Penal Code, 1860, committed in the connection with any offence under sub-sections (a), (b),(c), (d) of this Section. Section 32 (a) of the ACC Act, 2004 confers the sole authority upon the Commission to approve lodging cases (FIR) against cognizable offences . Section 28 (1) of the ACC Act, 2004 stipulates that the trial of corruption related offences will be conducted by a Special Judge. According to Section 28 (2), the Criminal Law Amendment Act, 1958, with the exception of sub-sections 6 (5) and 6, shall be applicable to prosecutions and appeals of corruption cases. However, in case of any conflict between the Criminal Law Amendment Act, 1958 and the Anti- Corruption Commission Act, 2004 the latter shall prevail over the former (Section 28 (3) of the ACC Act).

The Legal and Prosecution Wing is responsible for supervising the matters related to legal prosecution and submitting the updates regarding proceedings of anti-corruption cases to the Commission. A Director General leads this Wing and Legal Prosecution are supervised separately by two Directors.

The ACC Act, 2004 allows the Commission to have its own prosecution unit consisting of the required number of prosecutors in order to conduct the cases before the Special Judge (Section 33 (a)). At present, the Commission appoints separate panel of lawyers on contractual basis to conduct corruption cases on behalf of the Commission in the Court of Special Judge and the Supreme Court of Bangladesh. A thirteen-member lawyers' panel, who are called 'Public Prosecutors', is working in the thirteen Courts of Special Judges of Dhaka. Besides, 60 lawyers are working in Dhaka Division, 35 lawyers in Chittagong, 50 lawyers in Rajshahi and Rangpur, 26 lawyers in Khulna, 19 lawyers in Barisal and 19 lawyers in Sylhet Division.

2.6.2 Criminal Cases Presented before Court

The Commission got 306 cases disposed of in the Courts of Special Judge, by December 2015, of which 188 (61%) cases were lodged by the Commission and the remaining 118 (39%) inherited from the defunct Bureau of Anti Corruption (BAC). Rates of convictions are 37% in cases lodged by ACC and 25% in the cases of the defunct BAC. Table-13 provides statistics of trials of corruption related cases in the Special Judge Courts at the end of December, 2015.

Table-13: Statistics of trials of corruption related cases in the Courts of Special Judge at the end of December, 2015

Description	ACC cases	Defunct BAC cases	Total
No. of cases under trial	3097	1080	4177
No. of cases on-going trial	2660	697	3357
No. of cases stayed	437	389	826
No. of cases disposed	188	118	306
No. of cases convicted	69	30	99
No. of cases acquitted	119	88	207

The Courts of Special Judge, Dhaka disposed of 90 corruption cases by the end of December 2015. Among the disposed of cases, cases lodged by ACC are 71% and remaining 29% belonged to the defunct BAC. During the same period, the Special Judge Courts outside Dhaka disposed of 216 cases. The scenario is nearly similar to Dhaka; disposal number of defunct BAC cases is 92(43%). Table-14 provides statistics on the disposal and conviction rates of corruption cases by Courts of Special Judge in Dhaka and outside Dhaka in 2015. Figure-5 demonstrates a comparison between Dhaka and outside Dhaka about conviction rates made in corruption related cases by Courts of Special Judge.

Table-14: Disposal and conviction rates of cases on offences related to corruption by the Court of Special Judge in Dhaka and outside Dhaka in 2015

Description		Number		
		ACC	BAC	Total
Dhaka	No. of cases disposed of	64	26	90
	No. of cases convicted	38	05	43
Outside Dhaka	No. of cases disposed of	124	92	216
	No. of cases convicted	31	25	56

Figure-5: Comparative scenario of convictions in cases on offences related to corruption in Dhaka and outside Dhaka in 2015

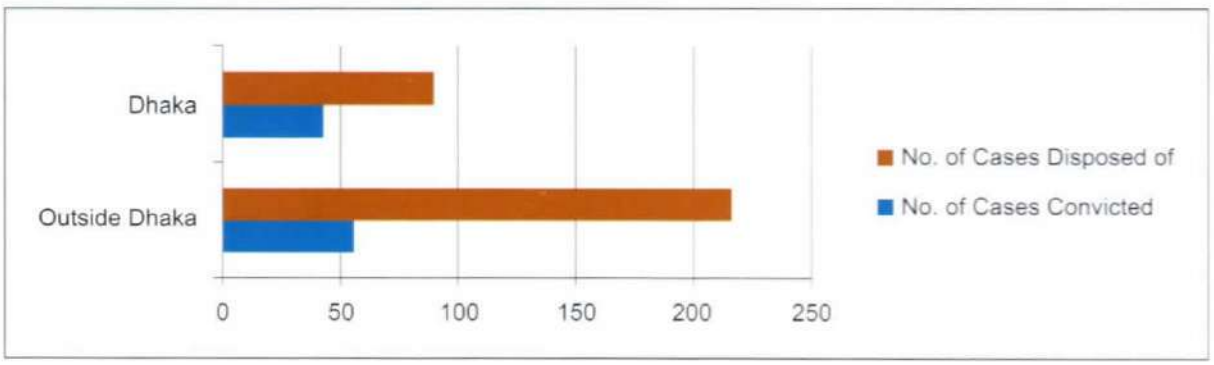

2.6.3 Conducting Cases in Higher Court

The Commission has appointed 58 lawyers to plead for the ACC's cases in the High Court Division and Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh. Among them, 11 are female lawyers. In addition, 05 lawyers have been appointed by the Commission as 'Advocate on Record' in the Appellate Division. Two advocates are working at the Supreme Court Cell to maintain coordination between the Supreme Court and the Commission. Table-15 provides statistics on initiatives for ACC's cases with the High Court Division of Supreme Court of Bangladesh.

Table-15: Statistics of criminal/ writ/ appeal cases with the High Court Division of Supreme Court

Description	2015			Stay Order Issued	Stay Order Vacated	Stay Order Remains
	Carried Over from Previous years	Submitted in 2015	Total			
No. of criminal cases	996	205	1201	448	230	218
No. of writs	1277	45	1322	434	308	173
No. of criminal appeal cases	223	71	294	97	42	50
No. of criminal revision cases	248	56	304	96	70	26

Chapter 3

Prevention of Corruption

Introduction

Anti-Corruption Outreach Programmes

Prevention of Corruption

3.1 Introduction

The Commission continued with the implementation of corruption prevention programmes by offering advisory services; building partnerships and coalitions against corruption to enhance integrity in the public service, raising awareness and promoting standards and best practices.

3.1.1 Legal Basis of Research, Experiment, Prevention and Mass Awareness Wing

Promotion of values of integrity to prevent corruption and taking measures to build mass awareness against corruption in the country are key mandates of the Commission. Six out of eleven functions of the ACC stipulated in Section 17 of the ACC Act, 2004 fall under the purview of corruption prevention. To turn these mandates into concrete actions, the Commission has constituted Corruption Prevention Committees at the upazila, district and metropolitan levels as well as 'Integrity Units' at educational institutions. The Commission organizes various events throughout the country and produces adequate reading materials and posters aiming at sensitizing the people against corruption.

3.1.2 Research, Experiment, Prevention and Mass Awareness Wing

The "Prevention, Research and Mass Awareness Wing" of ACC derives its mandate from section 17 of the Anti-Corruption Commission Act, 2004. This Act empowers the Wing to take necessary measures for prevention of corruption in both-the public and private sectors. The Wing fulfills this mandate in way of working with public and private sector organizations to design and implement programmes and interventions aimed at preventing corruption. It also reviews organizational procedures and work processes that are prone or conducive to corruption. The major focus of the programmes that are implemented by the Wing is on addressing problems with systems and the people at managing those systems. With an objective to make the people aware of the dire consequences emerging from corruptions, multiple programmes are also steered up through the corruption prevention committees and members of integrity units in both public and private sector organizations.

The core activities include:

- Developing policy frameworks for preventing corruption and improving service delivery.
- Building capacity of the Integrity Units and selected staff members of public and private sector institutions through training.
- Carrying out awareness programmes among the general public.
- Collaborating with institutions in addressing corruption issues.
- Assisting institutions to develop and implement anti-corruption plans.
- Reviewing organizational systems and procedures.
- Organizing Debate Competitions among students.
- Organizing rally, human chains
- Observing International Anti-Corruption day, Corruption Prevention Weeks etc.

All these interventions are being undertaken within the framework of the Anti-Corruption Act, 2004 and the National Integrity Strategy, 2012. This Wing also collaborates with civil society or other special interest groups who are involved in efforts to address corruption in both the public and private organizations.

There are numerous ways to prevent corruption. The major role of corruption prevention is to reduce opportunities for corruption in government departments and public bodies and advise private sector organizations on corruption prevention. This is a critical examination of the systems and procedures (policy, legislation, organizational procedures and instructions), involved in a defined area of activity within an organization. The purpose is to identify existing flaws and weaknesses in the system and to recommend methods for improvement.

3.1.3 Some Initiatives of "Research, Experiment, Prevention and Mass Awareness Wing" adopted in 2015

1. In order to promote civic engagement throughout the country at grass root level, Anti-Corruption Commission reconstituted the Corruption Prevention Committees (CPC) throughout the country. Prevention Wing reconstituted 9 CCPCs (City Corruption Prevention Committees), 62 District CPCs and 422 Upazila (Sub District) CPCs which are functioning well to institutionally strengthen social movement against corruption.
2. In order to promote values of 'INTEGRITY' among the youth of the country, ACC has formed 'Integrity Units' (Satata Sangha) at all educational institutions. About 21,744 Integrity Units are currently in full operation throughout the country.
3. In order to raise awareness among the students of this country the Wing arranges nationwide debate competition in secondary and higher secondary educational institutions.
4. The Wing organizes slogans and poster competitions for creating awareness among the people.
5. On the occasion of the Foundation Anniversary of the ACC, the Prevention Wing undertakes and executes various programmes to commemorate and celebrate the Day in a befitting manner.
6. The Wing organizes various programmes nationwide in order to observe the "International Anti - Corruption Day.
7. The Wing holds programmes to celebrate "Corruption Prevention Week" throughout the country from 26 March to 1 April 'each year.
8. The Wing selects the 'Best Upazila Corruption Prevention Committees' (CPC) and 'Best District Corruption Prevention Committees' at Divisional level of the country in recognizing their outstanding contribution in awareness building and fighting against corruption.
9. The Wing has been working to formulate the Strategic Plan, 2016-2021, for the Anti-Corruption Commission with the technical assistance of GIZ.
10. The Wing organizes seminars, workshops and public hearings on services of public offices located at different districts and Upazila (Sub-District) levels for ensuring transparency and accountability of the service delivery of the public offices.
11. The Wing publishes and prints out various posters from the Government Printing Press, disseminate to anti-corruption messages throughout the country.
12. The Wing prepared and published a "**Policy on Cartoon Competition on Prevention of Corruption**" in 2015 for the students of the educational institutions.
13. The Wing prepared and published a "**Manual for the Satata Shangha (Integrity Units)**" in 2015 for raising awareness among the students on prevention of corruption.
14. In 2015, the Wing, as requested for, prepared and sent to the Cabinet Division a "**Draft Rules to the whistle Blowers (Protection) Act, 2011**" with objective to preventing the corruption in the public offices.

15. The Wing with the financial and technical assistance from Department of Films and Publications (DFP) has made and have been telecasting through different channels, four short films for awakening the people about the corruptions that may lead to disastrous consequences.
16. The Wing in collaboration with GIZ, has been implementing a project named 'Justice Reform and Corruption Prevention' in five districts of the country with the Law and Justice Division of the Ministry of the Law, Justice and Parliamentary Affairs.

3.2 Anti-Corruption Outreach Programmes

3.2.1 Corruption Prevention Movement with Participatory support of Social Power

Corruption Prevention Committee (CPC):

With a view to building a National Social Movement with spontaneous participation of the people for prevention of corruption, series of anti-corruption programmes have been undertaken. With apparent objective to prevent corruption in all areas across the country, Corruption Prevention Committees have been constituted at the levels of Upazila, District and Metropolitan cities. Committees have so far been formed in 422 upazilas, 62 districts, one metropolitan city and 8 regional metropolitan cities of the country in 2015. According to the policies, the District and Metropolitan Corruption Prevention Committees are formed comprising not more than 13 members and Upazila Corruption Prevention Committees are formed consisting of members not exceeding 9. One-third of the Committee members should be women, wherever possible. One President, two Vice-Presidents and a General Secretary will be nominated from the members of the committee. All the members of the committee are nominated by the Commission and they are responsible to the Commission for maintaining liaison with Divisional Offices/ Integrated District Offices. An adult Bangladeshi citizen will be eligible to be nominated as a member of the committee for a specific jurisdiction. Any foreign national, elected public representative, public officials, activists of any political party, any insane or a person declared bankrupt by Court, loan defaulters, persons accused of any criminal offence or convicted by Court will not be considered 'qualified' to be a member of the Committee. In fact, the Corruption Prevention Committees are voluntary entities to be composed with honest and active people from a cross section of the society including teachers, religious leaders and former government officials.

The ACC spent considerable space of time in constituting and reconstituting the Corruption Prevention Committees in 9 metropolitan cities, 62 districts and 422 upazilas in 2015. Division-wise numbers of Corruption Prevention Committee (CPC) in upazila, district and metropolitan level are shown in Table-16.

Table-16: Division-wise Distribution of Corruption Prevention Committees in upazilas, districts and metropolitan cities

Name of Divisions	Upazila CPC	District CPC	Metropolitan CPC	Total CPC
Dhaka	106	16	08	130
Chittagong	89	10	01	100
Rajshahi and Rangpur	109	16	-	125
Khulna	50	10	-	60
Barisal	34	06	-	40
Sylhet	34	04	-	38

3.2.2 'Integrity Unit'- an Anti Corruption Platform for the Youth

To build a corruption free Bangladesh, promoting positive attitude and integrity against corruption in the mindset of present and future generations, is a key prerequisite. In addition to preventing the spread of corruption, the Commission has initiated different awareness raising programmes among the students of educational institutions to build up a corruption free society in future. The less corrupt countries of the world highly prefer awareness raising programmes in educational institutions. As learnt from the experiences of those countries, the ACC prefers to steer up its programmes also for developing a sense of integrity in the youths by way of institutionalizing their voice against corruption. To engender the impetus for Integrity, the Commission has formed 'Integrity Units' comprising the students of schools, colleges and madrasahs under direct supervision of Corruption Prevention Committees (CPC). An executive committee of each 'integrity unit' is comprised of 11 members.

These units work as associate bodies of Corruption Prevention Committees to reinforce the awareness raising drives of the ACC against corruption and promote integrity among the young generation. With the assistance of Corruption Prevention Committees, Integrity Units organize seminars, workshops, discussions, drama, debate and essay competition in different districts and towns, which are participated by school and college going students. The ACC distributed thousands of posters inscribed with "Honesty is the best policy" and "We shall not involve ourselves in corruption, nor tolerate it, nor accept it" among the members of Integrity Units. Every Integrity Unit helps students become more endeavoring to build sound moral character, develop education and health, and conserve climate and environment as part of anti-corruption initiatives. Exuberance of earnestness and enthusiasm seemed permeating the minds of the students in this regard.

The ACC gives out Crests, Testimonials and Awards among the winners of the aforesaid competitions. The "Prevention & Mass Awareness Wing" has been organizing different anti- corruption competitions in phases as part of student awareness building programmes in educational institutions across the country. Through these programmes the Commission will keep up its untiring efforts to forge up moral attitudes and ethical values in our future generation with special focus on the future leaders of the country. Division-wise numbers of 'Integrity Units' are shown in Table-17

Table-17: Division-wise statistics of Integrity Units

Name of Divisions	Number Integrity Units
Dhaka	5,380
Chittagong	3,652
Rajshahi and Rangpur	6,875
KHulna	2,977
Sylhet	1,514
Barisal	1,346
Total	21,744

3.2.3 Statistics on Prevention Activities Implemented by the ACC

The "Research, Experiment, Prevention & Mass Awareness Wing" of the Commission is responsible for undertaking and supervising prevention activities of the Commission. In addition, divisional and integrated district offices are actively engaged in corruption prevention programmes within the

geographic bounds of their respective administrative jurisdictions. Efforts to raise awareness against corruption are going on through different programmes like anti-corruption rallies, human chains, marches, meetings, seminars, workshops, drama, debate and essay competitions with the help of Corruption Prevention Committees constituted in metropolitan areas, districts and upazila levels. Together with civil society and socio-cultural organizations, metropolitan, district and upazila Corruption Prevention Committees organize anti- corruption rallies where people of all walks markedly demonstrate their solidarity to voice and act against corruption.

The role of the Corruption Prevention Committee is very crucial in carrying out the variety of programmes drawn up by the ACC to observe the Corruption Prevention Week (26 March to 1 April of every year) and also to observe the International Anti-Corruption Day on 9 December across the country. The ACC's Chairman, Commissioners and high officials actively take part in such corruption prevention activities. These committees receive a lump sum amount of money to organize the events. The ACC provides to the CPCs, Caps and T-shirts inscribed with anti-corruption slogans wanting the Committees to distribute these promotional materials in their respective area. Division wise activities of Upazila, district and metropolitan Corruption Prevention Committees are shown in Tables 18 and 19.

Table-18: Division-wise activities of upazila, district and metropolitan Corruption Prevention Committees in 2015

Divisions	Discussions	Debate	Essay Competition	Human Chain	Rally	Seminar	Drama	Speech by Distinguished Persons	Others
Dhaka	905	87	57	261	277	07	13	146	731
Chittagong	362	113	73	166	157	14	25	52	38
Rajshahi & Rangpur	545	133	95	297	309	15	27	146	478
Khulna	267	29	37	128	130	12	17	219	220
Barisal	339	34	06	136	137	-	-	341	176
Sylhet	109	52	35	64	60	12	10	66	26

Table-19: Division-wise activities of Integrity Units in 2015.

Divisions	Discussions	Debate	Essay Competition	Human Chain	Rally	Seminar	Drama	Speech by Distinguished Persons	Others
Dhaka	988	117	62	360	384	04	29	109	343
Chittagong	167	93	60	133	154	09	21	32	42
Rajshahi & Rangpur	312	128	110	236	241	-	19	121	421
Khulna	181	18	04	74	76	07	01	89	91
Barisal	313	34	06	136	137	-	-	320	144
Sylhet	152	36	31	74	76	11	16	102	08

Anti-Corruption Debate Competition, 2015

In order to engage the future generation of the nation in creating mass awareness against corruption and to help them take stand against corruption on the strength of ideology, ethics and values, formation of 'Integrity Unit' has been taken up as one of the ACC's innovative initiatives. The ACC arranged Debate Competition on Prevention of Corruption among the students of schools, madrasahs and colleges

where integrity units were formed in 2015. The anti-corruption debate competition was held in two categories--one was held for the students of Secondary and equivalent level and the other was held among the students of Higher Secondary and equivalent level. Government Coronation Secondary Girls' School, Khulna became champion in the competition while SV Government Secondary Girls' School, Kishorganj became runner up in the Secondary and equivalent level. Rajshahi College, Rajshahi became champion and Dhaka Cantonment Girls' Public School and College became runner up in the competition in Higher Secondary level.

Publications of Quarterly "Dudak Darpan"

Since March 2012, the ACC started publishing its Quarterly titled "Dudak Darpan". The ACC published the "Dudak Darpan" in 2015 and three issues of the "Dudok Darpan" were brought out in the same year.

Promotional Activities Undertaken by the ACC

Apart from mobilizing people and publication of materials, the ACC undertook some promotional activities as well. It published advertisements against corruption in the leading national dailies. With the help of Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC), special text messages were transmitted to the mobile phone users urging them to refrain from corruption. On the occasion of Corruption Prevention Week and International Anti-Corruption Day, T-shirts inscribed with slogans against corruption were distributed among workers. Thousands of posters were printed out and put on the walls in different parts of Bangladesh including the capital city of Dhaka.

Anti -Corruption Sermon

One of the effective ways to prevent corruption is to develop and sensitize the sense of ethics and religious value into the people. The religious institutions can play a vital role in this regard. The Commission republished a booklet of religious sermons in 2015 titled "Dire Consequences of Corruption" for the Imams and religious leaders. The booklet compiled statements from the Holy Quran and other religious words/expressions condemning corruption in its all possible forms. The sermon was delivered during Friday prayers. The booklet was distributed on free of cost in mosques and other religious institutions countrywide through the Integrated District Offices of the ACC and Islamic Foundation, Bangladesh.

National & International Engagements

During the period under review, the Commission continued to engage with other stakeholders to share best practices and experiences.

Memorandum of Understanding signed between the ACC and TIB

The Anti- Corruption Commission (ACC) has signed a memorandum of understanding (MOU) with the Transparency International Bangladesh (TIB) aiming to extend cooperation between the two anti-graft agencies to carry out corruption prevention activities. ACC's Director General Dr. Md. Shamsul Arefin and TIB Executive Director Dr. Iftekharuzzaman signed the agreement on behalf of their respective organizations.

Under the MoU, the ACC and the TIB will jointly work in the following areas:

1 In observance of the International Anti-Corruption Day on December 9 every year, the ACC and the TIB, as per their mutual discussion and respective policies, will jointly conduct various corruption prevention, research and advocacy activities to make the people aware of the adverse impact of corruption.

2 The two anti-graft agencies will jointly undertake and implement anti-corruption activities at upazila and district levels involving the local youths (members of Integrity Units) to create awareness among people.

3 To accelerate anti-corruption activities at the local level, the ACC and TIB will jointly arrange training sessions for the members of "Satata Sanghas" (Integrity Units), associate bodies of the ACC, on ethics, anti-corruption communication strategy, ICT and Right to Information Act, 2009.

4 The ACC and the TIB will appoint their respective Focal Points to monitor the trainings and other activities to be carried out under the MoU.

5 If there is any unexpected situation that may emerge out in conducting the activities under the deal, the ACC and the TIB will inform each other and will resolve the related issue through mutual understanding/negotiations.

International Engagements

1. Efforts are underway to prepare Anti-Corruption Strategic Plan 2016-2021 for the ACC with the technical assistance of the development partner, GIZ. Apart from this, GIZ extending technical assistance to the Commission on some focused issues.
2. JICA is providing technical assistance for conducting public hearings and good governance issues.
3. Apart from these, the World Bank and Asian Development Bank are also providing technical assistance to the Commission on some focused issues.

Observance of Corruption Prevention Week

Since 2011, ACC has been observing Corruption Prevention Week every year from March 26 to April 1. Necessary measures were taken to prepare and implement central and field level programmes on the occasion of Corruption Prevention Week, 2015. The theme of the Corruption Prevention Week, 2015 was "we all take oath to hate the corrupt persons." The inaugural Programme of the week starts with laying floral wreaths by the ACC Chairman, Commissioners and officers at the "National Martyrs' Memorial" in Savar. Other programmes on the eve of the week were: anti-corruption message circulated through SMS over mobile phones, a weeklong exhibition of satirical cartoons and posters at the ACC Head Office, forming human chain and rally with banners and posters against corruption, anti-corruption posters and art competition, anti-corruption sermons delivered during "Jumma prayer", and conference of Integrity Units at Dhaka. Moreover, a seminar was organized titled "Political Consensus and Accountable Administration are the fundamental factors to curb and prevent corruption". Leaders of major political parties, government officials, civil society members, and media personalities participated in the seminar.

Commission's Foundation Anniversary

The ACC started observing its foundation anniversary since November 21, 2012. The Commission started its journey officially on that very day in 2004. Necessary measures were taken to prepare and implement various programmemes at central and field levels on the occasion of the ACC's foundation anniversary. On the occasion of the foundation anniversary, programmes were inaugurated by hoisting national and ACC's flags with national anthem sung in the morning. And later, officers and employees of the Commission were sworn in by the Chairman of the Commission at the National Music & Dance Auditorium of Bangladesh Shilpakala Academy. It was also observed at the Commission's all Divisional Offices and Integrated district Offices by hoisting national and ACC flags with national anthem sung. The officers and employees of the Commission were sworn in by the Directors of the Divisional Offices and Deputy Directors of the Integrated District Offices at their respective offices.

Seminar with Integrity Focal Points (IFPs)

The Commission in partnership with Cabinet Division and JICA organized a seminar with the IFPs of the ministry Division and other associate institutions that was held at the ACC Head Office in 2015. The central purpose of the Seminar was to discuss and share the current and emerging governance issues in the country in the context of good governance and corruption prevention. Under the purview of National Integrity Strategy (NIS). Specific objectives of the seminar were to bring administrative leadership of the country together to elaborate on key issues to governance and development of the country; highlight the multi-sectorial initiatives as enunciated under NIS; discuss on ways and strategies of strengthening the fight against corruption nationally and seek support and commitment of the Government officials.

Media relations

During the reporting period, the Commission continued to work closely with the mass media through press releases/press conferences. Responding to media enquiries, the ACC held formal and informal meetings with the editors/ chief executives to keep them abreast of the latest state of affairs. It also responded to media interviews to sustain positive relationships.

ACC Media Award, 2015

In order to encourage mass media for investigative and creative reports on corruption, the ACC introduced the ACC Media Award. Six journalists were awarded in two categories every year. The awards were given by the Commission according to the recommendations of the Jury Board comprising eminent journalists of the country. The Anti-Corruption Commission awarded the ACC Media Award, 2015 to five (05) journalists from print and electronic media. The Chairman of the Commission presented the awards to winners who included journalists from the Daily Samakal and the "Syleter Dak" from the print media, as well as Maasranga Television, Channel-24 and RTV from electronic media category.

Anti-Corruption Slogan Composition and Posters with Slogans/Drawing Competition, 2015

Competitions on composition of Anti-corruption slogans, designing posters with anti-corruption slogans, sketching & drawing, were organized in 2015, with financial assistance by development partner, GIZ. The purpose was to utilize the creativity of the members of corruption prevention committees and the students of the "Integrity Units" to expedite corruption prevention activities of the ACC.

International Anti-Corruption Day

Every year, the ACC observes "International Anti-Corruption Day" on December. Necessary measures were taken to prepare and implement at central and field levels, various programmes on the occasion of the "International Anti-Corruption Day". In 2015, centrally the Commission sponsored the Commemoration Ceremony of "International Anti-Corruption Day" that was held at the Fine Arts Academy Dhaka, on 09 December 2015. The theme on the occasion was set as "Remove Corruption and take oath of Patriotism". The Commission organized country wide programmes, like human chain, meeting, rally and other events to mark the day. A good number of government officials and representatives from Corruption Prevention Committees also attended the programmes.

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

Chapter 4

Public Hearing

Introduction
Conclusion

Public Hearing

4.1 Introduction

Public hearings are formal meetings at the community level where citizens vent their grievances on matters of public interest to local officials providing public services and the service providers try to address or redress their grievances. Public hearings aim at promoting transparency and accountability of public authorities in addressing the needs of the citizens. It is a social accountability tool visibly used by the common people to explicitly raise issues regarding public service delivery to the government officials and service providers concerned. It provides an open forum, where the public service oriented authorities undertake or pronounce clear commitment, to take necessary measures to resolve the problems or issues. On 28-29 December, 2014 the Anti-Corruption Commission in the collaboration with Transparency International Bangladesh (TIB) conducted Information Fairs and Public Hearings for the first time in Muktagachha, Mymensingh. A large segment of common people attended the programme.

The Article 15(A) of the Constitution of the Republic of Bangladesh requires every public servant to strive at all times to serve the people. Secondly, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) stipulates for participation of society in decision making process (Article 13). Thirdly, National Integrity Strategy (NIS) of the Government of Bangladesh underscores the need for providing corruption-free public services to citizens. Fourthly, as experienced from our nearest neighboring countries- India and Nepal, public hearing is considered as one of the most effective way to promote the culture of accountability in delivery of public service. The main focus of the Seventh Five year Plan of Bangladesh is placed on citizens' empowerment that can be achieved through application of public hearing and other social accountability tools.

4.1.1 Objectives of Public Hearing

- To listen straight way to the aggrieved persons and resolve their complaints/Ivievance by the government offices concerned instants;
- To improve the quality of public service and its delivery system to meet the citizens' democratic right to faster and higher quality of service. delivery through citizen charter in every government offices.

4.1.2 Legal Framework of Public Hearing

Provisions of the Constitution

The State shall endeavor to create conditions in which, as a general principle, persons shall not be able to enjoy unearned incomes, and in which human labor in every form, intellectual and physical, shall become a fuller expression of creative endeavor and of the human personality. Article 20(2)

Every person in the service of the Republic has a duty to strive at all times to serve the people as provided under Article 21(2).

The relevant sections of the Anti-Commission Act, 2004 state that the Commission may discharge any or all of the following functions:

17(e) Review the legally accepted measures for preventing corruption and submit recommendations to the President for their effective implementation;

17(f) Carry out research on the prevention of corruption and submit recommendations to the President regarding the actions to be taken on the basis of the research findings;

17(g) promote the values of integrity in order to prevent corruption and take measures to build up mass awareness against corruption;

17(h) Arrange seminars, symposiums, workshops etc. on subjects falling within the jurisdiction of the commission;

17(i) identify the sources of different types of corruption existing in Bangladesh against the backdrop of the country's socio-economic conditions and present to the President any recommendations for appropriate actions;

17(k) Perform any other work deemed necessary for prevention of corruption; and

The circular of Cabinet Division issued in June 2014.

4.1.3 Utilization of Public Hearing

The ACC believes that public hearing can be the best tool to accelerate and make effective anti-corruption measures by empowering the common people. In such multi-stake holders meeting, the sources of corruption are identified and the prospective measures undertaken by the government offices concerned are discussed. The ACC conducts public hearings according to the Anti-Corruption Commission Act, 2004 and the circular of Cabinet Division issued in June 2014.

The action research of the ACC is being implemented in ten upazilas of five pilot districts (Mymensingh, Madaripur, Gopalganj, Comilla and Rangpur). It mainly focuses on holding public hearing in respect to two departments namely, office of Sub-Registrar, office of Assistant Commissioner (Land) and office of Health and Family Planning. Based on the feedback received from public hearings, the ACC endeavors to simplify administrative procedures in order to ensure better public service delivery.

4.1.4 Expected Outcomes of Public Hearings

- Accountability and transparency in public offices enhanced.
- The citizens informed about what role they can play to help resolve problems related to public service.
- Quick disposal of complaints of the citizens resulting from direct hearing.
- The business process in service delivery improved.
- Awareness against corruption increased.

4.2 Conclusion

It is the fundamental duty of the State to provide for the citizens some basic services including safety, healthcare, education and so on. To discharge the duty of the State, public hearing is used as a social accountability tool. It is necessary to take steps for continuous monitoring to make this tool effective to ensure faster and better quality of services. It is strongly felt that holding public hearing regularly, monitoring and evaluating the implementation of decisions taken in the public hearing can play a very critical role to keep the public servants increasingly accountable to the citizens.

As a part of public hearing, a day- long Information Fair was organized in Savar, Dhaka on 16 Septrmber 2015 by TIB in collaboration with Upazila Corruption Prevention Committee of the Anti-Corruption Commission and Upazila Parishad, Savar. The Commission organized public hearing on services of Upazila Land Office, Sub-Registar's Office, Upazila Health Office with technical support from JICA. During the hearings, the government officials were supposed to respond to the allegations raised by the service recipients. The ACC's Commissioner Dr. Nasiruddin Ahmed was present as the Chief Guest while TIB's Executive Director Dr. Iftekharuzzaman attended the programme as special guest. Later on, the Commission organized public hearings on land office, Sub-registrar office, health office of Chokoria (Cox's Bazar), Tetulia of Panchagar and Kotalipara of Gopalganj District.

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

Chapter 5

Institutional Capacity Building

Human Resource Management
Budget Management
ACC's Initiatives to Prevent Internal Corruption
ACC's Performance in Monitoring and Evaluation

Institutional Capacity Building

5.1 Human Resource Management

The 'Administration, Establishment & Finance Wing' is responsible for managing ACC's human and financial resources and logistics. The Wing is divided into two branches namely- 'Administration & Establishment' and 'Finance & Accounts'. The 'Administration, Establishment and Finance Wing' is responsible for the following matters:

1. Managing recruitment, promotion, posting, deputation, travels of all officers and employees of the Commission;
2. Undertaking necessary steps as are consistent with the prevailing rules regarding disposal of departmental cases initiated against the ACC personnel and maintenance of working conditions and other matters of their services;
3. Submitting the proposals with nomination of officers/staff members for foreign training;
4. Assisting the Secretary of the Commission in providing secretarial support in holding the Commission's meetings;
5. Inspecting subordinate offices at least twice each year and submitting inspection reports to the Commission's Secretary;
6. Supervising the overall security, maintenance of stores, furniture, and infrastructure of the Commission; and
7. Collecting, maintaining and supplying necessary logistics for all Wings of the Commission.

5.1.1 Distribution of Human Resources in ACC Headquarters and Field Offices

The Commission has a government approved organogram consisting of 1264 human resources including 191 supernumerary posts. The following Table-20 provides distribution of the human resources in the ACC Head Office, Divisional and Integrated District Offices.

Table-20: Distribution of Human Resources of ACC

Position	Number in Head Office	Number of field offices		Total
		Divisional Office	Integrated District Office	
Chairman	01	-	-	01
Commissioner	02	-	-	02
Secretary	01	-	-	01
Director General	06	-	-	06
Director	13	06	-	19
System Analyst	01	-	-	01
Deputy Director	59	-	22	81
Prosecutor	13	-	-	13
Programmer	01	-	-	01

Position	Number in Head Office	Number of field offices		Total
		Divisional Office	Integrated District Office	
Assistant Director	65	-	65	130
Private Secretary	04	-	-	04
PRO	01	-	-	01
Deputy Assistant Director	52	-	72	124
Asst. Inspector	42	-	88	130
Court Inspector/Court Asst/ASI	25	-	51	76
Other officers & staff (Clerk, typist, etc.)	145	42	66	253
Other officers & staff (Clerk, typist, etc.)	145	42	66	253
Driver	21	06	22	49
Constable	116	-	65	181
Total	568	54	451	1073
Supernumerary/Outsource				
Constable	58	12	109	179
Driver	09	-	-	09
Other	03	-	-	03
Total	70	12	109	191

5.1.2 ACC's Recruitment and Promotion in 2015

The Commission is empowered by the ACC Act, 2004 to appoint the required number of officers and staff to carry out its assignments efficiently (Section 16 (3)). The rule 4 of Anti-Corruption Commission Service (Personnel) Rules, 2008 stipulates to enable the Commission to constitute an Appointment and Promotion Committee for making recommendations on direct recruitment or recruitment through the process of promotion. Table-21 and 22 show number of officers and staff recruited to the vacant posts directly and through promotion in 2015 respectively.

Table 21: Officers and staff recruited directly in 2015

Name of Post	No. of directly recruited officers/employees
Deputy Assistant Director	01
Driver	2
Total	03

Table 22: Officers and staff recruited against the vacant positions through promotions in 2015

Name of Post	No. of promoted officers/employees
Director General	00
Director	06
Deputy Director	10
Assistant Director	30
Deputy Assistant Director	12
Court Inspector	02

5.1.3 Construction of own office building at district & divisional levels

As a part of institutional strengthening process, the ACC has decided in principle to have its own office buildings for its divisional and integrated district offices. For this purpose, multiple projects have been taken up which are now underway of different stages of implementation. By June 2015, the project for construction of integrated district office (IDO) in Jessore has been successfully completed at the cost of BDT. 3, 04, 25,000.00. The Project for construction of IDO in Noakhali and Habiganj (July 2015- June 2017) has been approved by Planning Commission, similar project for constructions of IDO in Comilla and Tangail (July 2016- June 2018) is under the process of approval by Planning Commission. The Development Project Proforma (DPP) for construction of IDO in Rangamati, Kustia and Mymensingh (July 2016- June 2019) will be submitted soon for approval. Separate DPPs will be prepared for construction of 6 storied office buildings in the divisional levels to accommodate Divisional offices and attached IDOs including rest house and dormitory.

5.1.4 Measures Undertaken for Capacity Enhancement of ACC's Manpower

The main strength of the Commission is drawn upon the ACC Act, 2004 and the competence of its human resources. Alongside, the Commission has laid emphasis on the capacity development of its working manpower. In addition to continuous improvement and modernization of work environment, the Commission has taken some other measures to enhance the efficiency of its officials and employees in 2015 by organizing requisite training, seminar, symposium, etc. Furthermore, with the assistance of the development partners the institutional efforts are underway for obtaining training facilities on corruption prevention and combating corruption for varying durations. Subsequently, a good number of ACC's officials and staff could avail of opportunities to receive capacity development training both at home and abroad in collaboration with development partners.

The ACC provided trainings to its 355 officials/ staff by own management including 'Special Course on PPA, 2006 and PPR, 2008', 'Refreshers Course for all level officials', 'Special Training for newly appointed Assistant Directors and Deputy Assistant Directors', 'Asset Recovery', "Exchange of View with Media (Sponsored by GIZ)", 'Website Design and Development', 'Senior Security Course' by National Security Intelligence (NSI); 'Computer Trouble Shooting' and other ICT related training by National Academy for Planning and Development, English language proficiency and other courses.

Table- 23: Participation in Training, National Seminars, Workshops and Conferences

Name of the training	Number of participants	Name of associate organization
01. Course on PPA 2006, PPR 2008	60	ACC
02. Junior Security Course	01	NSI
03. Course on Prevention of Corruption	29	GIZ
04. 34-th Surveillance Course	02	NSI
05. Orientation Course for newly recruited AD, DAD and Court Inspector	20	ACC
06 Computer	49	-
07 Land Management Course	119	-
08 35-th Surveillance Course	02	NSI
09 Land Management Course	20	World Bank
10 Office Management	01	-
11 English Language Proficiency	04	-
12 PPDM Course	01	-
13 Management Skills for Project Executives	01	-
14 Right to Information	23	TIB
15 PPA 2006,PPR,2008	19	World Bank
16 Junior Security Course	01	NSI
17 Senior Security Course	01	NSI
18 Basic Computer Course	02	-

5.1.5 Training, Seminars, Workshops and Conferences

The Commission continued to participate in seminars and conferences organized nationally and internationally to share valued experiences and best practices.

Table-24: Highlights of some of the Commission's engagements at the regional and international levels

Name of Training/ Meeting/ Seminar/ Workshop	Duration	Number of Participants	Name of Associate Organisation	Country
1. High Level Meeting	11-18 May, 2015	01	--	London, UK.
2. The Art of Stakeholder Collaboration	19-22 May, 2015	01	GIZ	Cambodia
3. Country Specific Dialogue Program for Bangladesh on Good Governance-Policy, Organization and People Dialogue Program	04-13 June, 2015	01	JICA	Japan
4. Asset Recovery Pending Issues	15-17 June, 2015	01	-	USA
5. APG's 18-th Annual Meeting and Technical Assistance Forum	12-17 July, 2015	01		

Name of Training/ Meeting/ Seminar/ Workshop	Duration	Number of Participants	Name of Associate Organisation	Country
6. CBI's High Level Official Meeting	13-18, September, 2015	04	-	India
7. Developing Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Approaches ,Methodologies and Control for Non-banking Financial Institutions Workshop for Trainers	12-16,October, 2015	01	ADB	Philippines
8. Training Course on Criminal Justice Response to Corruption	12 October-19 November, 2015	02	JICA	JAPAN
9. Eight Annual Conference and General Meeting of the IAACA and 6-th Session of the Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption.	30 October-6 November, 2015	01	-	Russia
10. 13-th Regional Seminar of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific.	18-20 November, 2015	01	ADB/OECD Anti-Corruption Initiative Secretarial & the UN Development Programme.	Mongolia

5.2 Budget Management

The finance of the ACC is channeled through budgetary allocations determined by the Government. The Government allocates a certain sum in favor of the Commission for expenditure. Once the budget is approved, the Commission does not need to obtain any permission in advance from the Government in order to spend the allocated money without prejudice to the rights of the Controller and Auditor General to audit the accounts of the ACC. The 'Finance & Accounts' branch of the 'Administration, Establishment and Finance Wing' supervises the functions relating to finance and internal audits; and conducts purchases for the Commission in conformance with public procurement regulations. Table 25 and 26 show the allocations (Non-development and Development) in 2014-2015 Fiscal year.

Table-25: Allocation for ACC in 2014-2015 Fiscal year (Amount in Thousand Taka)

Financial Year		Non-Development	Development	Total	Revenue	Capital
2014-15	Budget	6,29,630	18,400	6,48,030	6,22,830	25,200

Table 26: Economic classification of revenue and capital expenditure of 2014-2015 Fiscal Year (Amount in Thousand Taka).

Description		Fiscal year 2014-15	
	Financial code & sector	**Allocation (in BDT)**	**Expenses (in BDT)**
Revenue Expenditure	4501- Pay of Officers	8,36,00	7,95,92
	4601- Pay of Staffs	7,50,00	7,23,54
	4700-Allowances	13,92,25	13,63,68
	4800-Supplies & services	16,56,15	15,75,35
	4900 Repair & maintenance	89,00	78,81
	6300-Retirement allowances & gratuities	3,04,90	3,07,82
	6681 - Aggregate allocation	12,00,00	10,19,85
Total Revenue Expenditure		62,28,30	58,64,97
Capital Expenditure	6800- Acquisition of assets	46,50	44,11
	7000-Construction & works	1,80,50	1,79,50
	7400-Loan & advance for Government employees	25,00	15,75
Total Capital Expenditure		2,52,00	2,39,36
Total Expenditure of ACC		64,80,30	61,04,33

Figure-6: Actual proportional expenditure in FY 2014-15

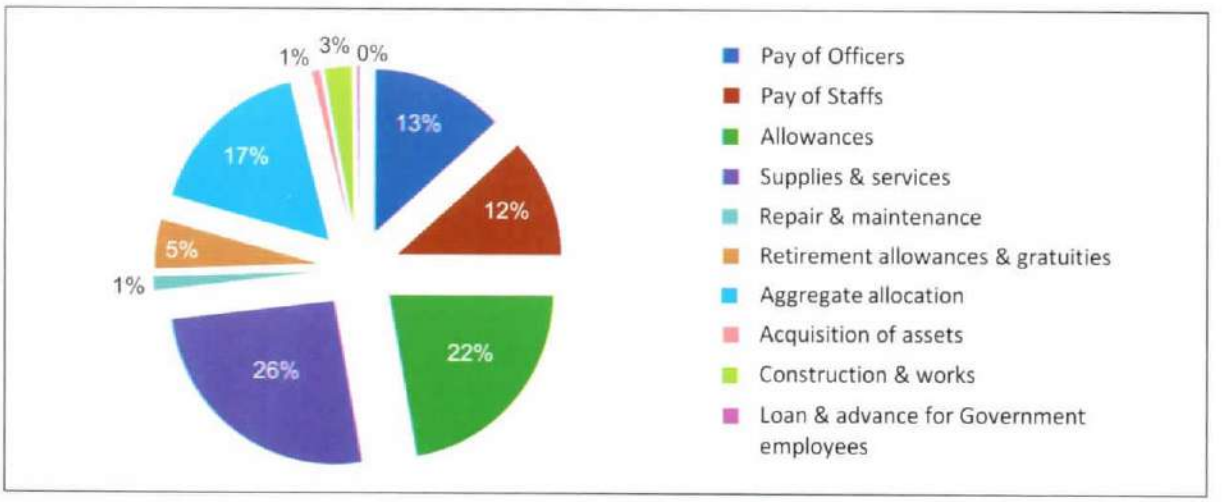

5.3 ACC's Initiatives to Prevent Internal Corruption

The Commission goes ever active to control illegal practices and corruptions of its officers and staff. Under Rule 19 (1) of the Anti-Corruption Commission Rules 2007, the Commission has constituted a permanent Internal Anti-Corruption Committee headed by its Chairman, to consistently monitor, supervise, enquire, and investigate into any allegations on corruption against the ACC's officials and to make recommendations for taking legal and departmental actions against the corrupt official/employee concerned. On charges of corruption, four officials/employees received major punishment while two received minor punishment in 2015. Table- 27 shows the picture of departmental cases lodged against ACC officials/ employees and their outcomes.

Table-27: Departmental measures taken against alleged ACC officials/employees in 2015

Description	Number
Carried over from the previous year	13
Undertaken in 2015	08
Number of total departmental cases in 2015	21
Number of disposed cases	09
Major punishment	04
Minor punishment	02
Disposed by other ways	03

1. Major punishment includes dismissal from service, forced retirement and demotion to lower level of salary scale etc.
2. Censure withholding of promotion and salary increment for a certain period determination of salary at the lowest level of time scale etc. are treated as minor punishments.

5.4 ACC's Performance in Monitoring and Evaluation

5.4.1 Performance Monitoring

The ACC's performance is internally monitored by its "Monitoring and Evaluation (M&E) Branch". Short and detailed inspections are employed as dual monitoring tools to measure up the performance of the ACC's divisional and integrated district offices. Director Generals and Directors of ACC's Headquarters carry out these inspections. The M&E Branch evaluates regularly these inspection reports and submits the key findings to the Chairman of the ACC. Table-28 provides numeric statistics of the inspections carried out in 2015.

Table-28: Statistics of inspections to ACC's divisional and integrated district offices held in 2015

Type of Inspection	From Head Office	From Divisional Office
Short Inspection from	09	09
Detailed Inspection	09	23
Total	18	32

During the short inspections, the inspectors look into such issues as, availability of officers and employees, complaints received, enquiries, cases under investigation, cases under trial, cash account, prevention activities, major lapses/bottlenecks etc. They provide comments and recommendations against each and every category. Progress towards the implementation of recommendations is assessed in the subsequent detailed inspections. In addition to the detailed scrutiny of the above issues, special emphasis is attached to office and HR management during the inspections. This includes office security, office accommodation, and maintenance of attendance book, list of activities of officers, performance assessment of employees, various registers, and monthly reporting of performance. As part of monitoring of the Headquarters' performance, the Commission reviews the activities of each Wing once a week. The Director General of the Wing concerned remains present on the specific date and time at the office of the Chairman to provide updates about the Wing's performance and respond to the queries of the Commission.

Chapter 6

ACC's Information Management

The ACC and the Right to Information Act

ACC's Information Management

6.1 ACC and the Right to Information Act

The Commission is strongly committed also to help implement the Right to Information Act 2009, which greatly contributes to ensure free flow of information. The Anti-Corruption Commission has already formulated the Information Disclosure Policy. The ACC's Information Disclosure Policy, 2011 defines information as memo, books, data/information, log book, order, notification, document, sample, letter, report, financial statement, project proposal, audio, video, etc. regarding the formation, structure and official activities of the Commission. The Policy classifies the information that the Commission possesses, into the following four categories:

a) Proactive information (The Commission will disclose these information proactively);
b) Information to be provided on demand;
c) Information to be provided partially on demand, and
d) Some other information, disclosure or providing of which is not mandatory.

Any citizen can apply to the Commission requesting for information in a prescribed format or in white paper. The Public Relations Officer at the Head Office, Director at the Divisional Office and the Deputy Director at each Integrated District Office are designated to provide information on citizens' requests. Not providing information without any valid reason will constitute misconduct and action will be taken against the concerned officials as per the Anti-Corruption Commission (Staff) Service Rule-2008. As of days before, the Commission, while sought, provided information to the people in accordance with the provisions of the Right to Information Act, 2009.

Chapter 7

Way- Forward

The Action Plans of the Commission

Way- Forward

7.1 The Action Plans of the Commission

Despite enormous challenges toward combating corruption, the Anti-Corruption Commission could achieve some big successes in bid to fighting corruption in 2015. Hopefully these successes will act as great milestones to the unbounded prospects of the ACC in the years to come. However, some weaknesses of the ACC have also been identified that limited the power of the organization to combat corruption effectively. However, the following measures may be considered "DOABLE" to make the Commission as "GREATER ACHIEVER".

7.1.1 Formulation of Corruption Prevention Policy

The Commission has decided to formulate a Corruption Prevention Policy. In accord to the Policy, short-term, mid-term and long-term plans will be chartered out and executed accordingly. The Policy is expected to greatly contribute to bring in positive changes in drastically reducing corruption all over the country.

7.1.2 Training

The training helps employees enhance their capacity, skills and expertise to perform their duty effectively. This is why the Commission has taken steps to train its staff aiming to make them adequately skilled and efficient in identifying, inquiring and preventing the occurrence and recurrence of evil practices- preferably those which are related to corruption. To confront the challenges of multiplicity of corruption which often likely to assume, the ACC is placing high amount of importance on equipping its officials with the most appropriate training- both at home and abroad. The ACC's training interventions are deliberately steered toward building professional competence of its manpower and that way to scale up their skills and knowledge eventually to output more efficient services.

7.1.3 Automation

The ACC is also incorporating and promoting Automation in its work procedures. To facilitate and simplify the official functions, the Commission takes on various initiatives to automate its key operational processes.

7.1.4 Technology-based enquiry and investigation

The Commission is planning to utilize latest technology in course of its enquiries and investigations of the allegations so as to make the probes more accurate and better rewarding. To trace out the locations and activities of alleged offenders, the ACC will set up its own Tracking Equipment Unit with "state-of-the-art" technology.

7.1.5 Promoting public relations

It will be quite impossible to fight corruption without participatory integration and proactive support of the common people. So, the ACC aims at taking an inclusive approach involving general people, those engaged in rendering public services, civil society, media, NGOs, and so on, to combat corruption more effectively.

7.1.6 Ensure sufficient infrastructure

Although the Commission is a national statutory body, its existing infrastructure is inadequate and thus not in commensurate with the volume of workloads to be disposed most effectively. Most of the district offices are operating at rented buildings. Therefore, district offices suffer a lot owing to lack of requisite and conducive accommodation causing the staff members work in congested unhealthy environment. As most of the offices are housed in rented properties, the security of both staff members and information remain in a vulnerable state as well. But, however, of late, the ACC is paying special attention to such concerns. At present, out of 64 districts, the ACC has 22 districts offices. Recently the ACC has sent a proposal to the government for establishing its own office buildings in all the districts.

7.1.6 Ensuring Trasparency

The Commission resolutely intends to carry out all of its actions within the confines of its legal procedure and the time lines set by its enacted rules. Nonetheless, the Commission is strongly commited to make the transparency and accountability of its own multifaceted performance effectively visible as may conduce to elevate the state of Good Governance where corruption can hardly thrive.

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

Chapter 8

Recommendations

Public Service
Public Recruitment
Public Procurement
Government Constructions/Repairs/Reconstructions
System Improvement
Bank and Financial Institutions
Miscellaneous

Recommendations

The Recommendations of Anti-Corruption Commission presented to receive kind appraisal, regarding actions to be taken by different Ministries and sub-ordinate bodies for prevention of Corruption, in compliance with section 17(uma) of the Anti-Corruption Commission Act, 2004

a. Public Service

Problems/ Sources of Corruption

No intensive surveillance is there to scan over the standards of services, pursued in various Ministries and subordinate bodies. Besides, discretionary decisions of the officers and staff members often cause the service delivery get often obstructed, and impair the interest of the State. While accomplishing the official tasks, a predisposition for not properly complying with the Secretariat Instructions is distinctly perceivable, which is predominantly a key reason of corruption. Lack of proper coordination among different departments of the government persists and causes disruption both way in receiving and delivery of services. Moreover, there exists no monitoring mechanism in most of the organizations to prevent corruption, or no regular system operates there to redress the grievances of the service seekers.

Aiming at resolving the stated problems, the following recommendations may be put to executions:

1. Intensifying internal oversight into the sources of corruption, by each Ministry/ Division, and setting up requisite structural framework to that end;
2. Receiving complaints against corruptions of the officials/staff members of Ministries/Divisions and subordinate bodies or against institutional corruption, hence undertaking enquiry/investigations and necessary actions, and appositely providing feedback to the complainant;
3. Establishing Hotline, putting up email address(es) and installing Complaint Box at the gateway of Ministries/Divisions and all subordinate offices or in a conspicuous place, to receive complaint/opinion on corruption against those organizations, and creating opportunities for submission of opinion/suggestion to improve quality of service;
4. Promoting transparency and accountability by publishing updates on website and other media about actions taken on all the complaints, and to keep in the way the complainant and common people well informed at regular intervals;
5. Setting up Front/Information Desk both at the central and field offices of the Ministries/ Divisions to build public awareness for prevention of corruption and to ease and improve stream of communication;
6. Ensuring, at least for once, obligatory participation of all the officials/staff members of Ministries/ Divisions and subordinate bodies, in the training course on rules and regulations regarding prevention of corruption;
7. Allocating the operations of land administration and land registration under a single Ministry, and ensuring land administration, land registration and land survey to be carried out through one office at Upazila level;

8. Arranging for expeditous payments against bills of the service providing agencies (Power, Gas, Telephone, etc.) at "One Stop Center";
9. Arranging a mechanism for submission of utility bills quarterly/half yearly by the service providing agencies;
10. Organizing Public Hearing, introducing citizen Report Card, Community Score Card and Social Audit so as to enhance Accountability and Transparency in every office:
11. Phased-up delegation of the centralized powers of the citizen service oriented organizations down to field levels will positively contribute to prevent corruption; necessary reforms may be brought into the existing rules and regulations to provide legal support to delegation of the powers and authority of the Head of the organization down to sub-ordinate tiers;

b. Public Recruitment

Problems/ Sources of Corruption

Merit, as often alleged of, is not properly evaluated in respect to public recruitment against various government positions. Equity is not upheld in dealing with question papers for recruitment examination, evaluating the answer scripts and conducting oral tests. The scope for corruption and nepotism is created while irrationally more numbers are assigned to viva voce, and resultantly the most qualified candidate gets deprived of the appointment. Eventually crisis for qualified and talented officers may surface up in administration, in formulation and execution of State policies.

In order to resolve the above noted problems, the following recommendations may be implemented:

1. To widen and deepen transparency in all public recruitments, putting rules and norms in place to allocate 10 marks to the maximum for viva-voce;
2. Adopting measures toward establishing four types of Public Service Commission for recruitment against Government job openings;

a. "Public Service Commission- 1": For recruitment of vacant positions in Civil Service under general cadre and all positions at and above grade-9.

b. "Public Service Commission- 2": For recruitment of vacant positions below grade-9 under revenue head;

c. "Public Service Commission- 3": For recruitment of all technical posts;

d. "Public Service Commission- 4": For recruitment of all posts of teachers;

c. Public Procurement

Problems/ Sources of Corruption

In cases of public procurements the Public Procurement Rules (PPR) and other relevant rules and regulations are not properly complied with. Likewise, the procurement process also features inadequate transparency. Lack of automation process forges scope for corruption. Conversely, plundering off the tender boxes, resisting against submission of tenders, immoral syndicating among the buyers of tender schedules and the actual bidders are predominantly attributable to corruption.

With a view to curing the aforesaid problems, the following recommendations may be implemented:

1. Bringing in the entire process of public procurement under exclusive domain of "e-tendering";
2. Constituting powerful teams in the Ministries to monitor whether the tendering and procurement process is being carried out in conforming to legal procedures;
3. Allowing ACC to exercise its pro-active monitoring during the implementation phase of different Mega Projects.

d. Government Constructions/Repairs/Reconstructions

Problems/ Sources of Corruption

Observations reveal that the Ministries do not release funds right at time. In some cases funds/foods are allocated at the fag end - even at the last week of financial year. Consequently it generates trends to finish up the works in haste. As of ultimate result, works cannot be done sustainably and wastage of money and public sufferings get to increased scale. Moreover, yielding to iniquitous demands to release funds against some projects at field levels causes irregularities to take place in the procedures of government constructions.

In order for solving these problems, the following recommendations may be implemented:

1. To enhance transparency and accountability in construction, reconstruction/ repair works, responsibility of maintenance over the same works for next 10 years may be lawfully assigned to the same construction/repairing/ reconstruction firm and thus to compel the firm to fix the defects, if any arise in the period, and repair/reconstruct on its own costs;
2. The team of engineers engaged to estimate the works and the team to supervise the implementation works must have to be entirely separated. The estimating team must not be in place to get in any way involved into the job of implementation;
3. Once the final Award of Contract is executed after competition of perfect bidding, no condition(s) concerning tendered value, period of the Contract and/or others shall be allowed to undergo any change, whatsoever, till full termination of the Work; no deviation from the terms of the Contract shall be allowed to happen on plea of price hikes in work materials. The future market prices and inflation rates shall have to be taken into account while preparing the initial tender documents;
4. To enhance people's participation in the journey to promote democracy, there should be a project monitoring team consisting of local elites from civil society to watch implementation of any project; and payment against any running bill must be based on recommendation by such team; besides, dispensing with dependence upon government engineers, a private engineering firm may also be engaged on outsourcing in addition to the civil society team;
5. After end of the project, the final bill may be paid up on recommendation obtained from a consultation meeting held in attendance of the beneficiaries from the local people;
6. The allocation and release of fund at the right point of time must be ensured;

e. System Improvement

Problems/ Sources of Corruption

Most of the organizations across the country are being administered by the laws and regulations pervaded by old and prejudiced ideas. So, for the reason, the service deliveries in those organizations get unusually delayed. Given with legal obligations, service cannot be delivered right in time despite having honest intention for. As the laws, rules and regulations are yet to be updated, tiers of services are getting multiplied and causing longer time for service delivery. With the objective to secure prompt services both the 'service seekers' and 'service givers' get markedly enticed to make special negotiations that lead to corruption.

In order to resolve the above noted problems, the following recommendations may be considered for implementation:

1. The process of police verification that still subsists as a prerequisite for issuance of passports should be simplified. Because, currently National Identity Card and Birth Certificate are available for every citizen. Moreover, the Department of Immigration and Passport (DIP) and the Special Branch of the Police (SBP) have put out smartly featured web sites. The police verification may be expedited if the DIP shares the list of criminals available in the website of the SBP. So, measures are needed for issuing the passport in shortest span of time by carrying out online verification.
2. Responsibilities of the official/staff member for causing delay in delivery of service should be ascertained, and compensation for delayed service may be paid to the aggrieved by deducting certain amount of money from the salary of the incumbent;
3. All works ought to be implemented on one application in pursuing the procedure of "Bundle Offer". The existing system of doing a single work in split segments on time and again, should be abolished. For instance, multiple visits are needed to receive services from City Corporation, WASA, BTCL and RAJUK. Legal process should be initiated to amend the existing legal provisions;
4. The ACC's legal enactments and rules may be amended to provide for introducing proactive investigations in preference to post-facto investigations into complaints on corruption, as being pursued in many developed countries.

f. Bank and Financial Institutions

Problems/ Sources of Corruption

As frequently observed that non-professionals and persons inexperienced in banking sector are included into the Board of Directors multiple irregularities and crimes take place in the banking sector because of their capriciousness and narrow space of vision. Financial embezzlement and other crimes occur in the same sector which is imputable to lack of proper monitoring, deficiency of training and absence of accountability.

With a view to resolving the aforesaid problems, the following recommendations may be implemented:

1. Constituting the Board of Directors in banks and financial institutions with core professionals;
2. Proper oversighting in the banking sector and making necessary structural reforms
3. Undertaking necessary measures to ensure staff training and accountability.

g. Miscellaneous

Problems/ Sources of Corruption

As similar to other government offices, there is no effective system in place to monitor the internal activities of the Police and take necessary actions on receiving complaints from the people. Moreover, the sufferings of the people worsen owing to persisting backlog of civil and criminal cases in the Courts. Failure in timely disposal of cases scales up the existing backlog at one end, and on the other, causes anguishes of both the parties- the justice seekers and the accused persons.

Aiming at resolving the stated problems, the following recommendations may be realized:

1. Constituting Criminal Justice Commission as watch dog to monitor police actions;
2. Making legal provisions into the Code of Criminal Procedure to impose strict time-limit for holding inquiry/investigation and trial of criminal cases;
3. Making legal provisions into the Code of Civil Procedure to impose strict time-limit for disposal of civil cases.

Chapter 9

Photo Gallery

ফটো গ্যালারি/Photo Gallery

দুদকের একাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন করছেন কমিশনের চেয়ারম্যান মোঃ বদিউজ্জামান।

শ্রেষ্ঠ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে অতিথিবৃন্দ।

একাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শপথ গ্রহণ।

বক্তব্য রাখছেন কমিশনার ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ।

বক্তব্য রাখছেন দুদকের চেয়ারম্যান মোঃ বদিউজ্জামান।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

সততা সংঘের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন
মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি।

আর্ন্তজাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস-২০১৫ এর র‍্যালির
নেতৃত্ব দিচ্ছেন কমিশনের চেয়ারম্যার মোঃ বদিউজ্জামান।

গণশুনানিতে অভিযোগ জানাচ্ছেন সেবাগ্রহীতা
ব্যক্তিগণ ও জবাব দিচ্ছেন সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ।

গণশুনানিতে বক্তব্য রাখছেন জাইকা প্রতিনিধি
হিরোইকি ওয়াতানাবে।

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার
ড. এ টি এম শামসুল হুদা।

দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবসের আলোচনা সভায় সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ারসহ অতিথিবৃন্দ।

সততা সংঘের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন দুদক চেয়ারম্যান মো: বদিউজ্জামান।

"রাজনৈতিক ঐক্য ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের প্রধান নিয়ামক" শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ।

একাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে উপস্থিত প্রধান অতিথি ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

তেঁতুলিয়া উপজেলায় গণশুনানি ও র‍্যালির নেতৃত্ব দিচ্ছেন দুদক কমিশনার ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ।

দুদক সচিব মো: মাকসুদুল হাসান খান এর নিকট থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন জনৈক শিক্ষার্থী।

প্রতিরোধ সপ্তাহ-২০১৫ এর মানববন্ধন।

দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ-২০১৫ এর র‍্যালি।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস-২০১৫ এর র‍্যালি।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস-২০১৫ এর মানববন্ধন।

দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বক্তব্য রাখছেন দুদক সচিব আবু মোঃ মোস্তফা কামাল।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক